Contents

(সংক্ষেপিত)

আহকামুর জানায়িয
বা
জানাযার নিয়ম কানুন

মূল :

যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক

আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ :

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ)

০১১৯৮১৮০৬১৫
জাবেদ লাইব্রেরী, ঢাকা

تلخيص
أحكام الجنائز

সংক্ষিপ্ত
আহকামুল জানায়িয
বা
জানাযার নিয়ম কানুন

মূল - আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

অর্থানুবাদ - শাইখ খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)

quraneralo.com

www.QuranerAlo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কলাম

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد

আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র প্রভু এবং শতকোটি সলাত ও সালাম নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধর এবং সমস্ত সাহাবাগণের প্রতি।

অতঃপর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক এবং রিজালশাস্ত্রে কালজয়ী মনীষী আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর লিখিত "আহ্কামুল জানায়িয" বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদা করছি। আল্লামা আলবানী (রহঃ) বিশ্ববাসীর জন্য যে অমূল্য ধন রেখে গেছেন তা হলো তার লিখনী। যা চলতে থাকবে মানুষের কল্যাণের কাজে, হিদায়াতের কাজে। তাঁর লিখা প্রায় তিনশত বইয়ের একটি হলো "আহ্কামুল জানায়িয"। এটি বেশী বিস্তারিত হওয়ার কারণে তিনি তা সংক্ষেপ করে নাম দেন (تلخيص أحكام الجنائز) বা সংক্ষিপ্ত জানাযার নিয়ম কানুন। এতে তিনি ১৫টি অনুচ্ছেদে ১২৭টি মাসআলা এবং জানাযা সংক্রান্ত ২৪১টি বিদআত লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি বিষয় আল-কুরআন কিংবা সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করা। এ ধরনের লেখা খুবই বিরল। তাঁর লেখা আহ্কামুল জানায়িযের মত কিতাব সম্পর্কে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজে এ ধরনের লেখা অতীব প্রয়োজনীয় বলে আমরা বইটি

www.QuranerAlo.com

ভাষান্তরে নিয়োজিত হই। বইটির অনুবাদ করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন ছোট ভাই আমীনুল ইসলাম (গাজীপুর) ও কাওসার আহমাদ (নওগাঁ)। এদের সহযোগিতার কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে বইটি অনুবাদ করা সম্ভব হলো। তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ কামনা করি। বইটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার মুহাদ্দিস, শাইখ মোস্তফা কাসেমী (হাফিযাহুল্লাহ) একান্তভাবে নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর উভয়কালীন কল্যাণ করুন।

বহুল প্রচলিত আরবী বইটির গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে আমার মত ইল্‌মের কাঙ্গাল বইটি অনুবাদ করে। কাজেই এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই বিদগ্ধ ও সুধী পাঠকের নিকট অনুরোধ অনুবাদে কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানালে পুনঃমুদ্রণকালে সংশোধনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হিদায়াতের পথে কায়িম ও দায়িম রাখ এবং উভয়কালীন কামিয়াবী দান কর- আমীন।

বিনীত

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)
সাং- রামনগর, ডাক ঃ শেহ্‌লাপট্টি
থানা ঃ কালকিনি, জেলা ঃ মাদারীপুর

www.QuranerAlo.com

আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

{فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

তুমি সত্যিকার কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। (সূরা আরাফ ১৭৬)

নাম ঃ আবূ আবদুর রহমান মুহাম্মাদ না-সিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। পিতার নাম শাইখ নূহ নাজাতী আলবানী। আলবানিয়ায় তাঁর জন্ম হয় বলে আলবানী নামে অভিহিত। আলবানিয়া ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুসিত দেশ।

জন্ম ঃ বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ১৯১৪ ঈসায়ী আলবানিয়ার তৎকালীন রাজধানী আশকুদ্‌রাহতে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলবানীর পিতা নূহ নাজাতী একজন হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি তার পরিবারসহ সিরিয়ার দামিশ্‌কে হিজরত করেন। তাঁর পিতার মত মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীরও হিজরতের ধারা চলে। প্রতিপক্ষের জ্বালাতনে আল্লামা আলবানী প্রথমে দামিশ্‌ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। অতঃপর আম্মান থেকে আবার দামিশ্‌ক, দামিশ্‌ক থেকে বৈরুত, বৈরুত থেকে আরব আমিরাতে, সেখান থেকে দামিশ্‌কে, আবার দামিশ্‌ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি আম্মানেই ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশ্‌কের এক মাদ্‌রাসা "আল ইসআ-ফুল খাইরিয়্যাহ"তে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তাঁর পিতার নিকট হতে মুখতাছার কুদুরী পড়েন। তার পর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল

www.QuranerAlo.com

বুরহানীর নিকট তিনি হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ নূরুল ইযাহ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাক্বিল ফালাহ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি কিতাব পড়েন।

আল্লামা আলবানীর পিতা সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে সূফীদের খানকাতে ও মাযারে নিয়ে যেতেন। ফলে তার আরবী কিস্‌সা, যেমন যা-হির আন্তারা ও আল মালিক সাইফ প্রভৃতি পড়াশুনার প্রতি ঝোঁক ছিল। পোল্যান্ডের অনুবাদ কাহিনী কার্সেন ও লোবেন পড়াশুনায় তার কেন্দ্রবিন্দু হয়। অবশেষে মিশরের আল্লামা রশীদ রেযা সম্পাদিত আলমানার ম্যাগাজিন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাতে তিনি ইমাম গাযযালীর ইহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থ হতে জাল ও যঈফ হাদীস পড়ে তিনি সর্বপ্রথম হাদীস যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর জন্য কুরআন, হাদীসের ইল্‌মের ভাণ্ডার খুলে দেন। হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা আলবানী যৌবনের প্রথমদিকে কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। অতঃপর তিনি তার পিতার পেশা ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখে তাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তাঁর এ কাজ করতে হয়েছিল। এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি হাদীস শেখার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে মাকতাবা বা লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণার জন্য সময় কাটাতেন। তাঁর গবেষণার নেশা দেখে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীতেই একটি কামরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাইখুল পদে মনোনীত হন। এখানে তিনি তিন বছর অধ্যাপনা করেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতার কাজে ব্যস্ত থাকেন। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি দীনের এ খিদমাত আঞ্জাম দেন।

www.QuranerAlo.com

রচনাবলী ঃ আল্লামা আলবানীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ (তিনশত)। তাঁর মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ ওয়াল মাউযূয়াহ বা দুর্বল ও জাল হাদীসের ধারা। এটি দশ খণ্ডে যার ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসুস সহীহা বা বিশুদ্ধ হাদীসের ধারা। এটি ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফি তাখরীজি মানা-রিস সাবীল। (৪) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী। (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী। (৬) সহীহ আবূ দাউদ। (৭) যঈফ আবূ দাউদ। (৮) সহীহ তিরমিযী। (৯) যঈফ তিরমিযী। (১০) সহীহ নাসাঈ। (১১) যঈফ নাসাঈ। (১২) সহীহ ইবনে মাজাহ। (১৩) যঈফ ইবনে মাজাহ। (এগুলো তিনি তাহ্কীক করে আলাদা করেন)। (১৪) সহীহ জামিউস সগীর। (১৫) যঈফ জামিউস সগীর। (১৬) সহীহ তারগীব আত্তারহীব। (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ। (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ। (১৯) মিশকাতুল মাসাবীহ তাহকীক। (এ সকল কিতাব তিনি তাহকীক করেছেন এবং সহীহ যঈফের হুকুম লাগিয়েছেন)। (২০) আদাবুয যুফাফ। (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা। (২২) সিফাতু সলাতিন নাবী (সাঃ)। (২৩) সলাতুত তারাবীহ। (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা। (২৫) গায়াতুল মারাম।

এছাড়াও তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য রচিত পুস্তক রয়েছে। তাঁর বহুগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও আল্লামার অনেক বই অনুবাদ হয়েছে এবং অনেক অনূবাদের কাজ চলছে।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সালের ২রা অক্টোবর মোতাবেক ২২শে জামা-দিল উখরা ১৪২০ হিজরী শনিবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে উক্ত বিশ্বমনীষী বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। বিশ্ববাসী তাঁর কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন– আমীন।

quraneralo.com

www.QuranerAlo.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ ৯
অনুচ্ছেদ - ১ ঃ ১১
অনুচ্ছেদ - ২ ঃ ২১
অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ ২৫
অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ ৩০
অনুচ্ছেদ - ৫ ঃ ৩২
অনুচ্ছেদ - ৬ ঃ ৩৬
অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ ৪০
অনুচ্ছেদ - ৮ ঃ ৪১
অনুচ্ছেদ - ৯ ঃ ৪৯
অনুচ্ছেদ - ১০ ঃ ৫৪
অনুচ্ছেদ - ১১ ঃ ৬৭
অনুচ্ছেদ - ১২ ঃ ৭৫
অনুচ্ছেদ - ১৩ ঃ ৮৭
অনুচ্ছেদ - ১৪ ঃ ১১৮
অনুচ্ছেদ - ১৫ ঃ ১৪৯
জানাযা সংক্রান্ত বিদ'আত ঃ ২০১

www.QuranerAlo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমাদের বদ আমল হতেও তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যাকে আল্লাহ (পথ দেখান) হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াতকারী (পথ প্রদর্শক) কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও তার কোন শরীক (অংশীদার) নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর জানাযা সংক্রান্ত বিধানাবলী সম্পর্কে যে জানতে আগ্রহী তার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ও সহজ আকারে পুস্তক লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। যা সাধারণ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিও সহজভাবে ও দ্রুত বুঝতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে যথাস্থানে উপস্থিত যারা থাকে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে। যেমন নিকটাত্মীয়তার মৃত্যু ও অথবা তার কাছের বন্ধুর মৃত্যুতে কী করণীয় তা জানার জন্য। এ কথা স্পষ্ট যে, আমার রচিত أَحْكَامُ الْجَنَائِزِ وَبِدَعُهَا নামক গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পড়া এবং তাতে জানাযা সংশ্লিষ্ট যে সকল হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এ ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত কারো পক্ষে আয়ত্ব করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সে কারণেই কিতাবটি সংক্ষিপ্তকরণ এবং সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট এর উপকারিতা পৌছানোর চিন্তা-ভাবনা করেছি আর ঐ প্রিয় ভাইয়ের আকাঙ্ক্ষাই ছিল أَحْكَامُ الْجَنَائِزِ وَبِدَعُهَا কিতাবটি লেখার প্রত্যক্ষ কারণ। যেমন কথাগুলি ঐ কিতাবের (বইয়ের) ভূমিকাতে আমি বলেছি। আর এটা এমন উৎসাহ যাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

www.QuranerAlo.com

অনেক সুন্নাত প্রেমিক অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে জীবিত করার আগ্রহী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আরব-অনারব ব্যক্তিরা এ উৎসাহে শামিল হয়ে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ আমার অনুমতি ও অবগতি ছাড়াই কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন (মিসরীরা)। সম্ভবত তারা এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন পরকালীন পূন্য লাভ করার উদ্দেশ্যেই।

হে পাঠক! জেনে রাখুন, আমি এ اَلتَّلْخِيْصُ মূল বইয়ের উপর নির্ভর করে হাদীসের সূত্রগুলি উল্লেখ করিনি। আমার অন্যান্য সকল রচনাবলীর চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী হাদীসের বিশুদ্ধতা, দুর্বলতা, জার, মুরসাল, মুনকাতে ইত্যাদি কথাও বলিনি। যেমন কোন কোন স্থানে মূল ভাষ্যের কিয়দংশ উল্লেখ করিনি (বাদ দিয়েছি)। আর অধিকাংশ সময় এক্ষেত্রে যে অংশের সহিত আমার এ বইয়ের কোন সম্পর্ক নেই তা বাদ দিয়েছি এবং এর সহিত এমনকি উপকারী টিকাসমূহ সংযোজন করেছি যা মূল কিতাবে ছিল না।

এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি এর দ্বারা যেন আল্লাহ মুসলমানদের উপকার সাধন করেন এবং এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকটিতে যেন তার মূল কিতাবের মত উপকারী হিসাবে গ্রহণ করেন এবং আমার সমস্ত রচনাবলীকে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণ করার সাহায্যতারী করে দিন। মুসলিম জাতির জন্য এক নতুন জীবন কামনা করছি যাতে পৌছতে একমাত্র সোপান হবে উপকারী জ্ঞান এবং সৎ আমল, নিশ্চয় তিনি দু'আ শ্রবণকারী ও দু'আয় সাড়া দানকারী।

আম্মান, জর্দান
১৩ জমাদিউল উখরা
বর্ষ ১৪০২ হিজরী

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

www.QuranerAlo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ– ১

অসুস্থ ব্যক্তির উপর যা আবশ্যক

মাসআলা- ১ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং সাধ্য মোতাবেক ধৈর্য ধারণ করা ও নিজ প্রভুর ভাল ধারণা রাখা। এটাই তার জন্য উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

« عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَّهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَّهُ » .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالٰى " .

মুমিনের জন্য আশ্চর্যের বিষয় হলো, যদি তাকে নির্দেশ দেয়া হয় সকল কর্মই তার কল্যাণকর হয়, আর এটা মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য। তার প্রতি যদি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সুখ-শান্তি আসে, তাহলে সেটা তার জন্য কল্যাণকরই হয়। আর তার প্রতি যদি ধৈর্য ধারণের মত বিপদ আসে সেটাও তার কল্যাণকর হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ অবশ্যই তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তখন সে আল্লাহর উপর ভাল ধারণা রাখে।

www.QuranerAlo.com

মাসআলা- ২ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির উচিত অন্তরে ভয় ও আকাঙ্ক্ষা রাখা এবং নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা এবং আপন প্রভুর রহমত কামনা করা। তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ : وَاللّٰه يَا رَسُوْلَ اللّٰه إِنِّيْ أَرْجُوْ اللّٰهَ ، وَإِنِّيْ أَخَافُ ذُنُوْبِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطَنِ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ ، وَأَمِنَهُ مِمَّا يَخَافُ " .

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত এক যুবকের নিকট প্রবেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কেমন অনুভব করছ? যুবকটি বললো ঃ আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর নিকট কামনা করি এবং আমার গুনাহের জন্য ভয় করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন বান্দার অন্তরে এ স্থানে কেবল দু'টি বস্তু একত্রিত হয়, আল্লাহ তাকে তা দান করেন যা সে কামনা করে এবং নিরাপত্তা দেন যা থেকে সে ভয় করে।

মাসআলা- ৩ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির কখনও অসুখ খুব বৃদ্ধি পায় তখন তার মৃত্যু কামনা করা জায়েয হবে না। যদি তার একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে তখন সে যেন বলে ঃ

" اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا

হে আল্লাহ! আমার জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণকর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখ এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয় তখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান কর।

মাসআলা- ৪ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির উপর যখন বান্দার হাক্ব থাকে তখন তার উচিত হবে তার সাথীদের নিকট হাক্ব আদায় করে দেয়া। যদি তার জন্য এটা সহজ হয়। আর না হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মোতাবেক অসিয়ত করবে।

মাসআলা- ৫ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির অসিয়ত দ্রুত করা কর্তব্য। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِىَ فِيْهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِىْ وَصِيَّتِىْ " .

কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় দু'রাত যাপন করা এমতাবস্থায় যে তার নিকট কিছু জিনিস রয়েছে যা সে অসিয়ত করবে আর তার মাথার নিকট লিখিত অসিয়ত আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেছেন ঃ যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এটা বলতে শুনেছি অতঃপর আমার এক রাত্রিও এমন কাটেনি যে আমার নিকট ওয়াসীত থেকে গেছে।

মাসআলা- ৬ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির ওয়াজিব হলো নিকটাত্মীয়দের যারা তার ওয়ারিশ হবে না তাদের জন্য, অসিয়ত করা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ "

"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় সে যদি কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায় তাহলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ন্যায়ের সাথে তার উপর অসিয়ত করা ফরয করা হলো। মুত্তাকীদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী।"

মাসআলা- ৭ ঃ অসুস্থ ব্যক্তি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবে। তিন ভাগের এক ভাগের অতিরিক্ত অসিয়ত করা তার জন্য জায়েয নয়। বরং এক তৃতীয়াংশেরও কম অসিয়ত করা উত্তম। সায়াদ বিন আবূ ওয়াক্কাস এর হাদীস দ্বারা সহীহ্ হাদীস তথা বুখারী মুসলিমে প্রমাণিত রয়েছে যে,

كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَادَعِ ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَي الْمَوْتِ ، فَعَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْراً ، وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ ، أَفَأَوْصِى بِثُلُثَىْ مَالِىْ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : قُلْتُ : بِشَطْرِ مَالِىْ؟ قَالَ : لاَ . قُلْتُ : فَثُلُثُ مَالِىْ ؟ قَالَ :"الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تَدَعْهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ { وَقَالَ بِيَدِهِ} إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَمْ تُنْفِقْ نَفْقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰي إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيِّ أمرتك قَالَ : فَكَانَ بَعْدَ الثُّلُثِ جَائِزًا وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : "وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ إِلٰي الرُّبُعِ فِيْ الْوَصِيَّةِ " لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اَلثُّلُثُ كَثِيْرٌ"

আমি বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আমি তখন অসুস্থ হলাম এবং প্রায় মরণাপন্ন হলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সেবা শশ্রুষা করছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আমার একটি মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সম্পদের দু-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যাবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না। রাবী বলেন ঃ আমি বললাম, আমার অর্ধেক সম্পদ অসিয়ত করব? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে আমার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এক তৃতীয়াংশ। এক তৃতীয়াংশ অনেক সম্পদ। হে সায়াদ! তুমি যদি তোমার ওয়ারিসকে ধনী রেখে যাও তাহলে তোমার জন্য উত্তম হবে তাদেরকে দরিদ্র রেখে যাওয়ার চাইতে। এ অবস্থায় তারা মানুষের নিকট চেয়ে ফিরবে। (তিনি বলেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ!) হে সায়াদ! তুমি যদি কোন খরচ করে যাও যা দ্বারা তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর, তোমার বিনিময় দেয়া হবে। এমনকি এক লোকমাও যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তুমি খরচ করার নির্দেশ দিবে। (রাবী বলেন ঃ এক তৃতীয়াংশের পর জায়েয করা হলো।)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর কথা– "আমি পছন্দ করি যে, লোকেরা অসিয়াতের ব্যাপারে এক তৃতীয় অংশ থেকে এক চতুর্থাংশে চলে আসুক। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক তৃতীয়াংশ অনেক।"

মাসআলা- ৮ ঃ অসিয়তের ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখতে হবে। যদি দু'জন মুসলিম না পাওয়া যায় তাহলে দু'জন (গায়ের মুসলিম) অমুসলিমকে সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে সন্দেহের সময় তাদের সাক্ষ্য আস্থাশীল করবে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহর বাণী দ্বারা এসেছে।

www.QuranerAlo.com

" يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِيْنَ . فَإِنْ عُثِرَ عَلٰى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ . فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ . ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰي وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوْا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ "

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে যখন ওসিয়াত করবে তখন তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী করবে, আর সফররত অবস্থায় মৃত্যুর মুসিবত উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। (সাক্ষীদের সত্যতা সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহ হলে সলাতের পর তাদেরকে রেখে দেবে আর তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে সাক্ষ্য বিক্রয় করব না, যদিও সে আমাদের আত্মীয় হয়, আর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কৃত সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে পাপীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব।

যদি জানা যায় যে, তারা পাপে জড়িয়ে পড়েছে, তবে তাদের স্থলে অন্য দু'জন সেই লোকেদের মধ্য হতে দাঁড়াবে, যাদের স্বত্ব পূর্বের দু'জন সাক্ষী

www.QuranerAlo.com

নষ্ট করতে চেয়েছিল। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্য আর আমরা আমাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করিনি, করলে আমরা অবশ্য যালিমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। এ পন্থায় বেশি সম্ভাবনা আছে যে, লোকে ঠিকভাবে সাক্ষ্যদান করবে, কিংবা অন্ততঃপক্ষে তারা এ ভয় অবশ্যই করবে যে, তাদের কসম করার পর অপর কোন কসম দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর শোন; আল্লাহ সত্য পরিত্যাগকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আল-মায়িদাহ্‌- ১০৬-১০৮ আয়াত)

মাসআলা- ৯ ঃ অসিয়াতকারীর যারা ওয়ারিশ হবে এমন সন্তানদের এবং নিকট আত্মীয়দের জন্য অসিয়াত জায়িয হবে না। কেননা, মিরাসের আয়াত দ্বারা তা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বিদায় হাজ্জের খুৎবায় স্পষ্ট, পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক দিয়ে দিয়েছেন। অতএব, ওয়ারিশের জন্য কোন অসিয়াত নেই।

মাসআলা- ১০ ঃ অসিয়াতের ব্যাপারে ক্ষতিসাধন করা হারাম। যেমন কোন অংশীদারকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করে অসিয়াত করা। অথবা কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দেয়া। কারণ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ . مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ...."

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশী হোক। এ অংশ নির্ধারিত.....। (সূরা ঃ আন্‌-নিসা- ৭ আয়াত)

www.QuranerAlo.com

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ، وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ "

কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা খণন পরিশোধের পরে, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এ অসিয়াত বা বিধান আল্লাহর। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা ঃ আন্-নিসা– ১২ আয়াত)

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّهُ اللّٰهُ "

নিজের ক্ষতি করা এবং অপরের ক্ষতি করা কোনটাই জায়িয নাই। যে ব্যক্তি অনিষ্ট করে আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কষ্টদেয় আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দিবেন।

মাসআলা- ১১ ঃ অন্যায় অসিয়াত বাতিল পরিত্যাজ্য। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "

যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন কাজ বিদ'আত করল যা তার মধ্যে নেই সেটা পরিত্যাজ্য।

মাসআলা- ১২ ঃ দীনের ব্যাপারে এ যুগের বিদআত বহু সংখ্যক লোকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বিশেষত জানাযার সহিত যা সংশ্লিষ্ট।

মুসলিম ব্যক্তির অপরিহার্য হলো, যে প্রস্তুত করবে এবং দাফন দিবে সুন্নাতের ভিত্তিতে করার অসিয়াত করবে। আল্লাহর নিম্নের বাণীর উপর আমলের জন্য।

www.QuranerAlo.com

আল্লাহ বলেন ঃ

" يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ "

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাতগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।

(সূরা ঃ তাহরীম– ৬ আয়াত)

ঐ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ এভাবে অসিয়াত করতেন। তাঁদের হতে বহু আসার বা হাদীস রয়েছে যা আমরা অনেক উল্লেখ করেছি। মূলের মধ্যে ফিরে আসতে হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : " إِذَا أَنَامْتُ فَلاَ تُؤْذِنُوْا بِيْ أَحَدًا ، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَّكُوْنَ نَعْيًا ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّعْيِ "

হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন আমি ঘুমিয়ে যাবো অর্থাৎ মারা যাবো। তোমরা আমার সম্পর্কে কাউকে অবগত করবে না। কেননা, আমি ভয় করছি যে, তোমরা না'য়ী অর্থাৎ শোক সংবাদ প্রকাশ করবে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি তিনি না'য়ী বা শোক সংবাদ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

এ জন্যই ইমাম নববী তাঁর আযকার পুস্তকে বলেছেন ঃ

www.QuranerAlo.com

" وَيَسْتَحِبُّ لَهُ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا أَنْ يُّوْصِيَهُمْ بِاجْتِنَابِ مَا جَرَّتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنَ الْبِدْعِ فِيْ الْجَنَائِزِ وَيُؤَكِّدُ الْعَهْدَ بِذٰلِكَ "

তার ভালবাসা অত্যন্ত কঠোর হলে সে তাদের জন্য এমনভাবে অসিয়াত করবে যে, সে জানাযার বিদ'আত হতে বেঁচে থাকবে, যা অভ্যাসগতভাবে হয়ে যায় এবং অঙ্গীকারও ঠিক রাখবে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ২

অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুকালীন তালকীন বা কালেমা শিক্ষা দেয়া

মাসআলা- ১৩ ঃ যখন অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের কতিপয় কাজ করা কর্তব্য।

(ক) মৃত্যুর সন্নিকট ব্যক্তিকে তারা কালেমা শাহাদাত শিক্ষা দিবে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ঃ

" لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَهُ "

তোমরা তোমাদের মৃত্যু সন্নিকট ব্যক্তিকে কালেমা শিক্ষা দাও। মৃত্যুর সময় যার শেষ কথা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সময়ের কোন একদিন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর পূর্বে যদি পতিত হয় যা পতিত হওয়ার।

(খ-গ) তারা তার জন্য দু'আ করবে। তার সামনে উত্তম কথা ছাড়া তারা কথা বলবে না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাণী ঃ

" إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوْ الْمَيِّتَ ، فَقُوْلُوْا خَيْراً ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ "

যখন তোমরা অসুস্থ ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও তখন উত্তম কথা বলো, কেননা ফেরেশতাগণ তোমরা যা বলো তা সত্যায়িত করেন।

www.QuranerAlo.com

মাসআলা- ১৪ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং বিশেষ করে তাকে শুনিয়ে শাহাদাত উল্লেখ করাকে তালকীন বা শিক্ষা বলা হবে না। বরং তাকে নির্দেশ দিতে হবে সে যেন বলে। এটা কতকের ধারণার বিপরীত। এ ব্যাপারে দলীল ঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : " يَا خَالُ قُلْ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ " . فَقَالَ : أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ ؟ فَقَالَ : بَلْ خَالٌ فَقَالَ : فَخَيْرٌ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ "

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী ব্যক্তিকে দেখাশুনা (সেবাশ্রুষা) করলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে মামা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "মামা না চাচা? অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বরং মামা।

অতঃপর লোকটি বললেন ঃ আমার জন্য কি আমি বেছে নিব যে আমি বলি ..... লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ।

মাসআলা- ১৫ ঃ মৃত্যু সন্নিকট ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা এবং তাকে কিবলামুখী করার ব্যাপারে কোন সহীহ্ হাদীস নেই। বরং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব কিবলামুখী করাকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি বলতেন, মুমূষু ব্যক্তি কি মুসলিম নয়?

وَعَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فِيْ مَرَضِهِ وَعِنْدَهُ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَغَشِيَ عَلَى سَعِيْدٍ ، فَأَمَرَ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنْ يُّحَوَّلَ فِرَاشُهُ إِلَى

الْكَعْبَةِ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : حَوَّلْتُمْ فِرَاشِيْ ؟ فَقَالُوْا : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ : أُرَاهُ بِعِلْمِكَ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَمَرْتُهُمْ فَأَمَرَ سَعِيْدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ .

যুরয়া বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত; তিনি সাঈদ বিন মুসায়্যিবের অসুস্থের সময় তার নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর নিকট আবূ সালমা বিন আব্দুর রহমান ছিলেন। সাঈদ বিন মুসায়্যিব বেহুশ হয়ে গেলেন।

আবূ সালমা নির্দেশ দিলেন, তার বিছানা কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার। অতঃপর সাঈদের হুশ ফিরে আসল। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার বিছানা ঘুরিয়ে দিয়েছ?

তারা বললেন ঃ হ্যাঁ, অতঃপর তিনি আবূ সালমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি ধারণা করছি তোমার জ্ঞান কমে গেছে নাকি? আবূ সালমা বললেন ঃ আমি তাদের থেকে আদিষ্ট হয়েছি। অতঃপর সাঈদ নির্দেশ দিলেন যে, তার বিছানা যেন ঘুরিয়ে দেয়া হয়।

মাসআলা- ১৬ ঃ মুসলিম ব্যক্তি যদি কাফির ব্যক্তির নিকট ইসলাম পেশ করার জন্য তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, এ আশায় যে সে ইসলাম গ্রহণ করবে তাতে কোন দোষ নেই।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ . فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ ، فَنَظَرَ إِلَي أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ : " اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ " فَلَمَّا مَاتَ قَالَ : صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ "

www.QuranerAlo.com

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন ইয়াহুদী গোলাম ছিল। সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাত করত। সে অসুস্থ হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দেখাশুনার জন্য আসলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামটির মাথার নিকট বসে তাকে বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণ কর। তখন গোলামটি তার পিতার দিকে তাকাল যে তার নিকট বসেছিল।

অতঃপর গোলামটির পিতা গোলামটিকে বলল ঃ আবূল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে নাও। অতঃপর গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করল। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে বলতে বের হয়েন ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি গোলামটিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন। (অতঃপর গোলামটি মারা গেল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার সলাত পড়।)

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ৩

অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে উপস্থিত ব্যক্তিদের যা কর্তব্য

মাসআলা- ১৭ ঃ যখন অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু সম্পন্ন হয় এবং আত্মা চলে যায় তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের কিছু কাজ করা কর্তব্য।

(ক, খ) উপস্থিত ব্যক্তিরা মৃত্যু ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে এবং তার জন্য দু'আ করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : " دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَبِىْ سَلَمَةَ ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ ، فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ : لاَ تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ " . ثُمَّ قَالَ : " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ الْغَابِرِيْنَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ "

উম্মে সালামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সালামার নিকট প্রবেশ করলেন সে সময় তার চক্ষুদ্বয় খুলে ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আত্মা যখন কবয করা হয় চক্ষু তার অনুসরণ করে, অতঃপর তার পরিবারের লোকেরা চিৎকার করে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের কেবল জন্য উত্তম দু'আ কর। কেননা, তোমরা যা বল ফেরেশতারা তা সত্যায়িত করেন।

www.QuranerAlo.com

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দিন। হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা উচ্চ করে দিন এবং তাকে তার অতীতদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দিন হে বিশ্বের প্রতিপালক! এবং তাঁর জন্য তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন ও তাঁর কবরকে আলোকিত করে দিন।

(গ) উপস্থিত ব্যক্তিরা কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তির সমস্ত শরীর ঢেকে দিবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا . " أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةَ "

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাকে হিবারা চাদর দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছিল।

(ঘ) আর এটা গায়রে ইহরাম অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাজ্জের ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মারা যাবে উপরোক্ত আলোচনা তার ব্যাপারে। কিন্তু যদি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখবে না। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বর্ণিত হাদীস।

তিনি বলেন ঃ আমাদের মাঝে এক ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেছিল। ইতোমধ্যে লোকটি তার বাহন থেকে পড়ে গেল। অতঃপর আঘাতের কারণে মারা গেল।

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ (وفي رواية : فِيْ ثَوْبَيْهِ) وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ (وفي رواية : وَلاَ تُطَيِّبُوْهُ) وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا "

www.QuranerAlo.com

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমরা পানি এবং বরই পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং দু'টি কাপড় দ্বারা কাফন দাও। (অন্য বর্ণনায় আছে, তার দু'কাপড়ে দাফন দাও) এবং তোমরা তাকে সুগন্ধি দিওনা। (আর এক বর্ণনায় আছে তাকে সুগন্ধি দিওনা) এবং তার মাথা ঢেক না। এবং তার চেহারা ঢেক না) কেননা, সে কিয়ামাতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।

(ঙ) যখন তার মৃত্যু প্রকাশ পায় উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে প্রস্তুত করবে এবং তাকে বের করবে অর্থাৎ দাফন কার্য তাড়াতাড়ি করবে। এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে মারফূ' সূত্রে হাদীস রয়েছে–

" أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ "

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) তোমরা জানাযার কার্য দ্রুত কর। অতিসত্বর এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

(চ) মৃত ব্যক্তি যে শহরে মারা গেছে তাকে সে শহরেই দাফন করবে। অন্য স্থানে তাকে নিবে না। কেননা, অন্য জায়গায় নিলে মৃত ব্যক্তির কার্যাদি দ্রুত করার ব্যঘাত ঘটবে। যা উপরে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত।

এ জন্য মা আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন তার ভাই হাবাশা প্রান্তরে মারা গেল অতঃপর তাঁর স্থানে দাফন করা হলো।

আমার অন্তরে দুঃখ পাই নাই অথবা তিনি বলেছেন ঃ আমার অন্তরে এটাই দুঃখ ছিল যে, আমি আন্তরিকভাবে চেয়েছি যে, তাকে (অর্থাৎ আমার ভাইকে) যেন তার মৃত্যুর স্থানে দাফন দেয় হয়।

ইমাম নববী তার কিতাবুল আযকারে বলেন ঃ

" وَإِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُنْقَلَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لاَ تُنْفَذُ وَصِيَّتُهُ ، فَإِنَّ النَّقْلَ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيْحِ الْمُخْتَارِ الَّذِيْ قَالَهُ الْأَكْثَرُوْنَ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُوْنَ "

www.QuranerAlo.com

যখন মৃত ব্যক্তি তাকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করার অসিয়াত করে যাবে তার সে অসিয়াত বাস্তবায়ন করা যাবে না। কেননা, স্থানান্তরিত করা সঠিক মাযহাবে হারাম। যেটা অধিকাংশরা বলেছেন এবং মুহাক্কীকগণ এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(ছ) মৃত ব্যক্তির সম্পদ হতে তার ঋণ তাদের কেউ দ্রুত পরিশোধ করে দিবে। যদিও তাতে তার সমস্ত সম্পদ লেগে যায়। যদি মৃত ব্যক্তির সম্পদ না থাকে তাহলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়া, যদি রাষ্ট্র তা আদায়ের সামর্থ্য রাখে। আর যদি রাষ্ট্র আদায় না করে এবং তাদের কত[illegible] স্বেচ্ছায় আদায় করতে চায় তাহলে জায়িয আছে। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰي أَبِيْ سَيْفٍ - وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ : وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : " يَا ابْنَ عَوْفٍ؟ إِنَّهَا رَحْمَةٌ " ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرٰي فَقَالَ : " إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا نَرْضٰي رَبَّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمَ لَمَحْزُوْنُوْنَ "

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবূ সাঈফ এর নিকট প্রবেশ করলাম।

www.QuranerAlo.com

তাঁর নিকট ইবরাহীম (আঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুত্র)-এর ধাত্রী মা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীমকে ধরলেন। অতঃপর চুমা দিলেন এবং ঘ্রাণ নিলেন।

অতঃপর অন্য একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীমের ঘরে প্রবেশ করলেন আর ইবরাহীম (মৃত্যু যন্ত্রণায়) স্বয়ং কষ্ট পাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'চক্ষু ভরে পানি নির্গত হচ্ছিল। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন আউফ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল আপনিও কাঁদছেন? অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা রহমত বা অনুগ্রহ।"

অতঃপর অন্য দিন তার অনুসরণ করলাম, অতঃপর তিনি বললেন ঃ "চক্ষু অশ্রু ফেলে এবং অন্তর ব্যথিত, দুঃখিত হয়। আমরা বলব যে, আমাদের প্রভুর প্রতি আমরা রাযি খুশী। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ৪

উপস্থিত ব্যক্তিদের এবং অন্যদের যা করা জায়িয

মাসআলা- ১৮ ঃ উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মৃত ব্যক্তির চেহারা উন্মুক্ত করা, দু'চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) চুমা দেয়া জায়িয। আবূ বাকর (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর চুমা দিয়েছিলেন এবং তিন দিন কেঁদেছিলেন। যা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ : " أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِ (السُّنْحِ) حَتّٰى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى الْمَسْجِدِ ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدَةِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ : بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِيْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا ، وفي رواية : لَقَدْ مُتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِيْ لاَ تَمُوْتُ بَعْدَهَا "

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে তার বাড়ী হতে সংকটাপন্ন অবস্থায় এসে অবতরণ করলেন।

অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করলেন। আর উমার (রাঃ) মানুষের সাথে কথা বলছেন। আবূ বাকর (রাঃ) মানুষের সাথে কথা না বলে আয়িশার ঘরে প্রবেশ করলেন। আর আয়িশা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.QuranerAlo.com

ওয়াসাল্লাম-কে তায়াম্মুম করাচ্ছেন এ অবস্থায় নাবী হিবারা চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন।

আবূ বাকার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা খুললেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুমু দিলেন এবং কাঁদলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে আল্লাহর নাবী! আপনার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান হোক! আল্লাহ আপনার জন্য দু'বার মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না। আপনার যে মৃত্যু হলো এটা হয়েই থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে অবশ্য আপনি মৃত্যু বরণ করলেন যার পর আর আপনি মরবেন না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : " لَا تَبْكُوْا عَلَى أَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ .. " الحديث .

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জা'ফরের পরিবারকে তিনদিনের অবকাশ দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আসবেন। অতঃপর, তিনি তাঁদের নিকট আসলেন। অতঃপর বললেন ঃ আজকের দিন পর আমার ভাইয়ের প্রতি তোমরা আর কেঁদো না ..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

মহান আল্লাহ যদি চান তাহলে হাদীসের ঐ শব্দে তা'যীয়া অধ্যায়ে আসবে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ৫

মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের উপর যা অবশ্যই করণীয়

মাসআলা- ১৯ ঃ মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের কাছে যখন মৃত্যুর সংবাদ পৌছবে, তখন তাদের উপর দু'টি কাজ অবশ্যই কর্তব্য।

প্রথম কাজ ঃ ধৈর্য ধারণ করা এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ . اَلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا : إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ . أُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ" .

অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই নিকট ফিরে যাবো। (সূরা আল-বাকারা ১৫৫-১৫৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِيْ . فَقَالَ لَهَا : " اِتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ "

فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّيْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيْبَتِيْ قَالَ : وَلَمْ

تَعْرِفُهُ فَقِيْلَ لَهَا : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ ، فَأَتَتْ بَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ "

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে কাছে এক মহিলার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন আর মহিলাটি কাঁদছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। মহিলাটি বলল ঃ আমার সম্পর্কে তুমি কী বুঝবে তোমার তো আর আমার মত বিপদ হয়নি! আনাস বিন মালিক বলেন ঃ মহিলাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পারেনি। মহিলাটিকে বলা হলো, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মহিলাটিকে মৃত্যুই যেন আক্রমণ করল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় আসল। দরজার নিকট সে দারয়ানদের পেল না।

মহিলাটি বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সব্‌র (ধৈর্য) হলো প্রথম দুঃখ কষ্টের সময়।

সন্তানদের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করাতে বিরাট সওয়াব রয়েছে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যার কিছু আমি উল্লেখ করছি।

প্রথম হাদীস ঃ

" مَا مِنْ مُسْلِمِيْنَ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا

www.QuranerAlo.com

الْجَنَّةَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ وَأَبْوَيْهِمُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ ، قَالَ : وَيَكُوْنُوْنَ عَلٰى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ . لَهُمْ : ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُوْنَ : حَتّٰى يَجِئَ أَبُوْانَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللّٰهِ "

কোন মুসলিম পিতা-মাতার তিনটি সন্তান মারা যায় যারা পাপ কাজে পৌঁছেনি। আল্লাহ তা'আলা ঐ সন্তানদের এবং তাদের পিতা-মাতাদের তাঁর অপার অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঐ সন্তানরা জান্নাতের দরজায় যাবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের পিতা-মাতা না আসা পর্যন্ত (আমরা প্রবেশ করব না) তাদেরকে বলা হবে তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা আল্লাহর অপার অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করো।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

" أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ" . قَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ " وَاثْنَانِ "

কোন মহিলা যার তিনটি সন্তান মারা গেছে তারা জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। এক মহিলা বললো ঃ যদি দু'টি সন্তান মারা যায়? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি দু'টি সন্তান মারা যায় তবুও।

দ্বিতীয় কাজ ঃ সে যদি ইসতারজায়া অর্থাৎ সে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিঊন' পূর্বে উল্লেখিত আয়াত মোতাবেক এবং তার আরও বৃদ্ধি করে পড়া কর্তব্য। সে বলবে ঃ

www.QuranerAlo.com

" اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِيْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْراً مِنْهَا "

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর এবং বিপদের স্থলে কল্যাণ সাধিত করে দাও। (সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উম্মে সালমা হতে বর্ণিত হাদীস)

মাসআলা- ২০ ঃ সন্তান বা অন্য কারো মৃত্যুতে শোকের সীমার মধ্যে মহিলারা সকল প্রকার সাজ-সজ্জা হতে বিরত থাকলে ধৈর্য বিনষ্ট হবে- না। যদি তিন দিনের বেশী না হয়। কিন্তু স্বামীর জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা যাবে। স্বামীর শোক পালনের সীমা চার মাস দশদিন।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ : " دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً "

যায়নাব বিনতু আবূ সালমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবার নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে তার উচিত হবে না যে, সে কারও মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী এবং স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিনের বেশী শোক পালন করা।

অতঃপর আমি যায়নাব বিনতু জাহাশ এর নিকট গেলাম যখন তার ভাই মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি সুগন্ধি চাইলেন। অতঃপর সুগন্ধি আনা হলে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার সুগন্ধির

www.QuranerAlo.com

কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি অতঃপর উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করলেন।

মাসআলা- ২১ ঃ কিন্তু যদি স্বামীর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বা স্বামীর প্রয়োজনে স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য শোক পালন না করে তাহলে ঐ স্ত্রীর জন্য এটা উত্তম হবে এবং এরকম স্বামী স্ত্রীর জন্য রয়েছে ঐ কাজের মধ্যে অগণিত কল্যাণ। যেমনভাবে উম্মে সোলায়েমের বেলায় হয়েছিল। তাঁর স্বামী ছিল আবূ তালহা আনসারী (রাঃ) তাঁদের এ ঘটনা অনেক বড়। যদি স্বামীর ঐ নির্দেশ পালন এখানে অসম্ভব হয় তাহলে মূলের দিকে ফিরে যাবে অর্থাৎ তিনদিন শোক পালন করবে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ৬

মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের যা করা হারাম

মাসআলা- ২২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন। যে বিষয়গুলো সর্বদা মানুষ করে থাকে যখন তাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে।

অতএব, ঐগুলো থেকে বাঁচার জন্য তার পরিচয় জানা দরকার এবং তার বর্ণনাও আবশ্যক।

(ক) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করে কাঁদা ঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : اَلطَّعَنُ فِيْ النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "

মানুষের মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে তারা কুফরী করে।

১। বংশের খোঁটা দেয়া, ২। মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করে কাঁদা।

(খ, গ) গালে আঘাত করা ও জামার পকেট চিরে ফেড়ে ফেলা ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ "

যে ব্যক্তি গাল চাপড়ায় ও জামার গলা বা পকেট চিরে ফেঁড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়াতের আহ্বানের মত আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

www.QuranerAlo.com

(ঘ) চুল কামিয়ে ফেলা ঃ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : " وَجَعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ ، فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ "

আবূ বুরদা বিন আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা চরম ব্যথা পেলেন, যে ব্যথায় তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। আর তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে তাঁর মাথা ছিল। অতঃপর তাঁর পরিবারের এক মহিলা চিৎকার করছিল কিন্তু তিনি মহিলাকে বিরত রাখতে মোটেই সক্ষম হচ্ছিলেন না। অতঃপর যখন তার হুশ ফিরে এলো তখন তিনি বললেন ঃ আমি মুক্ত ঐ জিনিস হতে, যে জিনিস হতে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর ভয়ে উচ্চ আওয়াজকারিণী মহিলা হতে এবং মৃত্যুর সময় মাথা মুণ্ডনকারিণী মহিলা হতে এবং অতি আগ্রহিনী বা অধিক কঠিনতা অবলম্বনকারিণী মহিলা হতে পবিত্র ছিলেন।

(ঙ) কবিতা প্রকাশ করা ঃ বাইয়াত গ্রহণকারী এক মহিলা বলেন ঃ

" كَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوْفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيْهِ ، وَأَنْ لاَّ نُخَمِّشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوْ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا ، وَأَنْ لاَّ نَنْشُرَ شِعْرًا "

আমাদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল বিষয়ের অঙ্গীকার নিতেন। তিনি আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, ভাল কাজের ব্যাপারে অবাধ্য না হই এবং চেহারায় খামচি না দেই, আক্ষেপ করে না ডাকি, পকেট না ছিঁড়ি এবং কবিতা না প্রকাশ করি।

(চ) দিনের কিছু সময় মৃত ব্যক্তির উপর দুঃখ প্রকাশের জন্য কতেক ব্যক্তির কবিতা আবৃত্তি। অতঃপর যখন কবিতা আবৃত্তি শেষ হয়, তখন তারা ফিরে আসে চুল কামিয়ে ফেলার জন্য! এ اعفاء। এর অর্থ কবিতা আবৃত্তি যেটা প্রকাশ্য। আর এটাকে বলা হয় বিদ'আত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "

"প্রত্যেক বিদ'আতই হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা পরিণতি হলো জাহান্নাম।

জানা আবশ্যক চুল কামিয়ে ফেলে সৌন্দর্য অবলম্বন যেটা অধিকাংশ লোক করে। যেটার ব্যাপারে চার ইমাম ও অন্যান্যদের ঐক্যমত্য হলো এটা প্রকাশ্য নাফারমানী। শরীয়তের বিভিন্ন দলীলের রূপ পরিবর্তন হওয়ার কারণে যেভাবে আদাবুল যুফাফ কিতাবের ১১৮-১২৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায়।

(ছ) মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে ইলান বা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া ঃ কেননা, এটা নায়ী বা শোক সংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ : لَا تُؤْذِنُوْا بِهِ أَحَداً ، إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَّكُوْنَ نَعْيًا ، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّعْيِ "

হুযায়ফা বিন ইয়ামান থেকে বর্ণিত যে, যখন তার কোন ব্যক্তি মারা যেত তিনি বলতেন ঃ কেউ তার জন্য প্রচার কর না কেননা, আমি ভয় করছি এটা নায়ী বা শোক সংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি নায়ী বা শোক সংবাদ দিতে নিষেধ করেছেন।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ- ৭

বৈধ শোক সংবাদ

মাসআলা- ২৩ ঃ যে মৃত্যুর সংবাদ জাহিলিয়াতের শোক সংবাদের সদৃশ হবে না তা প্রচার করা জায়িয হবে।

আর এটা তখনই ওয়াজিব হবে যখন মৃত ব্যক্তির নিকট গোসল দেয়ার, কাফন দেয়ার, জানাযা পড়ার এবং এ জাতীয় কিছু করার হাক্বদারদের কেউ না থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَّاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ .... " الحديث .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর শোক সংবাদ প্রচার করলেন ঐ দিন যে দিন তিনি মারা গেলেন।

মাসআলা- ২৪ ঃ সংবাদ প্রদানকারীর মুসতাহাব হলো যে, সে মানুষদেরকে বলবে তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর জানাযার সলাত পড়ার ঘটনায় বলেছিলেন ঃ

" اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ "

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতিসত্বর এ মাসআলা এর সাত নম্বরে আসবে।

(লেখক আল্লামা আলবানী বলেন ঃ) আমি বলব ঃ আজকের দিনে কতেক দেশে মানুষের কথা- অমুকের রূহের মাগফিরাতের জন্য ফাতিহা পাঠ, এটা উল্লেখিত সুন্নাতের বিপরীত। আর এটা বিদআত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কোন চিহ্ন নেই। এ কিরাআত মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না এটা হলো সঠিক কথা। যেটার আলোচনা সামনে অতিসত্বর আসবে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ৮

মৃত ব্যক্তির শেষ উত্তম আলামাত

মাসআলা- ২৫ ঃ অতঃপর প্রজ্ঞাময় শরীয়ত প্রবর্তক কতগুলো আলামাত বা চিহ্ন বলে দিয়েছেন যা দ্বারা সর্বশেষ উত্তম লক্ষণ প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে যা আমাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর মধ্যে কোন একটি আলামাত পাওয়া গেলে তার জন্য সুসংবাদ। যেমন–

১। মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় কালিমা শাহাদাত শেষ কথা হলে ঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীস মূল কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ.

" مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "

যার শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২। কপালে ঘামের সহিত মৃত্যু ঃ

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْخُصَيْبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ " أَنَّهُ كَانَ بِخُرَاسَانَ ، فَعَادَ أَخًا لَّهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ ، فَوَجَدَهُ بِالْمَوْتِ ، إِذْ هُوَ بِعَرَقِ جَبِيْنِهِ ، فَقَالَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " موت المؤمن بعرق الجبين "

বুরাইদা বিন খুসাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি খোরাসানে ছিলেন। তিনি তার অসুস্থ ভাইকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। তার কপালে ঘাম বের হয়েছিল। বুরাইদা বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি মু'মিনের মৃত্যুতে কপালে ঘাম বের হয়।

www.QuranerAlo.com

৩। জুমু'আর রাত্রে বা দিনে মৃত্যু বরণ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، إِلاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ "

যে মুসলিম ব্যক্তি জুমু'আর দিবসে বা জুমু'আর রাত্রে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কবরের বিপদ হতে রক্ষা করেন।

৪। জিহাদের ময়দানে শহীদ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ%%

{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ . فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ، يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّأَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ}

যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তাঁদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত ও তাদেরকে রিয্ক দেয়া হয়। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা তাদেরকে দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁরা আনন্দ উদযাপন করছে।

আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তারা তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নিয়ামাত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট

www.QuranerAlo.com

করেন না। (সূরা আলে-ইমরান– ১৬৯-১৭১ আয়াত)

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِّنْ دَمِهِ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرَ ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْإِيْمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، وَيَشْفَعُ فِيْ سَبْعِيْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ "

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(ক) প্রথম রক্ত বের হওয়ার সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং শহীদ ব্যক্তি জান্নাতে তার স্থান দেখে নেন।

(খ) কবরের আযাব থেকে দূরে তাকে রাখা হয়।

(গ) বড় ভীতি অর্থাৎ, কিয়ামাতের কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকবে।

(ঘ) তাকে ঈমানের এক জোড়া অলংকার পরানো হবে।

(ঙ) হুরেয়ীনদের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

(চ) নিকট আত্মীয়দের থেকে ৭০ জন ব্যক্তিকে সুপারিশ করতে পারবে।

৫। আল্লাহর পথে যুদ্ধে বিজয় অর্জিত গাজীর মৃত্যু ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ ؟ " قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، قَالَ : " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ " . قَالُوْا : فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : " مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِيْ الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ،

www.QuranerAlo.com

وَمَنْ مَاتَ فِيْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَالْغَرِيْقِ شَهِيْدٌ "

তোমাদের মধ্যে কাদেরকে তোমরা শহীদ গন্য কর? সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন তিনি শহীদ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে শহীদ অবশ্যই অল্প। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কারা তাঁরা? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি প্লেগে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ ও যে ব্যক্তি পেটের অসুখে মরে সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মরে সে শহীদ।

৬। প্লেগে মৃত্যু ঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে এর মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ "

প্লেগে মৃত্যু প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত বা শহীদী মৃত্যু।

৭। পেটের অসুখে মৃত্যু ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখিত হাদীস–

" ... وَمَنْ مَاتَ فِيْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ "

যে ব্যক্তি পেটের অসুখে মরে সে শহীদ।

৮ ও ৯। পানিতে ডুবে এবং প্রাচীর ধ্বসে মৃত্যু ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

" اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : اَلْمَطْعُوْنُ ، اَلْمَبْطُوْنَ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ ، وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "

শহীদ পাঁচ প্রকারের যেমন, (১) মহামারীতে বা প্লেগে মৃত্যু, (২)

www.QuranerAlo.com

পেটের অসুখে মৃত্যু, (৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু, (৪) প্রাচীর ধ্বসে মৃত্যু বরণকারী, (৫) আল্লাহর পথে যুদ্ধে শহীদ ব্যক্তি।

১০। মহিলাদের সন্তান প্রসবের কারণে নিফাসে মৃত্যু ঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، قَالَ : فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ، فَقَالَ : أَتَدْرِىْ مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِىْ ؟ قَالُوْا : قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، قَالَ : " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذًا لَقَلِيْلٌ لِقَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ بِقَتْلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءِ شَهَادَةٌ ، يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسَرَرِهِ إِلَي الْجَنَّةِ "

উবাদা বিন সামিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার অসুখ দেখতে গেলেন। তিনি বললেন ঃ কে তাকে বিছানা থেকে সরাল। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি জান কারা আমার উম্মাতের শহীদ? সাহাবাগণ বললেন ঃ মুসলিমের নিহত হওয়া শহীদ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের শহীদ অল্পই!"

মুসলিমের নিহত হওয়া শহীদ, প্লেগে মৃত্যু শহীদ। এমন মহিলা, যে তার পেটের মৃত সন্তান দ্বারা নিহত হয়েছে ঐ মহিলা শহীদ। (ঐ মহিলাকে তার সন্তান নাভির নাড়ির দ্বারা টানতে টানতে জান্নাতে নিয়ে যাবে)।

১১, ১২। আগুনে পুড়ে মৃত্যু ও পার্শ্বদেশের ব্যাথায় মৃত্যু ঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ জাবের বিন আতীক এর মারফূ হাদীস।

www.QuranerAlo.com

" اَلشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : اَلْمَطْعُوْنَ شَهِيْدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ، وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ، وَالْحَرْقُ شَهِيْدٌ . وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدَةٌ "

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে নিহত শহীদ ব্যতীত শহীদ সাত প্রকারের। যেমন– (১) প্লেগে মৃত্যু শহীদ, (২) পানিতে ডুবে মৃত্যু শহীদ, (৩) পার্শ্বদেশে ব্যথায় মৃত্যু শহীদ, (৪) পেটের পীড়ায় মৃত্যু শহীদ, (৫) আগুনে পুড়ে মৃত্যু শহীদ, (৬) যে প্রাচীর ধ্বসে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, (৭) যে মহিলা পেটের মৃত্যু সন্তানের কারণে মৃত্যু বরণ করেছে সে মহিলা শহীদ।

১৩। যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

"اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرِقُ شَهَادَةٌ، وَالسِّلُّ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ "

আল্লাহর পথে যুদ্ধে মৃত শহীদ। নেফাসের কারণে মৃত মহিলা শহীদ। আগুনে পুড়ে মৃত শহীদ। পানিতে ডুবে মৃত শহীদ। যক্ষ্মারোগে মৃত শহীদ। পেটের পীড়ায় মৃত শহীদ।

১৪। সম্পদ জবরদখল থেকে রক্ষা করতে নিহত ঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে–

" مَنْ قَتَلَ دُوْنَ مَالِهِ، (وفي رواية : مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ) فَهُوَ شَهِيْدٌ "

যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষা করতে নিহত হল অন্য বর্ণনায় রয়েছে (অন্যায়ভাবে কেউ তার সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়, অতঃপর যুদ্ধ বেধে

www.QuranerAlo.com

যায়, অতঃপর ন্যায়ের উপর যে নিহত হয়) সে শহীদ।

১৫, ১৬। দীন (ধর্ম) ও জীবন রক্ষার জন্য মৃত ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَنْ قَتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قَتَلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قَتَلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قَتَلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ "

১৭। আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ, জিহাদে সীমান্ত প্রহরায় মৃত্যু বরণ ঃ এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস একটি হলো ঃ

" رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ "

একদিন ও এক রাত্রি সীমান্ত প্রহরা দেয়া এক মাস রোযা রাখা ও এক মাস কিয়াম করা অর্থাৎ এক মাস দাঁড়িয়ে ইবাদাত করার চাইতেও উত্তম। সে যদি মৃত্যুবরণ করে তার আমল জারী থাকে যা সে করেছিল অর্থাৎ, সে সওয়াব পেতে থাকে এবং তার রিয্ক জারি থাকে এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী থেকে নিরাপদ থাকে।

১৮। ভাল কাজের উপর মৃত্যু ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ "

www.QuranerAlo.com

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে বলবে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর এটাই তার শেষ কথা হয়। সে জান্নাতে প্রবশে করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোযা রাখে আর এটা তার জীবনের শেষ আমল হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে এবং এ দান তার জীবনের শেষ আমল হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৯। যে ব্যক্তিকে অত্যাচারী নেতা হত্যা করল, কেননা সে নেতার সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়েছে ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

" سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ "

শহীদদের সরদার হলো হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী ইমামের (নেতার) সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ দিল ও তাকে নিষেধ করল। অতঃপর তাকে অত্যাচারী নেতা হত্যা করল।

ইমাম হাকিম মুস্তাদরাক হাকিমে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ্ বলেছেন। খতীব বাগদাদীও বর্ণনা করে সহীহ্ বলেছেন।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ৯

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশংসা

মাসআলা- ২৬ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি সত্যবাদী এক জামাআত মুসলিমের উত্তম প্রশংসা, কমপক্ষে দু'জন পরিচিত সামর্থ্যবান ও জ্ঞানী প্রতিবেশীর প্রশংসা যা মৃত ব্যক্তিকে জান্নাত অপরিহার্য করে দেয়। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস।

১ম হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : " مَرَّ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً . وَتَتَابَعَتِ الْأَلْسِنُ بِالْخَيْرِ ، فَقَالُوْا : كَانَ – مَا عَلِمْنَا – يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ "

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা গেল অতঃপর তার উত্তম প্রশংসা করা হলো ঃ [উত্তম প্রশংসা মুখে মুখে লেগে থাকলো] [তারা বললো ঃ আমাদের জ্ঞান মতে সে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালবাসত।] অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অপরিহার্য হয়ে গেল। অপরিহার্য হয়ে গেল। অপরিহার্য হয়ে গেল। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে আর একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো ঐ জানাযার নিন্দা জ্ঞাপন করা হলো। [ঐ জানাযার নিন্দা মুখে মুখে লেগেই থাকলো] [তারা বললো ঃ আল্লাহর দীনের ব্যাপারে লোকটি কতই না খারাপ ছিল!]

www.QuranerAlo.com

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অপরিহার্য হয়ে গেল। অপরিহার্য হয়ে গেল, অপরিহার্য হয়ে গেল।

অতঃপর উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! একটি জানাযা গেল তার উত্তম প্রশংসা করা হলো আপনি বললেন ঃ অপরিহার্য হয়ে গেল, তিনবার এবং আর একটি জানাযা গেল তার নিন্দা জ্ঞাপন করা হলো। আপনি বললেন ঃ অপরিহার্য হয়ে গেল- তিনবার। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যার উত্তম প্রশংসা করলে তার জান্নাত অপরিহার্য হয়ে গেল ও তোমরা যার নিন্দা করলে জাহান্নাম তার জন্য অপরিহার্য হয়ে গেল।

[ফেরেশতারা আসমানে আল্লাহর সাক্ষী] আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। অন্য বর্ণনায় রয়েছে মু'মিনগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।

[আল্লাহর ফেরেশতা রয়েছে যারা মানুষের যবানীতে মানুষ সম্পর্কে উত্তম ও নিন্দাবাদের কথা বলে।]

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيْ قَالَ : " أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ ، فَأُثْنِيَ خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقُلْتُ : مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ " . قُلْنَا : وَثَلَاثَةٌ . قَالَ "

www.QuranerAlo.com

وَثَلاَثَةٌ " . قُلْنَا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : " وَاثْنَانِ " . ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ فِي الْوَاحِدِ "

আবুল আসওয়াদ আদ-দায়লী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি মদীনায় আসলাম। মদীনায় তখন বিমার চলছিল বিমারের কারণে তাদের অনেক মৃত্যু হচ্ছে। আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট গিয়ে বসলাম। একটি জানাযা অতিক্রম করল, তার উত্তম প্রশংসা করা হলো। অতঃপর উমার (রাঃ) বললেন ঃ অপরিহার্য হয়ে গেল। আমি বললাম ঃ কি অপরিহার্য হয়ে গেল হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বললেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন আমি সেভাবে বলেছি। "কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য চারজন উত্তম সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম, তিনজন সাক্ষ্য দিলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তিন জন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম ঃ দু'জন সাক্ষ্য দিলে? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'জন সাক্ষ্য দিলেও। অতঃপর আমরা একজন সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিনি।

তৃতীয় হাদীস ঃ

" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ أَبْيَاتٍ جِيرَانِهِ الْأَدْنِينَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً إِلاَّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ : قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ ، أَوْ قَالَ : بِشَهَادَتِكُمْ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "

যে কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর তার জন্য সাক্ষ্য দেয় নিকট প্রতিবেশী পরিবারের চারজন যে, তারা তার সম্পর্কে ভালই জানে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি তোমাদের কথাকে গ্রহণ

www.QuranerAlo.com

করলাম। অথবা আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম এবং তার ঐ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করলাম যা তোমরা জান না।

জেনে রেখ! একত্রিত এ তিনটি হাদীস প্রমাণ করে যে, এ সাক্ষ্য শুধু সাহাবাদের জন্য খাস (স্বতন্ত্র) নয়। বরং তাঁদের পরে যে মু'মিনগণ তাঁদের পথে ঈমান, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে চলবে তারাও এ হাদীসের কথার অন্তর্ভুক্ত এবং এ সিদ্ধান্ত হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীর মধ্যে দিয়েছেন। অতঃপর যে ইচ্ছা করে এ বর্ণনার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

অতঃপর তৃতীয় হাদীসে চার সাক্ষ্যকে যদি গুরুত্ব দিতে চাও তাহলে এর পূর্বে উমারের হাদীসে এটাও প্রকাশ্য সেখানে দু'জনের সাক্ষ্যকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এটাই উত্তম।

(লক্ষণীয় হলো) জানাযার সলাতের পরে কতেক লোকের কথা ঃ তোমরা এ লোক সম্পর্কে কী সাক্ষ্য দাও? তোমরা তার জন্য ভাল সাক্ষ্য দাও। অতঃপর তারা উত্তর দেয় সালেহ বা লোকটি সৎ ছিল এ কথা দ্বারা। অথবা উত্তম ছিল বা এ জাতীয় কথা দ্বারা। হাদীসে এটা কখনও উদ্দেশ্য করা হয়নি বরং এটা অত্যন্ত খারাপ বিদ'আত। কেননা, সালাফদের (সাহাবা-তাবেয়ীনদের) এ আমল সংঘটিত হয়নি।

এভাবে যারা সাক্ষ্য প্রদান করে তারা মৃত ব্যক্তির অনুপস্থিত অবস্থার কথা জানে না। বরং তারা যা জানে তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। যিনি উত্তর চান তার জন্য উত্তর এমন হয় যেন সাক্ষ্য উত্তম হয়। তাদের কারও ধারণা যে, এ সাক্ষ্য দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকার পেয়ে থাকে। তাদের কতেকের অজানা যে সাক্ষ্য উপকারী এ সাক্ষ্য সংঘটিত হয় সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মোতাবেক বা অনুযায়ী। যেমনভাবে প্রথম হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারে প্রমাণ করে "আল্লাহর ফেরেশতা রয়েছে তারা মানুষের যবানীতে কথা বলে। মানুষের ভাল ও মন্দের ব্যাপারে।"

www.QuranerAlo.com

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় মৃত্যু

মাসআলা- ২৭ ঃ কারও যদি মৃত্যু চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণের সময় হয়ে যায়। এটা দ্বারা কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না। এ বিশ্বাস রাখা সে, এটা বড় ধরণের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত। জাহিলিয়াতের কুসংস্কার।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে দিন তাঁর ছেলে ইবরাহীম (আঃ) মৃত্যু বরণ করেছেন। সূর্য গ্রহণ লাগলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের মাঝে খুৎবা প্রদান করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ

" أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ ، وَإِنَّهُمَا أٰيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، وَلٰكِنَّ يَخُوْفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلٰي ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ ، وَإِلَى الصَّدَقَةِ وَالْعِتَاقَةِ وَالصَّلاَةِ فِيْ الْمَسَاجِدِ حَتّٰى تَنْكَشِفَ "

আম্মাবাদ ঃ হে মানুষ সকল! জাহিলিয়াতের মানুষ বলত ঃ বড় ধরনের মৃত্যু সংঘটিত ছাড়া সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না। এ সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না এবং কারও কারণেও নয়।

বরং আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখান। যখন তোমরা ওটার কিছু দেখবে তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আল্লাহ স্মরণে তাঁর নিকট দু'আর জন্য যাবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে ও দান-সাদকাহ্ করবে, গোলাম মুক্তি করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না ছাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত মাসজিদে সলাত পড়বে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ১০

মৃত ব্যক্তির গোসল

মাসআলা- ২৮ ঃ যখন মৃত ব্যক্তি মারা যায় তখন মানুষের একদলের ওয়াজিব হলো দ্রুত গোসল দেয়া। তাড়াতাড়ি গোসল দেয়ার দলীল সম্পর্কে পূর্বে তৃতীয় অনুচ্ছেদে ১৭ নং মাস'আলাতে বা (ঙ)-তে আলোকপাত করা হয়েছে। আর গোসল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসেও নির্দেশ করেছেন।

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম সম্পর্কে বলেছেন ঃ যে সময় তিনি তার ত্রুটিপূর্ণ উটনী থেকে পড়ে মারা গেলেন।

" اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ... "

"তাকে পানি ও বরই পাতার দ্বারা গোসল দাও... হাদীসের (শেষ পর্যন্ত)।

এ মাস'আলা পূর্ণভাবে আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যার দিকে ইশারা করেছে। [তৃতীয় অনুচ্ছেদের (চ)-তে]

দ্বিতীয় হাদীস ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ তাঁর মেয়ে যায়নাব (রাঃ) সম্পর্কে–

" اِغْسِلْنَّهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا . أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ... "

অবশ্যই তাঁকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার অথবা এর অধিক বার গোসল দাও। .... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনের মাস'আলায় আসবে।

মাসআলা- ২৯ ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের সুন্দর বিধান সামনের বিষয়গুলো ঃ

www.QuranerAlo.com

১। মৃত ব্যক্তিকে তিনবার গোসল দিতে হবে। অতঃপর গোসল প্রদানকারী চাইলে আরও অধিক বার গোসল দিতে পারবে।

২। গোসল দেয়া বিজোড় হতে হবে।

৩। কতেক বস্তুর সাথে বরই পাতা মিলাতে হবে। অথবা বরই পাতার পরিবর্তে যা বিশুদ্ধতার উপযোগী তা মিলাতে হবে।

৪। শেষবার গোসল দেয়ার সময় সুগন্ধ জাতীয় কিছু মিলাতে হবে। তবে কর্পুর মিলানো উত্তম।

৫। চুলের খোঁপা খুলতে হবে এবং তা উত্তমভাবে ধৌত করতে হবে।

৬। মৃত ব্যক্তির চুল খুলে দেয়া।

৭। মহিলা মৃত ব্যক্তির চুল তিনটি বেনী করতে হবে। এবং বেনীগুলো পিছনের দিকে রেখে দিবে।

৮। মৃত ব্যক্তির ডান দিক থেকে কাজ সমাধা করতে হবে এবং ওযূর স্থানগুলো ডান দিক থেকে ধুতে হবে।

৯। পুরুষের গোসল পুরুষ ব্যক্তিরাই সম্পাদন করবে এবং মহিলাদের গোসল মহিলারাই সম্পাদন করবে। ব্যতিক্রম শুধু যাদের বর্ণনা সামনে আসছে।

এ বিষয়ের দলীল উম্মে আতিয়্যা (রাঃ)-এর হাদীস।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ ، فَقَالَ : " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ" . قَالَتْ : قُلْتُ : وِتْرًا ؟ قَالَ : "نَعَمْ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ : " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ قَالَتْ : وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ ، (وفي رواية

www.QuranerAlo.com

نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ) ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ : قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا ، قَالَتْ : وَقَالَ لَنَا : " اِبْدَأْنَّ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوْءِ مِنْهَا "

উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। আর আমরা তাঁর মেয়ে যায়নাবের গোসল দিচ্ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা তাঁকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার অথবা এর চেয়ে আরও অধিক বার গোসল দিবে। তোমরা যদি মনে কর আরও বেশী দিতে হবে তাহলে দিবে। (উম্মে আতীয়্যা বলেন ঃ) আমি বললাম। বেশী দিতে হলে বিজোড় সংখ্যায় দিব? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ বিজোড় সংখ্যায় দিবে এবং শেষবার কর্পুর মিশ্রিত করে দিবে অথবা কর্পুর জাতীয় কোন জিনিস দিবে। অতঃপর যখন তোমরা গোসল শেষ করবে তখন আমাকে জানাবে। (উম্মে আতিয়্যা বলেন ঃ) অতঃপর যখন আমরা গোসল শেষ করলাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তার একটি লুঙ্গী নিক্ষেপ করে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ লুঙ্গিটি তাঁর নমুনা করে দাও।

উম্মে আতিয়্যা বলেন ঃ আমরা তার চুল তিন ভাগে বিন্যস্ত করলাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে আমরা চুল খুললাম অতঃপর ধৌত করলাম। অতঃপর তাঁর চুলকে তিনটি বেনী করলাম। মাথার দু'দিকে দু'টি ও সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ, কপালের দিকে একটি। অতঃপর বেনী তিনটিকে তাঁর পিছনের দিকে করে দিলাম।

উম্মে আতিয়্যা বলেন ঃ এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ডান দিক থেকে কার্য শুরু কর এবং ওযূর স্থানগুলো ডান দিক থেকে ধুবে।

১০। সমস্ত কাপড় মুক্ত করার পর নেকড়া বা নেকড়া জাতীয় জিনিস শরীরের পর্দার নীচ দিয়ে ধৌত করবে। কেননা, এ আমল নাবী সাল্লাল্লাহু

www.QuranerAlo.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হতো। যার উপকারিতা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে পাওয়া যায় :

" لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا : وَاللّٰهِ مَا نَدْرِيْ ، أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ، أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا أَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِيْ صَدْرِهِ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ : أَنِ اغْسِلُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، فَقَامُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ ، يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَدْلُكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ ، دُوْنَ أَيْدِيْهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ "

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, যখন সাহাবা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোসল দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বললেন ঃ আ'ল্লাহর শপথ! আমরা জানি না আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় খুলে ফেলব যেমনভাবে আমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাপড় আমরা খুলে ফেলি? না তাঁর উপর কাপড় থাকা অবস্থায় গোসল দিব?

যখন তাঁরা সকলে মতভেদ করলেন আল্লাহ তাঁদের উপর এমন ঘুম চাপিয়ে দিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি থাকল না যে, তার চিবুক তার বুকের মধ্যে আঘাত করল না (অর্থাৎ সকলের চিবুক বুকে আঘাত করল)। অতঃপর তাঁদের সাথে এক ব্যক্তি তাঁদের বাড়ীর দিক হতে কথা বললেন। তাঁরা জানলনা তিনি কে। তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গোসল দিলেন অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.QuranerAlo.com

ওয়াসাল্লাম-এর উপর কাপড় থাকল। আর তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দাঁড়ালেন এবং তাঁকে গোসল দিলেন এবং তাঁর গায়ে জামা থাকল। তাঁরা জামার উপর দিয়ে পানি ঢাললেন এবং জামার সাথেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁদের হাত দিয়ে মর্দন করলেন। আয়িশা (রাঃ) বলতেন ঃ আমি যদি আগে জানতাম! যা আমি পরে জেনেছি তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর স্ত্রী-রাই গোসল দিত। (আবূ দাউদ- ৩১৪১)

১১। শরীর পর্দা ও নেকড়া ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্য যে, তার আওরাত বা লজ্জাস্থান সম্পর্কে অবগত না হওয়া যায় এবং স্পর্শ না হয়।

পুরুষের লজ্জাস্থান হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এটাই সঠিক। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ " . قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْفَخِذُ عَوْرَةٌ "

যা নাভী ও হাঁটুর মাঝখানে তা হলো লজ্জা স্থান। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ রান লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনু মাযাহ- ১৪৬৪)

আর মহিলাদের লজ্জাস্থান হলো মুসলিম মহিলারা স্বভাবগতভাবে লজ্জাস্থান ভাবে সেটাই লজ্জাস্থান বা আওরাত কিন্তু সাজ-সজ্জার স্থান ব্যতীত। আর তা হলো মাথা, কান, গলা, বুকের উপরিভাগ, অলংকার দেয়ার স্থান, হাতের বাহু এবং বাহুর সহিত বস্তুসমূহ যথা বাজুবন্ধ বা বালা (গহনা) পরার স্থান, পা এবং পিন্ডলীর নিম্নভাগ যথা পায়ের মল (গহনা) পরার স্থান এবং এটা ব্যতীত যা আছে সবই মহিলাদের লজ্জাস্থান। মহিলাদের দিকে মুহরিম ব্যতীত অন্য কারো দিকে তাকানো জায়িয নাই। এর পক্ষে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট কথা ঃ

{وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اٰبَائِهِنَّ أَوْ

أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ.﴾ الاية .

তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

(সূরা ঃ নূর– ৩১ আয়াত)

১২। চতুর্থ নম্বরে উল্লেখিত বিষয় থেকে মুহরেম অর্থাৎ হাজ্জ আদায়কারীর হুকুম আলাদা বা স্বতন্ত্র হবে। কেননা, হাজ্জ আদায়কারী (মৃতব্যক্তি)-কে সুগন্ধি দেয়া জায়িয নাই। যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে উল্লেখিত হাদীসে ইশারা করছে হাদীসটি এরূপ–

" لاَ تُحَنِّطُوْهُ وفي رواية : وَلاَ تُطَيِّبُوْهُ ... فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا "

তোমরা তাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিও না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তাঁকে তোমরা সুগন্ধি দিওনা; কেননা, সে কিয়ামাতের দিন তালবিয়া "আল্লাহু আকবার....." পাঠ করতে করতে উঠবে।

১৩। নবম নম্বরে বর্ণিত বিষয় থেকে স্বামী-স্ত্রী আলাদা বা স্বতন্ত্র হবে। কেননা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেয়া জায়িয। কারণ, না দিতে পারার কোন দলীল নেই। মূলত এটা বৈধ। বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত হাদীস দু'টিতে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রথম হাদীস ঃ আয়িশা (রাঃ)-এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ

" لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ نِسَائِهِ "

www.QuranerAlo.com

আমি যদি আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছি তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার স্ত্রীগণই গোসল দিত।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَجَعَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيْعِ ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ ، وَأَقُوْلُ : وَارَأْسَاهُ لِرَفَقَالَ : " بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لِمَا ضَرَّكَ لَوْ مُتِّ قَبْلِيْ فَغَسَلْتُكَ ، وَكَفَنْتُكِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ "

আয়িশা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বাকী' নামক স্থান হতে এক জানাযার কার্য শেষ করে আমার নিকট ফিরে আসলেন। আর আমি আমার মাথা ব্যথা পেলাম এবং বললাম ঃ হায় আমার মাথা!

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বরং হায় মাথা ব্যথা! তোমার কোন ক্ষতি হয়নি যদি তুমি আমার পূর্বে মারা যেতে তাহলে আমি তোমাকে গোসল দিতাম এবং আমি তোমাকে কাফন দিতাম। অতঃপর তোমারা জানাযার সালাত পড়তাম এবং দাফন কার্য সমাধা করতাম (অর্থাৎ মাটি দিতাম)।

১৪। যিনি সুন্নাত অনুযায়ী গোসলের অধিক জ্ঞান রাখেন তিনি মৃত ব্যক্তির গোসল সম্পাদন করবেন, বিশেষ করে যখন গোসল সম্পাদনকারী পরিবারের এবং নিকট আত্মীয়দের মধ্যে হয়। কেননা, যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোসল সম্পাদন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি।

অবশ্য আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ

" غَسَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا

وَمَيِّتًا ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ·

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গোসল দিয়েছি, যে জিনিস মৃত ব্যক্তির হয় তার প্রতি আমি লক্ষ্য করছি তার কিছুই পায়নি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ও মৃত অবস্থায় ছিলেন সুগন্ধি ঘ্রাণযুক্ত অর্থাৎ উভয় অবস্থায় তাঁর থেকে সুঘ্রাণ আসত।

মাসআলা- ৩০ ঃ যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির গোসল সম্পাদন করে তার জন্য দু'টি শর্তসাপেক্ষে মস্ত বড় সওয়াব রয়েছে।

প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির উপর পর্দা করবে এবং যে অপছন্দনীয় বস্তু দেখবে তা বর্ণনা করবে না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

· مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ لَهُ اللّٰهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ، وَمَنْ حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقَ الْجَنَّةِ ·

কোন মুসলিম ব্যক্তিকে যে গোসল দিবে, অতঃপর মৃত ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ গোসল দানকারীকে চল্লিশবার ক্ষমা করে দেন এবং যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য কবর খনন করল, অতঃপর তাকে দাফন করল তাকে বিনিময় দেয়া হবে মিসকীন বা দরিদ্রের বিনিময় দেয়ার মত। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে তাকে কিয়ামাতের দিবসে বাসস্থান দান করবেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামাতের দিবসে পাতলা মিহি রেশমী এবং পুরু স্বর্ণখচিত জান্নাতের রেশমী কাপড় পরাবেন।

দ্বিতীয়তঃ এ কাজ আল্লাহর জন্যই হতে হবে। এর দ্বারা বিনিময় উদ্দেশ্য হবে না এবং কৃতজ্ঞতা লাভের জন্য হবে না এবং দুনিয়ার কোন কিছুর জন্য হবে না। শরীয়তে যেহেতু স্থির হয়েছে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর জন্য নিষ্ঠার সাথে না হলে ইবাদাত গ্রহণ করেন না।

www.QuranerAlo.com

এ ব্যাপারে কিতাব (কুরআন) ও সুন্না হয় (হাদীসে) অসংখ্য দলীল রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দু'টি উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) আল্লাহ তাবারাক ওয়াতা'আলার বাণী ঃ

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}

বলুন! আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মাবূদই একমাত্র মাবূদ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা বানী ইসরাঈল– ১১০ আয়াত)

অর্থাৎ, ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্য হবে না।

(২) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

সকল কাজই নিয়ত অনুসারে হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। অতএব, যার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে হয় তাঁর হিজরাত আল্লাহ ও তার রাসূরের জন্যই হয়েছে। আর যার হিজরাত দুনিয়ার উদেশ্যে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয় তবে তার হিজরাত যে উদ্দেশ্যে করেছে সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

www.QuranerAlo.com

মাসআলা- ৩১ ঃ যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় তার জন্য সুন্নাত হলো সেও গোসল করবে। এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "

যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় সে যেন নিজেও গোসল করে এবং যে ব্যক্তি (জানাযা) বহন করবে সে যেন ওযূ করে।

দৃশ্যতঃ বিষয়টিতে ওয়াজিব বলে মনে হচ্ছে কিন্তু দু'টি হাদীসের ভিত্তিতে আমরা তা বলছি না।

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِيْ غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غَسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوْهُ ، فَإِنَّ مَيْتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ "

যখন তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে গোসল দাও গোসল দেয়ার কারণে তোমাদের উপর গোসল ওয়াজিব নয়। কেননা, তোমাদের মৃত ব্যক্তি অপবিত্র নয়। তোমাদের জন্য যথেষ্ট যে তোমরা হাত ধুয়ে নিবে।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ উমার (রাঃ)-এর বাণী ঃ

" كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، فَمِنَّا مَنْ يَّغْتَسِلُ ، وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغْتَسِلُ "

আমরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে কেউ গোসল করত, আর কেউ গোসল করত না।

মাসআলা- ৩২ ঃ যুদ্ধের ময়দানে নিহত শহীদের গোসল দেয়া বিধান নয়। যদিও ঐকমত্য হয় যে, শহীদ ব্যক্তি নাপাক ছিল। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে।

www.QuranerAlo.com

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . "ادْفِنُوْهُمْ فِيْ دِمَائِهِمْ" -يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . (وفي رواية) فَقَالَ : " أَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ لُفُّوْهُمْ فِيْ دِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ جَرِيْحٌ يَجْرَحُ فِيْ اللّٰهِ إِلاَّ جَاءَ وَجُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْمِي ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ " . وفي رواية " لاَ تُغَسِّلُوْهُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ جَرْحٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ "

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাদেরকে তাদের রক্তের সাথেই দাফন করো। অর্থাৎ ওহুদের দিন তাঁদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। অন্য বর্ণনায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি এদের সকলের উপর সাক্ষী। তাঁদেরকে তাঁদের রক্তের মধ্যেই কাফন পরাও। কেননা, সে আল্লাহর নিকট জখম অবস্থায়ই উঠবে। আর কিয়ামাতের দিবসে তার জখম হতে রক্ত প্রবাহিত হবে। তার রং রক্তের রংই হবে। তার ঘ্রাণ মিশকে আম্বরের ন্যায় ঘ্রাণ হবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– "তোমরা তাদেরকে গোসল দিও না। কেননা, প্রত্যেক জখম কিয়ামাতের দিবসে মিশকে আম্বর নিঃসরণ করবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদের জানাযা পড়েননি।"

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ بُرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ مَغْزًى لَهُ ، فَأَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ

أَحَدٍ ؟ " قَالُوْا : نَعَمْ ، فُلاَنًا ، وَفُلاَنًا ، وَفُلاَنًا . ثُمَّ قَالَ : " هَلْ تُفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدٍ ؟ " قَالُوْا : لاَ : قَالَ : " لَكِنِّيْ أَفْقِدُ جُلَيْبِيْبًا ، فَاطْلُبُوْهُ " . فَطَلَبَ فِيْ الْقَتْلٰى ، فَوَجَدُوْهُ إِلٰى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ قَتَلُوْهُ لِفَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوْهُ لِهٰذَا مِنِّيْ ، وَأَنَا مِنْهُ ، هٰذَا مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ " ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ بِذِرَاعَيْهِ هٰكَذَا فَبَسَطَهُمَا ، قَالَ : فَوَضَعَهُ عَلَي سَاعَدَيْهِ ، لَيْسَ لَهُ سَرِيْرٌ إِلاَّ سَاعَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَفَرَ لَهُ وَوَضَعَ فِيْ قَبْرِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً "

আবূ বুরযা হতে বর্ণিত; নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন ঃ তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? সাহাবীরা বললেন ঃ হ্যাঁ, অমুককে, অমুককে, অমুককে হারিয়েছি। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? সাহাবীরা বললেন ঃ না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কিন্তু আমি জুলাইবীব-কে হারিয়েছি। অতএব, তোমরা তাকে খোঁজ। নিহতদের মধ্যে খোঁজা হলো। সাহাবীরা তাঁকে পেলেন সাত জনের নিকট। তিনি তাদেরকে হত্যা করেছেন। অতঃপর তাঁকে তারা হত্যা করেছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁর নিকট দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন ঃ "সে সাত জনকে হত্যা করেছে। অতঃপর তাঁকে তারা হত্যা করেছে। এ ব্যক্তি আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তার অন্তর্ভুক্ত। এ

www.QuranerAlo.com

ব্যক্তিআমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তার অন্তর্ভুক্ত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে দু'বার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ তাঁর দু' বাহুদ্বয় এভাবে প্রসারিত করে। তিনি বললেন ঃ তাঁকে দু'বাহুর উপর রাখ। তাঁর জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'বাহু ব্যতীত খাট নেই। বর্ণনাকরী বলেন, অতঃপর তাঁর জন্য তিনি কবর খুঁড়লেন এবং তাঁকে কবরে রাখলেন। গোসলের কথা উল্লেখ করলেন না।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِيْ قِصَّةِ أُحُدٍ وَاسْتِشْهَادِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ صَاحِبَكُمْ تَغْسِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ، فَاسْأَلُوْا صَاحِبَتَهُ " ، فَقَالَتْ : خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِذٰلِكَ غَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ "

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; ওহুদের ঘটনা এবং হান্‌যালা বিন আবু আমের শহীদ হবার ঘটনা। যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা বললেন ঃ তোমাদের সাথীকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস কর।

অতঃপর তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ তিনি যখন যুদ্ধের ভয়াবহ আওয়াজ শুনলেন, তখন নাপাক অবস্থায় বের হয়েছেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এজন্যই ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ১১

মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো

মাসআলা- ৩৩ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের জন্য মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো ওয়াজিব। এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে মুহরিম ব্যক্তির যাকে উটনী ফেলে ত্রুটিযুক্ত করে মেরে ফেলেছে।

" . . . . . وَكَفِّنُوْهُ . . . . . " . فقرة (د) .

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাঁকে তোমরা কাফন পরাও। হাদীসের শেষ পর্যন্ত। ৩ নং অধ্যায়ে (ঘ) এ হাদীসের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা- ৩৪ ঃ কাফন অথবা তার মূল্য মৃত ব্যক্তির মাল বা সম্পদ হতে হবে। যদি ওটা ব্যতীত অবশিষ্ট না থাকে তাহলে অনুসৃত হবে খাববাব বিন আরত-এর হাদীস।

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ : " هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، نَبْتَغِي وَجْهَ اللّٰهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ شَيْئٌ ، إِلاَّ نَمِرَةً ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِيْ (وفي رواية : وَلَمْ يَتْرُكْ)

www.QuranerAlo.com

رَأْسَهُ (وفي رواية : غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ) ، وَاجْعَلُوْا عَلَي رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ " وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُ بِهَا " ، أَىْ يَجْتَنِيْهَا .

খাব্বাব বিন আরত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করলাম। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করলাম। আল্লাহর কর্তব্য হয়ে গেল আমাদেরকে বিনিময় দেয়া। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই চলে গেলেন তিনি তার বিনিময় থেকে কিছুই নষ্ট করেননি। তাঁদের মধ্যে মাসয়াব বিন উমাইবর তিনি ওহুদের দিন শহীদ হলেন। তার জন্য কিছুই পাওয়া গেল না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি কিছুই রেখে যাননি একটি চাদর ব্যতীত। (বুখারী- ৪০৪৭)

অতঃপর যখন আমরা চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথার দিকে ঢেকে রাখছিলাম তখন তাঁর দু'পা বের হয়ে যাচ্ছিল। আর যখন দু'পায়ের দিকে ঢেকে রাখছিলাম তখন মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার মাথার দিক ঢেকে রাখ। অন্য বর্ণনায় আছে ওটা দিয়ে তার মাথার দিক ঢেকে দাও এবং পায়ের দিক ইযখির ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও। আমাদের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছেন যার ফল পরিপক্ক হয়েছে। অতঃপর সে তা সংগ্রহ করে। অর্থাৎ সে পেড়ে আনে।

মাসআলা- ৩৫ ঃ কাফন পূর্ণ লম্বা হওয়া দরকার যাতে সমস্ত শরীর ঢাকা যায়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِنَ فِيْ كَفْنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلاً ، فَزَجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّقْبِرَ الرَّجُلَ بِاللَّيْلِ حَتّٰى يُصَلِّى عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يَّضْطُرَّ إِنْسَانٍ إِلٰى ذٰلِكَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ " إِنْ اسْتَطَاعَ.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুৎবা দিলেন, অতঃপর তিনি সাহাবাদের এক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, অতঃপর অদীর্ঘ বা খাটো কাফনে কাফন দেয়া হলো এবং রাত্রে কবর দেয়া হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরস্কার করলেন যে, ব্যক্তিটিকে রাত্রে কবর দেয়া হলো এমন কি তাঁর জানাযা পড়া হলো। মানুষ এমনটা করবে একমাত্র নিরুপায় হলে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার ভাইয়ের কাফন দেয়, সে যেন তার কাফন উত্তমভাবে দেয় (সামর্থ্য অনুযায়ী)। (মুসলিম- ৭৪৩)

আলিমগণ বলেন ঃ

" وَالْمُرَادُ بِاَحْسَانِ الْكَفْنِ نَظَافَتُهُ وَكُثَافَتُهُ وَسَتْرُهُ، وَتَوَسُّطُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ السَّرَفَ فِيْهِ وَالْمُغَالاَةُ وَنَفَاسَتُهُ "

উত্তম কাফন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাফন পরিচ্ছন্ন পবিত্র হওয়া, কাফন পুরু বা মোটা হওয়া এবং পর্দা হওয়া ও মধ্যম হওয়া। ওটা দ্বারা সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি বহুল্যতা উদ্দেশ্য নয়।

মাসআলা- ৩৬ ঃ যদি কাফন এর চাইতে সংকীর্ণ হয় এবং পরিপূর্ণ ঢাকা না যায় তাহলে ওটা দ্বারা মাথা ঢাকবে এবং শরীরের যতটুকু দীর্ঘ হয় এবং যে পরিমাণ অবশিষ্ট খোলা থাকবে তা ইযখির ঘাস অথবা অন্য শুকনা ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ ব্যাপারে দলীল হলো খাববাব বিন আরত্বের হাদীস মাসয়ার বিন উমায়েরের ঘটনার ব্যাপারে। নাবী

www.QuranerAlo.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাদর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

" ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِىْ رَأْسَهُ (وفي رواية : غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ) وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ"

"তাকে তোমরা মাথার দিক থেকে ঢেকে রাখ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তার মাথা ঢেকে রাখ এবং তার দু'পা ইযখির ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও।"

এ মাস'আলা পূর্ণভাবে পূর্বে গত হয়েছে।

মাসআলা- ৩৭ ঃ যখন কাফন কম হবে এবং মৃতদের সংখ্যা বেশী হবে তখন জামাআত বদ্ধ লোক এক কাফনে দেয়া জায়েয। তাদের মধ্যে প্রকারভেদ করবে। তাদের মধ্যে যিনি অধিক কুরআন জানেন তাকে কিবলার দিকে অগ্রাধিকার রাখবে। এ ব্যাপারে হাদীস–

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : " لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ ، مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ : " لَوْ لاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا لَ تَرَكْتُهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يَحْشُرَهُ اللّٰهُ مِنْ بُطُوْنِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ " . فَكَفَنَهُ فِيْ نَمِرَةٍ ، وَكَانَتْ إِذَا خُمِّرَتْ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخُمِّرَ رَأْسُهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ ، وَقَالَ : أَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ . قَالَ : وَكَثُرَتِ الْقَتْلٰى ، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ ، قَالَ : وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلاَثَةَ وَالْإِثْنَيْنِ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا ، فَيُقَدِّمُ فِيْ اللَّحْدِ ، وَكَفَنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ "

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ওহুদের দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তাকে কর্তন ও অঙ্গবিকৃত করা হয়েছিল। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি সফিয়্যা অন্তরে কষ্ট না পেত তাহলে আমি তাঁকে ফেলে রাখতাম। এমনকি তাঁকে হিংস্র প্রাণীরা খেয়ে ফেলত। অতঃপর আল্লাহ তাকে পাখী, হিংস্র প্রাণীর পেট থেকে একত্র করতেন। অতঃপর তাঁকে [হামযা (রাঃ)-কে] এক চাদরে কাফন দেয়া হলো। যখন তাঁর মাথা ঢাকা হচ্ছিল দু'পা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল এবং যখন দু'পা ঢাকা হচ্ছিল তখন মাথা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। অতঃপর মাথা ঢেকে দেয়া হলো। (সেদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার সলাত ব্যতীত অন্য কোন শহীদের জানাযা পড়েননি এবং তিনি বললেন ঃ আজকের দিনে আমি তোমাদের উপর সাক্ষী।

[রাবী বলেন ঃ] নিহতদের সংখ্যা বেশী এবং কাপড়ের সংখ্যা কম হয়ে গেল। এক কবরে তিনি তিনজন এবং দু'জন করে একত্র করতন। এবং তিনি [নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জিজ্ঞাসা করতেন কে তাদের অধিক কুরআন জানে। অতঃপর তাকে আগে করতেন ও দু'জন, তিনজনকে এক কাপড়ে কাফন দিতেন। (মুসতাদরাক- ১৩৫১)

মাসআলা- ৩৮ ঃ যে কাপড়ে নিহত হয় শহীদ ব্যক্তির সে কাপড় খুলে ফেলা জায়িয নাই। বরং ঐ কাপড়ের উপরই তাকে দাফন করতে হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহুদের ময়দানে নিহতদের সম্পর্কে বলেন ঃ

" زَمِّلُوْهُمْ فِيْ ثِيَابِهِمْ "

তাঁদেরকে তাঁদের কাপড়ের মধ্যেই আবৃত কর।

মাসআলা- ৩৯ ঃ মৃত ব্যক্তিকে এক কাপড়ে অথবা অধিক সংখ্যক কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া মুস্তাহাব। যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসয়াব বিন উমায়েরের করেছিলেন। পূর্বে ৩৪ নং মাসআলাতে এ হাদীস আলোচনা করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.com

মাসআলা- ৪০ ঃ মুহরিম (হাজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি)-কে তার দু'কাপড়ে কাফন দিতে হবে যে কাপড়ে সে মারা গিয়েছে। মুহরিম যাকে উটনী আঘাত দিয়ে মেরেছিল সে সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীঃ

" ..... وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ اَللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيْهِمَا ... "

"তোমরা তাকে তার দু'কাপড়ে কাফন দাও।" (যে দু'কাপড়ে সে ইহরাম বেঁধেছিল) এর পূর্ণ বিবরণ পূর্বে ৩য় অনুচ্ছেদে গত হয়েছে।

মাসআলা- ৪১ ঃ কাফনের মুস্তাহাব বিষয় ঃ

প্রথম ঃ কাফন সাদা হওয়া। এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" اَلْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِيَاضَ ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ "

তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা, এটা তোমাদের উত্তম পোশাক এবং তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফন দাও।

দ্বিতীয় ঃ কাফন তিন কাপড় হওয়া। এ ব্যাপারে হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : " إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ ، مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ ، أُدْرِجَ فِيْهَا أَدْرَاجًا "

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তুলার সাদা সূতী ইয়ামেনী তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে জামা ছিল না। পাগড়ীও ছিল না। [পরস্পর ভাঁজ করা ছিল] (বুখারী- ১২৬৪)

www.QuranerAlo.com

তৃতীয় ঃ কাফনের একটি হিবারা কাপড় অর্থাৎ সাদা হলুদ মিশ্রিত ইয়ামেনী হিবারা কাপড় হওয়া যখন সহজ হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "

তোমাদের কেউ যখন মারা যাবে, অতঃপর যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন হিবারা কাপড়ে কাফন দেয়।

চতুর্থ ঃ তিনবার ধুপ দিয়ে সুগন্ধি করা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا "

যখন তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে ধুপ দিয়ে সুগন্ধি করবে তখন তিনবার ধুপায়িত করে সুগন্ধি করবে। এ হুকুমের মধ্যে মুহরিম বা হাজ্জ আদায়কারী মৃত ব্যক্তি শামিল বা অন্তর্ভুক্ত নয়।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনীর যখম করে মারা মুহরিম ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

« . . . . . وَلَا تُطَيِّبُوهُ . . . . . »

তোমরা তাকে সুগন্ধি লাগিও না।

মাসআলা- ৪২ ঃ কাফনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা জায়িয নাই এবং তিন কাফনের অতিরিক্ত করাও জায়িয নাই। কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে কাফন দেয়া হয়েছিল তার বিপরীত। যেটা পূর্বের মাস'আলায় গত হয়েছে। তাতে সম্পদ অপচয় হয়। আর ওটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষত্ব সম্পদ ব্যয় জীবিতদের জন্য উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "

www.QuranerAlo.com

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন– (১) অনর্থক কথাবার্তা, (২) সম্পদ অপচয়, (৩) অধিক প্রশ্ন করা। (বুখারী- ১৪৭৭)

আমাকে মুগ্ধ করেছে এ বিষয় যা বলেছেন আল্লামা আবূ তায়্যিব রওযাতুন নাদীয়ায়– (১/১৬৫)।

وَلَيْسَ تَكْثِيْرُ الْأَكْفَانِ وَالْمُغَالاَةُ فِيْ أَثْمَانِهَا بِمَحْمُوْدٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ لاَ وَرَدُوْ الشَّرْعُ بِهِ لَكَانَ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَيْتُ ، وَلاَ يَعُوْدُ نَفْعُهُ عَلَى الْحَيِّ ، وَرَحِمَ اللّٰهُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ حَيْثُ قَالَ : " إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ " ، لِمَا قِيْلَ لَهُ عِنْدَ تَعْيِيْنِهِ لِثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابِهِ فِيْ كَفْنِهِ : " إِنَّ هٰذَا خَلَقٌ "

অধিক কাফন ব্যবহার করা এবং কাফনের মূল্যের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন এটা প্রশংসনীয় কাজ নয়। কেননা, শরীয়াতে যদি এ ব্যাপারে বর্ণিত হত তাহলে সম্পদ অপব্যয় হত। কেননা, এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন উপকার সাধিত হয় না। এর কোন উপকার জীবিত ব্যক্তির নিকটও ফেরত আসে না। আল্লাহ অনুগ্রহ করুন আবূ বাকার সিদ্দীক (রাঃ)-এর উপর যেহেতু তিনি বলেছেন ঃ "নতুন বস্তুর অধিকার জীবিত ব্যক্তিই অধিক রাখে।" যখন কাফনের ব্যাপারে একটি কাপড় তাকে নির্ধারণ করার জন্য বলা হলো- এটা পুরাতন হয়ে যাবে।

মাসআলা- ৪৩ ঃ কাফনের ব্যাপারে মহিলাদের বিধান পুরুষদের মত যখন ভিন্নতার দলীল না থাকবে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ১২

জানাযা বহন ও তার অনুসরণ

মাসআলা– ৪৪ ঃ জানাযা বহন করা ও তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটা মুসলমানদের উপর মুসলিম মৃত ব্যক্তির হাক্ব বা কর্তব্য। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। আমি তার মধ্যে দু'টি উল্লেখ করব।

প্রথম হাদীস ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وفي رواية : يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ) خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ "

মুসলিম ব্যক্তির উপর মুসলিম ব্যক্তির হাক্ব বা কর্তব্য অন্য বর্ণনায় রয়েছে মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের উপর ওয়াজিব বা কর্তব্য হলো পাঁচটি– (১) সালামের উত্তর দেয়া, (২) রুগীর সেবা করা, (৩) জানাযার সাথে যাওয়া (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা (৫) হাঁচির উত্তর দেয়া।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" عُودُوا الْمَرِيضَ ، اتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ "

তোমরা রুগীর সেবা করো এবং জানাযার অনুসরণ করো। তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

জানাযার অনুসরণের দু'টি স্তর ঃ

প্রথম ঃ মৃত ব্যক্তি উপর জানাযার সলাত শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানাযার অনুসরণ।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় ঃ দাফন শেষ করা পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে জানাযার অনুসরণ।

এ দু'টির প্রতিটিই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

" عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَقْدَمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَعْنِىْ الْمَدِيْنَةَ) ، إِذَا حَضَرَ مِنَّا الْمَيِّتَ آذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، حَتَّى إِذَا قَبَضَ ، انْصَرَفَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ حَتّٰي يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبَسَ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَشِيْنَا مُشَقَّةً ذٰلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : لَوْ كُنَّا لاَ نُؤْذِنُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتّٰى يَقْبِضَ ، فَإِذَا قَبَضَ آذَنَّاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيْ ذٰلِكَ مُشَقَّةً وَلاَ حَبَسَ ، فَفَعَلْنَا ذٰلِكَ ، وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوْتَ ، فَيَأْتِيْهِ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ،فَرُبَّمَا انْصَرَفَ ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ ، فَكُنَّا عَلٰى ذٰلِكَ حَيِّنًا ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتّٰى يُصَلِّى عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذٰلِكَ أَرْفَقُ بِهِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ "

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম অর্থাৎ মদীনায়। যখন আমাদের মৃতদের উপস্থিত করা হতো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত হতেন

www.QuranerAlo.com

এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এমনকি যখন কার্য শেষ হতো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে যারা থাকত দাফন কার্য শেষ করে ফিরতেন। আর কখনও আটকে থাক অবস্থা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দীর্ঘ হতো। অতএব, আমরা ভয় করলাম এমনভাবে আটকে থাকা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কষ্টকর হতো। গোত্রের লোকেরা পরস্পরকে বলল আমরা যদি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কারো দ্বারা না জানাতাম যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়। অতঃপর যখন শেষ হবে আমরা তাঁকে জানাবো, তাহলে তাঁর উপর কষ্ট হবে না এবং আটকে থাকবে না। আমরা এ রকম করতে লাগলাম, আমরা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে জানাতাম মৃত্যুর পরে। তিনি আসতেন এবং জানাযার সলাত পড়তেন। কখনও ফিরে যেতেন আবার কখনও দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আমরা এ রকম কিছুদিন করলাম। অতঃপর আমরা বললাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি স্বয়ং না করতেন এবং আমরা আমাদের জানাযা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাবো এবং তিনি তাঁর বাড়ীর নিকটে জানাযা পড়বেন। আর এতে তাঁর প্রতি অধিকতর সদয় আচরণ করা হবে। আর এ কাজ আজকের দিন পর্যন্ত হচ্ছে।

মাসআলা– ৪৬ ঃ প্রথম প্রকার মর্যাদা হতে দ্বিতীয় প্রকার মর্যাদা যে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ مِنْ بَيْتِهَا ، (وفي رواية : مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا" حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ فَلَهُ قِيْرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ (وفي الرواية الأخرى : يَفْرَغُ مِنْهَا) فَلَهُ قِيْرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ . (وفي الرواية الأخرى : كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ) "

যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয় (মৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে) (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাযার অনুসরণ করে, এমনকি জানাযার সলাত পড়ে, তার জন্য এক কীরাত সওয়াব রয়েছে এবং যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জানাযার কাজ সমাপ্ত পর্যন্ত থাকে– তার জন্য দু'কীরাত সওয়াব। বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! দু' কীরাত কী? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বড় দু'পাহাড়ের মত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক কীরাত এক ওহুদ পাহাড়ের মত। (বুখারী- ১৩২৫)

মাসআলা– ৪৭ ঃ এ মর্যাদা জানাযার অনুসরণের ব্যাপারে। আর এটা পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আর এটা নেহী তানযীহ। অবশ্য উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) বলেছেন,

" كُنَّا نُنْهَى وفي رواية : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا "

আমাদেরকে নিষেধ করা হতো। অন্য বর্ণনায় আছে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার অনুসরণ হতে নিষেধ করেছেন। আমাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করা হতো না।

মাসআলা– ৪৮ ঃ শরীয়তের বিপরীত হবে এমন বিষয় সহ জানাযার অনুসরণ করা জায়িয নাই। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয়ের উপর নস বা দলীল প্রমাণ এসেছে। (১) উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করা, (২) ধুপ সহকারে জানাযার অনুসরণ।

এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" لاَ تَتَّبِعِ الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلاَنَارٍ "

www.QuranerAlo.com

আওয়াজ বা শব্দ সহকারে জানাযার সাথে যেও না এবং আগুন সহকারেও যেও না।

মাসআলা– ৪৯ ঃ এটার সাথে সংযুক্ত জানাযার সামনে উচ্চ শব্দে স্মরণ। কেননা এটা বিদআত। এ ব্যাপারে কাইস বিন আব্বাদের বাণী ঃ

" كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ "

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ জানাযার সামনে উচ্চ শব্দ অপছন্দ করতেন। কেননা, এর মধ্যে নাসারা (খ্রীষ্টান্দের) সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, তারা ইনজীল থেকে কিছু বিষয়ের দ্বারা তাদের আওয়াজকে উচ্চ করে এবং সাজিয়ে গুছিয়ে সুরেলা কণ্ঠে দুঃখ বেদনার সাথে উল্লেখ করে।

এটা থেকে অধিক খারাপ হলো জানাযার সামনে সূরের সহিত দুঃখ বেদনা সহকারে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জানাযার পিছনে পিছনে গিয়ে বিদায় জানানো। যেমনভাবে কাফেরদের অন্ধ অনুকরণে কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশে করে থাকে। (আল্লাহ সাহায্য দেবার মালিক)

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর আযকার কিতাবের ২০৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ السُّكُوْتَ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْجَنَازَةِ ، فَلاَ يَرْفَعُ صَوْتَ بِقِرَاءَةٍ وَلاَ ذِكْرٍ وَلاَ غَيْرَ ذٰلِكَ . وَالْحِكْمَةُ فِيْهِ ظَاهِرَةٌ ، وَهِيَ أَنَّهُ أَسْكَنَ لِخَاطِرِ وَأَجْمَعُ لِفِكْرِهِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَازَةِ ، وَهُوَ الْمَطْلُوْبُ فِيْ هٰذَا الْحَالِ ، فَهٰذَا هُوَ الْحَقُّ ، وَلاَ تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ مَنْ يُّخَالِفُهُ ، فَقَدْ قَالَ أَبُوْ عَلِي الْفُضَيْلُ بْنُ

عَيَاضٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ : " اَلْزِمْ طُرُقَ الْهُدٰى وَلاَ يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِيْنَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلاَلَةِ وَلاَ تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِيْنَ "

জেনে নাও যে, সঠিক ও উত্তম হলো যার উপর সালাফ [সাহাবা (রাঃ)] ছিলেন। জানাযার সাথে চলার সময় চুপ থাকা, কিরাআত, যিক্‌র ও এটা ব্যতীত অন্য কিছুসহ আওয়াজকে উচ্চ না করা। এর মধ্যে হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রকাশ্য। আর সেটা হলো যে, তার অন্তঃকরণ স্থির থাকে। যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা জানাযার সাথে সংশ্লিষ্ট তাতে তা একত্রিত হয়। এ অবস্থায় এটাই উদ্দেশ্য। আর এটাই সঠিক। অধিক সংখ্যক বিপরীতমুখী যারা তাদের দ্বারা প্রতারিত হবে না। বরং আবূ আলী ফুযাইল বিন ইয়ায (রাঃ) বলেছেন ঃ তার অর্থ কী? হিদায়াতের পথ আঁকড়িয়ে ধর। সংকীর্ণ পথ অবলম্বনকারীগণ! তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং গোমরাহ পথসমূহ হতে নিজেকে রক্ষা কর। ধ্বংস প্রাপ্তদের সংখ্যাধিক দ্বারা প্রতারিত হবে না।

আমাদের নিকট সুনানে বাইহাকীর মধ্যে যা স্বল্প সংখ্যকভাবে ফয়সালা আছে তা বর্ণিত রয়েছে। আর যা অজ্ঞতাবশতঃ জানাযায় কিরাআত পাঠ করা হয় দামেশকে ও অন্য স্থানে কিরাআত দীর্ঘ করার মাধ্যমে এবং বহির্ভূত কথা স্থান ব্যতীত বলা আলেমদের ইজমা দ্বারা হারাম।

আর তার খারাবী স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং তার নিষিদ্ধতা ঘণীভূত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তার অস্বীকারকে স্থান দিয়েছে সে ফাসেক হয়ে গেছে। আর তা কিতাবে অস্বীকার করা হয়নি। (আদাবুল কিরাআত) আল্লাহই সাহায্যদাতা।

মাসআলা– ৫০ ঃ জানাযা নিয়ে দ্রুত চলা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস–

www.QuranerAlo.com

" أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ "

তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলো। কেননা, যদি নেককার লোক হয় তাহলে তোমরা তাকে ভালোর দিকে অগ্রে পেশ করো। যদি এরূপ না হয় তাহলে খারাপ লোককে তোমাদের ঘাড় থেকে (যত তাড়াতাড়ি পার) নামিয়ে দাও।

(আলবানী বলেন ঃ) আমি বলছি ঃ আমর প্রকাশ্য হলো ওয়াজিব বা অপরিহার্য। ইবনু হাযমও এটা বলেছেন– (৫ম খণ্ড, ১৫৪-১৫৫)। আমরা এমন কোন দলীল পাইনি যা মুস্তাহাব প্রমাণ। অতএব তার নিকট আমরা স্থির করেছি।

ইবনুল কাইয়্যুম যাদুল মাআদে বলেছেন ঃ

وَأَمَّا دَبِيْبُ النَّاسِ الْيَوْمَ خُطْوَةً خُطْوَةً فَبِدْعَةٌ مَكْرُوْهَةٌ ، مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ ، وَمُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ : الْيَهُوْدِ "

আজকের দিনের মাটিতে বিচরণকারী মানুষ পদে পদে অপছন্দনীয় বিদআত কাজ করে। যেটা সুন্নাতের বিপরীত এবং আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

মাসআলা– ৫১ ঃ জানাযার সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, নিকটে, পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তির চলা জায়িয। কিন্তু সওয়ারীর উপর আরোহণকারী ব্যক্তি জানাযার পিছনে চলবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" اَلرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِيْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا ، وَعَنْ يَمِيْنِهَا ، وَعَنْ يَسَارِهَا ، قَرِيْبًا مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ "

www.QuranerAlo.com

আরোহণকারী ব্যক্তি জানাযার পিছনে চলবে। আর পায়ে চলা ব্যক্তি যেদিকে ইচ্ছা চলবে। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে যেথায় হোক জানাযার নিকট হয়ে চলবে। আর ছোট শিশুর উপর (মারা গেলে) জানাযার সলাত পড়া হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করা হবে।

মাসআলা– ৫২ ঃ জানাযার সামনে পিছনে হেঁটে চলার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। যেমনভাবে আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন,

" أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا "

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর, উমার (রাঃ) জানাযার সামনে ও পিছনে হেঁটে চলতেন।

মাসআলা– ৫৩ ঃ কিন্তু উত্তম হলো জানাযার পিছনে হেঁটে চলা। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ " তোমরা জানাযার অনুসরণ কর।

আর এ কথার অর্থের গুরুত্ব বহন করে আলী (রাঃ)-এর এ কথা দ্বারা–

" اَلْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ عَلَي صَلَاتِهِ فَذًّا "

জানাযার পিছনে হেঁটে চলা উত্তম সামনে চলা হতে, যেমনভাবে কোন ব্যক্তির জামাআতের সাথে সলাত পড়া উত্তম রাখে একা সলাত পড়া হতে।

মাসআলা– ৫৪ ঃ আরোহণকারী শর্তসাপেক্ষে জানাযার পিছনে চলতে পারবে যা পূর্বে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

www.QuranerAlo.com

" اَلرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ... "

আরোহণকারী জানাযার পিছনে চলবে। কিন্তু হেঁটে চলা অতি উত্তম। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অঙ্গীকার রয়েছে কিন্তু জানাযার সাথে আরোহণ করে চলার বর্ণনা তাঁর থেকে নেই। বরং সাওবান (রাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَّرْكَبَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ ، فَقِيْلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِيْ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ ، فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ "

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জন্তুর সাথে আসলেন এবং তাঁর সাথে জানাযা ছিল। অতঃপর তিনি জন্তুর উপর আরোহণ করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর যখন ফিরছিলেন তখন জন্তুটির নিকট আসলেন এবং আরোহণ করলেন। অতঃপর তাঁকে বলা হলো? (কেন আরোহণ করলেন না?)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ফেরেশতারা হেঁটে চলছেন আর আমি যেন এমন না হই যে আমি আরোহণ করে চলব আর ফেরেশতারা হেঁটে চলবে। অতঃপর ফেরেশতারা যখন চলে গেল তখন আরোহণ করলাম।

মাসআলা- ৫৫ ঃ জানাযা হতে ফেরার সময় অপছন্দ করা ব্যতীতই আরোহণ করা জায়িয। এর দলীল হল একটু আগে উল্লেখিত হাদীস, এর উদাহরণ জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীসেও রয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُوْدٌ ،

(وفي رواية : خَرَجَ عَلَي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا ثُمَّ أَتَى بِفَرَسٍ عُرْيٍ ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ ، (وفي رواية : حَوْلَهُ) قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "كَمْ مِنْ عَذَقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلَّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ"

জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু দাহ্দাহ-এর জানাযায় সলাত পড়ালেন আর আমরা উপস্থিত ছিলাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু দাহ্দাহয়ের জানাযা পড়ার জন্য পায়ে হেঁটে বের হলেন। অতঃপর তিনি একটি উরবী ঘোড়ার নিকট আসলেন। এক ব্যক্তি ঐ ঘোড়াটিকে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরার সময় তাতে আরোহণ করলেন এবং তিনি ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললেন, আর আমরা তাঁর পিছনে দৌড়িয়ে অনুসরণ করে চললাম। অন্য বর্ণনা মতে আশপাশে চললাম।

জাবের বলেন ঃ অতঃপর গোত্রের এক ব্যক্তি বলল ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনু দাহ্দাহয়ের জন্য জান্নাতে কত ফলন্ত ঝুলন্ত খেজুর বৃক্ষ।

মাসআলা– ৫৬ ঃ ঠেলাগাড়ী অথবা বাস বা জানাযা বহনের জন্য নির্ধারিত (এ্যাম্বুলেন্স) এবং জানাযার অনুগমনকারীদের বাসে করে অনুগমন, এসব অবস্থা অবশ্যই শরীয়ত নয়। এ ব্যাপারে কয়েকটি অবস্থা রয়েছে।

(১) এটা (গাড়ীতে বহন করা) কুফফার (কাফিরদের) অভ্যাস। শরীয়তের সিদ্ধান্ত হলো, জানাযার ব্যাপারে কাফিরদের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা জায়িয নাই। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমি এসব দলীল আমার কিতাব ডডহিজাবুল মারআতিল মুসলিমাতে ফিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাত'-এ নামক কিতাবে অন্তর্ভুক্ত ও বর্ণনা করেছি। এ দলীলের

www.QuranerAlo.com

কিছু কাফিরদের ইবাদাতের পরিধেয় বস্তু ও তাদের অভ্যাসের বিপরীত করার জন্য নির্দেশ ও উৎসাহ যোগায় এবং কিছু দলীল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যাবলী দ্বারা এ ব্যাপারে তাদের বিপরীত প্রমাণ করে। যে ব্যক্তি চায় এর অনুসরণ করবে সে যেন তার দিকে ফিরে যায়।

(২) এটা ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিদআত এবং সুন্নাত পদ্ধতিতে জানাযা বহন কার্যের বিপরীত; এ ধরনের সমস্ত নতুন কার্যসমূহ যে পথভ্রষ্টতা– এ ব্যাপারে সকলে একমত।

(৩) এটা জানাযা বহনের এবং অনুগমনের সীমা ছাড়িয়ে দেয় অথচ এর উদ্দেশ্য হল এটা যেন পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমনভাবে এ ব্যাপারে এ অধ্যায়ের প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে দলীল রয়েছে এ শব্দে–

" . . . وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ تُذْكِرُكُمُ الآخِرَةَ "

তোমরা জানাযার অনুসরণ করো তোমাদেরকে আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দিবে।

(শাইখ আলবানী বলেন ঃ) আমি বলছি ঃ জানাযা গাড়ীতে বহন করা মানুষের মহৎ উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে দেয়, অথবা এর থেকে কিছু কম। অতএব, জ্ঞানীদের নিকট এটা প্রকাশ্য যে, মৃত ব্যক্তিকে কাঁধের উপর বহন করা এবং অনুসারীগণ জানাযা দেখা- এ অবস্থায় যে জানাযা তাদের মাথার উপর, অধিক উপকার অর্জিত হবে (আখিরাতের) বাস্তব স্মরণ ও নসীহত গ্রহণের মাধ্যমে– উল্লিখিত গাড়ীতে বহনের অবস্থা হতে। আর অতিরিক্ত হবে না আমি যদি বলি যে, ইউরোপীয়দের গাড়ীতে জানাযা বহন করার কারণহল তারা তাদের মৃত্যু থেকে ভয় পার্থিব স্বার্থ তাদের উপর প্রাধান্য পাওয়ার আর আখিরাতকে তাদের অস্বীকার করার কারণে।

(৪) গাড়ীতে জানাযা বহন করলে জানাযার অনুসারীর সংখ্যা কম হয় এবং সওয়াব অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ কম হয়। যা ৪৫ নং মাসআলায় এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, প্রত্যেকে জানাযার সাথে যাওয়ার জন্য গাড়ীর ভাড়া দিতে সক্ষম হবে না।

www.QuranerAlo.com

প্রকৃত কথা আমি বলব ঃ গাড়ীতে জানাযা বহন যদি বিদআত নাও হয়, কিন্তু এটা শরীয়তের বিপরীত। আর এ বিপরীত হওয়াটাই এটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট।

মাসআলা– ৫৭ ঃ জানাযার জন্য কিয়াম বা দাঁড়ানো মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এটা দু'প্রকার ঃ (১) বসা ব্যক্তির দাঁড়ানো যখন তার নিকট দিয়ে জানাযা অতিক্রম করে। (২) জানাযার অনুসরণের জন্য দাঁড়ানো কবরের নিকট পৌঁছে মাটিতে রাখা পর্যন্ত। এ ব্যাপারে দলীল রয়েছে।

" قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ فَقُمْنَا ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا " . وَفِيْ لَفْظ " كَانَ يَقُوْمُ فِيْ الْجَنَائِزِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ " . وفي اخر : " كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِيْ الْجَنَائِزِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ"

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার জন্য দাঁড়ালেন, আমরাও দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বসলেন, আমরাও বসলাম। অন্য শব্দে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার জন্য দাঁড়াতেন, অতঃপর বসতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার ব্যাপারে দাঁড়ানোর জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন। এরপরে তিনি বসতেন এবং আমাদেরকে বসার নির্দেশ দিতেন।

জানাযা বহনকারী ব্যক্তির অযু করা মুস্তাহাব। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "

যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় সে যেন গোসল করে এবং যে ব্যক্তি তাকে বহন করে সে যেন অযু করে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ১৩

জানাযার সলাত

মাসআলা– ৫৮ ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের কারণে মুসলিম মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সলাত পড়া ফরযে কিফায়া। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে, আমি তাঁর মধ্যে যায়েদ বিন খালেদ আজ-জুহানীর হাদীস উল্লেখ করব।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : " أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ ، قَالَ : " إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لاَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ "

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের এক ব্যক্তি খাইবার যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর সাহাবাগণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার সলাত পড়। এ কথা শুনে লোকদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের সাথী আল্লাহর রাস্তার অর্থাৎ জিহাদের মাল আত্মসাৎ করেছে।

(সাহাবাগণ বললেন ঃ) অতঃপর আমরা তার মাল অনুসন্ধান করলাম। আমরা তার মালের মধ্যে ইয়াহুদীর পুঁতির একটি পুঁতি পেলাম যা দু'দিরহামের বরাবর হবে না।

www.QuranerAlo.com

মাসআলা– ৫৯ ঃ জানাযার সলাত হতে দু'ব্যক্তিকে আলাদা করা হয়েছে। তাদের উপর জানাযার সলাত আবশ্যক নয়।

প্রথম প্রকার ঃ ছোট বাচ্চা যে বালেগ হয়নি। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলে ইবরাহীম (আঃ)-এর জানাযার সলাত পড়েননি। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ

" مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَّةَ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

ইবরাহীম বিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করল তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ (আঠার) মাস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার সলাত পড়েননি।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ শহীদ। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের এবং অন্য শহীদদের জানাযার সলাত পড়েননি। যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা দ্বারা দু'ব্যক্তির জানাযার সলাত সুন্নাত রহিত হয় না, কিন্তু আবশ্যক নয়। যেমন এ মাসআলা সামনে আসছে।

মাসআলা– ৬০ ঃ যাদের আলোচনা আসছে তাদের উপর জানাযার সলাত পড়া সুন্নাত।

প্রথম প্রকার ঃ ছোট শিশু যদি অসম্পূর্ণ সন্তান হয়। (ঐ বাচ্চা যা মায়ের পেটে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়) যার বর্ণনা হাদীস ৫০নং মাসআলাহয় চলে গেছে।

" ..... وَالطِّفْلُ (وفي رواية : اَلسَّقْطُ) يُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ "

শিশু (অন্য বর্ণনায়) অসম্পূর্ণ বাচ্চা তার উপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সলাত পড়লেন এবং তার পিতা-মাতার জন্যে ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করা হলো।

www.QuranerAlo.com

প্রকাশ থাকে যে, অসম্পূর্ণ বাচ্চার উপর জানাযার সলাত পড়া হবে যখন তার মধ্যে রূহ (প্রাণ) ফুঁকে (দেয়া) হবে। এটা যখন চার মাস পূর্ণ হবে, অতঃপর মারা যাবে; আর যখন এর পূর্বে গর্ভপাত হবে তখন জানাযার সলাত পড়া হবে না। কেননা, এটা মৃত্যু বলে গণ্য নয়– যা প্রকাশ্য।

মূলতঃ এ ব্যাপারে মারফু' সূত্রে আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ হতে হাদীস–

" إِنَّ خُلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكًا ... يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ "

তোমাদের কেউ যখন সৃষ্টি হয়, চল্লিশ দিনে তার মায়ের পেটে একত্র করা হয়। অতঃপর রক্তপিণ্ডের মত হয়। অতঃপর মাংসপিণ্ডের মত হয়। অতঃপর তার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। ফেরেশতা তার মধ্যে রুহ্ (প্রাণ) ফুঁক দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ শহীদ- এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে তার থেকে কিছু উল্লেখ করা আমি যথেষ্ট মনে করি।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يَصُفُّونَ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ "

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন হামযা (রাঃ)-এর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তাকে একটি চাদর দ্বারা ঢাকা হলো। অতঃপর তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.QuranerAlo.com

ওয়াসাল্লাম) তার জানাযার সলাত পড়লেন এবং নয় তাকবীর দিলেন। অতঃপর অন্য শহীদদের আনা হলো, তাদের কাতারবন্দী করা হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানাযার সলাত পড়লেন। তাদের সাথে হামাযা (রাঃ)-ও দেহ ছিল।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَي الْمَيِّتِ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : " إِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ، وَإِنِّيْ وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيْ الْآنَ ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ ، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيْحُ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلدُّنْيَا ، أَنْ تَتَنَافَسُوْا فِيْهَا وَتُقْتِلُوْا ، فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "

উকবা বিন আমির আজ জুহানী হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন। অতঃপর উহুদের মৃত শহীদদের জানাযার সলাত পড়লেন [আট বছর পর] জীবিত ও মৃতদের আমানতের মত। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী হব। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী দিব এবং তোমাদের জন্য হাউযের ওয়াদা রয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি এখন দেখছি আমার হাউয। (আর হাউযের প্রশস্ততা যতটা আইলা হতে জুহফার মধ্যে দূরত্ব।)

www.QuranerAlo.com

আর আমি প্রাপ্ত হয়েছি পৃথিবীর ধনভাণ্ডারে চাবিসমূহ। অথবা পৃথিবীর চাবিসমূহ। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার পরে শরীক করবে এ ভয় করছি না, কিন্তু আমি ভয় করছি দুনিয়ার, যার প্রতিযোগিতায় তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং তোমরা যুদ্ধ কলহে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে। (বুখারী- ১৩৪৪)

তৃতীয় প্রকার ঃ যারা আল্লাহর হুদুদ বা শাস্তির বিধানে নিহত। এ ব্যাপারে আমের বিন হুসাইনের হাদীস আছে যে,

عَنْ عَامِرِ بْنِ حُصَيْنٍ " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : " أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا " . فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ : " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى ؟ "

জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা আল্লাহর নাবীর নিকট আসল। সে যিনার দ্বারা গর্ভবতী ছিল। সে মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহর নাবী! আমি হদ্দে বা শাস্তির বিধানে উপনীত হয়েছি। অতএব আপনি আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলার অভিভাবককে ডাকলেন। অতঃপর বললেন ঃ তার সাথে উত্তম আচরণ কর, অতঃপর যখন সে প্রসব করবে তখন আমার নিকট তাকে নিয়ে আসবে।

www.QuranerAlo.com

অতঃপর অভিভাবক তা করল, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তার উপর কাপড় জড়িয়ে দেয়া হলো, অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাকে রজম করা হলো অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হলো। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সলাত পড়লেন।

অতঃপর উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর নাবী! আপনি তার জানাযার সলাত পড়ছেন! অথচ সে যিনা (ব্যভিচার) করেছে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে এমন তাওবা করেছে যদি তা আমি মদীনার সত্তর জনের মধ্যে ভাগ করে দেই তাহলে তাদের জন্য তাই যথেষ্ট। তুমি কি পাবে আল্লাহর জন্য তার জীবন দান করার চাইতে উত্তম তাওবা?

চতুর্থ প্রকার ঃ পাপাচারী যে প্রকাশ্য পাপে ও গুনাহে নিমজ্জিত। যেমন- সলাত ও যাকাত ত্যাগকারী তা ওয়াজিব জানা সত্ত্বেও এবং যিনাকারী ও আসক্ত মদ পানকারী ও তাদের অনুরূপ ফাসেকী কাজ। তাদের জানাযার সলাত পড়া হবে। কিন্তু আলিম দীনদার ব্যক্তিদের জন্য উচিত হবে, তাদের প্রতি জানাযা না পড়া, শাস্তি দান, শিক্ষা দান ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে আমি একটি উল্লেখ করছি।

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ : " كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ لِجَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُثْنِىَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا : " شَأْنُكُمْ بِهَا " وَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْهَا "

আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন কোন জানাযার জন্য ডাকা হতো তিনি জিজ্ঞেস করতেন, যদি তার ভাল প্রশংসা করা হতো তিনি সলাত পড়তেন আর যদি তার ভাল প্রশংসা না করা হতো তার অভিভাবকদের বলতেন, এটা তোমাদের ব্যাপার এবং তার সলাত পড়তেন না।

www.QuranerAlo.com

পঞ্চম প্রকার ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে এমন কোন সম্পদ ছেড়ে যাইনি যা দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে। তার উপর সলাত পড়া হবে। আর বস্তুতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সলাত ছেড়েছেন প্রাথমিক যুগে। আর এ ব্যাপারে বেশ হাদীস রয়েছে।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : " كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا : صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ : "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ " فَقَالُوْا : لاَ . قَالَ : " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " قَالُوْا : لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " قِيْلَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " قَالُوْا : ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ ، قَالَ : فَقَالَ بِأَصَابِعِهِ : ثَلاَثَ كَيَّاتٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا . ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالُوْا : صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالَ : " هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " قَالُوْا : لاَ ، قَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " قَالُوْا : ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ ، قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ قَتَادَةَ : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ .

সালমাহ বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসে ছিলাম এমতাবস্থায় একটি জানাযা নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তাঁরা বললেন ঃ তার জানাযা পড়ুন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কি ঋণ রয়েছে? সাহাবাগণ বললেন ঃ না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বললেন ঃ না। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সলাত পড়লেন। অতঃপর আরেকটি জানাযা নিয়ে আসা হলো। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সলাত পড়েন। তিনি বললেন ঃ তার কি কোন ঋণ আছে? বলা হলো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ

www.QuranerAlo.com

সে কি কিছু রেখে গেছে? তাঁরা বললেন ঃ তিন দিনার আছে। (রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি তার আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন ঃ তিনটি দাগ।) তার সলাত পড়লেন।

অতঃপর তৃতীয় জনের জানাযা নিয়ে আসা হলো এবং তারা বললেন ঃ আপনি তার সলাত পড়ুন। তিনি বলেন ঃ সেটি কিছু রেখে গেছে? তাঁরা বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ তার কি কোন ঋণ রয়েছে? তাঁরা বললেন ঃ তিন দীনার ঋণ রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর সলাত পড়। আনসারদের এক ব্যক্তি বললেন– যাকে আবূ কাতাদাহ বলা হতো– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার সলাত পড়ুন, তার ঋণ আমার উপর। (বুখারী- ২২৯১)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَلاَ : قَالَ : " صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ : (اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ "

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের কাছে ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে আনা হতো। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে কি কিছু রেখে গেছে? যদি বলা হতো, সে কিছু রেখে গেছে তখন তার সলাত পড়তেন, আর যদি না রেখে যেতো তাহলে সলাত পড়তেন না। তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীদের সলাত পড়। অতঃপর আল্লাহ যখন তার রাসূলকে বিজয় দান করলেন তিনি বললেন ঃ আমি মুমিনদের ব্যাপারে তাদের চেয়ে দুনিয়ায় ও আখিরাতে বেশি হকদার। যদি

www.QuranerAlo.com

তোমরা চাও তাহলে পড় ঃ (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) [নাবী মুমিনদের ব্যাপারে বেশি হকদার তাদের আত্মা থেকে।] সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে এবং কিছু রেখে যাবে না তা আদায় করা আমারই দায়িত্ব। আর যে কিছু সম্পদ ছেড়ে যাবে তা তা ওয়ারিশদের জন্য। (মুসলিম- ১৬১৯)

ষষ্ঠ প্রকার ঃ যার সলাত পড়ার পূর্বেই দাফন করা হয়েছে, অথবা কতিপয় তার সলাত পড়েছে আর কতিপয় পড়েনি, এমতাবস্থায় তারা তার সলাত কবরে থাকা অবস্থায় পড়বে। এ শর্তে যে, দ্বিতীয় সূরাতে ইমাম সেই হবে যে সলাত পড়েনি। আর এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে আমি একটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "مَاتَ رَجُلٌ - وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ - فَدَفَنُوْهُ بِاللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوْهُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعَلِّمُوْنِيْ ؟ قَالُوْا : كَانَ اللَّيْلُ ، وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ . فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَمَّنَا ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، وَأَنَا فِيْهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا "

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পেতেন। অতঃপর সাহাবাগণ তাকে রাতে দাফন করল। তারপর যখন সকাল হলো, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানো। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে সংবাদ দেয়াতে তোমাদেরকে কে বাধা দিয়েছে? তারা বললেন ঃ রাত্রি ছিল এবং অন্ধকার ছিল, তাই আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া খারাপ মনে করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের কাছে আসলেন এবং সলাত পড়লেন। (রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি আমাদের ইমামত করলেন ও তাঁর পিছনে আমাদেরকে কাতারবন্দি করলেন)। (আর আমি তাদের মধ্যে

www.QuranerAlo.com

ছিলাম এবং চার তাকবীর দিলেন।)। (ইবনু মাযাহ- ১৫৩০)

সপ্তম প্রকার ঃ কেউ যদি এমন এক দেশে মৃত্যুবরণ করে যেখানে উপস্থিতদের সলাত পড়ার মত কেউ নেই, তাই এ ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের একটি জামাআত গায়েবানা জানাযার সলাত পড়বে। কারণ যেহেতু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। আর উল্লেখিত ঘটনাটি সাহাবীদের এক দল বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ অন্যের চেয়ে বেশি বর্ণনা করেছেন। আর আমি এ ব্যাপারে তাদের সমস্ত হাদীসগুলোকে একত্রিত করেছি। অতঃপর আমি তা উপকারের জন্য প্রায় একই প্রসঙ্গে নিয়ে এসেছি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ النَّجَاشِيَّ أَصْحَمَةَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ ، قَالَ : إِنَّ أَخًا لَّكُمْ قَدْ مَاتَ (وفي رواية : مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ صَالِحٌ) بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ . قَالُوْا : مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : النَّجَاشِيُّ ، وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ .

قَالَ : فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّي (وفي رواية : اَلْبَقِيْعُ) ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، قَالَ : فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ كَمَا يَصَفُّ عَلَي الْمَيِّتِ ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ ، وَمَا نَحْسِبُ الْجَنَازَةَ إِلاَّ مَوْضُوْعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَكَبَّرَ (عَلَيْهِ) أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لِتُصَلِّي عَلَى عَبْدٍ حَبَشِيٍّ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ...) الآية"

www.QuranerAlo.com

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে নাজ্জাশী (আসহামাহ) হাবাশার বাদশাহ এর মৃত সংবাদ জানালেন যেদিন সে মারা গেছে। (তিনি বললেন ঃ তোমাদের এক ভাই মারা গেছে।) (অন্য বর্ণনায় আছে ঃ আজকে আল্লাহর এক সৎ বান্দা মারা গেছে।) (অন্য দেশে) (তাই তোমরা দাঁড়াও ও তাঁর জানাযার সলাত পড়। (তারা বললেন ঃ তিনি কে?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নাজ্জাশী। তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও। রাবী বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাহাবাগণকে নিয়ে সলাতের স্থানে গেলেন। (অন্য বর্ণনাতে আছে ঃ বাকীতে গেছেন) তারপর তিনি আগে বাড়লেন, আর তারা তাঁর পিছনে দু' কাতার হয়ে দাঁড়লেন। রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম, যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য কাতার সাজানা হয়। আর তার সলাত পড়লাম, যেমন মৃত ব্যক্তির সলাত পড়া হয়। আর আমরা মনে করলাম যেন তার সামনে জানাযা রাখা হয়েছে। রাবী বলেন ঃ তিনি আমাদের ইমামত করলেন এবং তার সলাত পড়লেন ও চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো একজন হাবশী বান্দার উপর সলাত পড়েছেন। তারপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ঃ (আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যারা অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনে .....)। (মুসলিম- ৭৫১)

ইমনুল কাইয়্যুম (রহঃ) যাদুল মাআদ ১/২০৫/২০৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

" وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ غَائِبٍ ، فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غَيْبٌ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ"

আর প্রত্যেক অনুপস্থিত মৃত ব্যক্তির সলাত পড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও তারীকার মধ্যে ছিল না। এমন পাওয়া গেছে যে, মুসলমানদের অনেকেই মারা গেছে তারা অনুপস্থিত ছিল, অথচ

www.QuranerAlo.com

তিনি তাদের সলাত পড়েননি। আর এটাও তার থেকে প্রমাণ আছে যে, তিনি নাজ্জাশীর সলাত পড়েছেন মৃত ব্যক্তির সলাত পড়ার ন্যায়। আর প্রত্যেক অনুপস্থিত মৃত ব্যক্তির সলাত পড়া বৈধ না হওয়াকে যা শক্তিশালী করে তাহলো ঃ যখন (চার খলীফা) খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্যরা মৃত্যুবরণ করলেন তাদের গায়েবী জানাযা মুসলমানদের কেউ পড়েনি। আর যদি তারা তা করতো তাহলে এ ব্যাপারে তাদের থেকে বর্ণনা মুতাওয়াতের হতো।

আর এর বিপরীত হচ্ছে আজকাল অনেক মুসলমানরা সলাত পড়ে প্রত্যেক গায়েব মৃত ব্যক্তির জন্য। বিশেষ করে যদি তার সুনাম ও সুখ্যাতি থাকে বা যদি শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ দিয়ে হয়, অথচ তার কোন সৎ কাজ বা ইসলামের শেষ খিদমাত পাওয়া যায় না। যদিও সে পবিত্র মক্কা শরীফে মারা যায় আর হাজ্জের মৌসুমে হাজার হাজার মানুষ তার সলাত পড়ে, উপস্থিত সলাত। আর আমরা এ সলাতের মত যা বিপরীত উল্লেখ করলাম, নিশ্চয়ই তুমি জেনে রাখো যে, ওটা এমন একটি বিদআতের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে ও সালাফদের মাজহাবকে যে জানে সে তার (বিদ'আত হওয়ার) মধ্যে সন্দেহ করতে পারে না।

মাসআলা– ৬১ ঃ কাফির ও মুনাফিকদের সলাত পড়া, তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও দু'আ প্রকাশ করা হারাম। আল্লাহর বাণী–

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ .

আর তুমি তাদের কোন মৃত ব্যক্তির সলাত কখনো পড়বে না এবং তাদের কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবে না। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে এবং তারা ফাসেক অবস্থায় মারা গেছে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، فَقُلْتُ : تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا

www.QuranerAlo.com

مُشْرِكَانِ ؟ لِرَفَقَالَ : أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ) .

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক মা ও বাবার জন্য ক্ষমা চাইতে শুনলাম। অতঃপর আমি বললাম ঃ তুমি তোমার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চাচ্ছো অথচ তারা মুশরিক? সে বলল ঃ ইবরাহীম (আঃ) কি তার মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা চাননি? রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করলাম ঃ অতঃপর অবতীর্ণ হলো– (নাবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের কখনো উচিত হবে না যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাইবে যদিও তার নিকটাত্মীয় হয়, যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, তারা জাহান্নামবাসী। আর ইবরাহীমের তার পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়া অঙ্গীকার ছিল। অতঃপর যখন তার কাছে প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর নিশ্চয় ইবরাহীম ধৈর্যশীল। (তিরমিযী-৩১০১)

ইমাম নব্বী (রাঃ) মাজমু (المجموع) এর (৫/১৪৪ ও ২৫৮) পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

" اَلصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ ، وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ حَرَامٌ ، بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ ".

কাফিরের যানাযার সলাত পড়া আর তার জন্য ক্ষমার দু'আ করা হারাম কুরআন ও ইজমার দলীল দ্বারা।

www.QuranerAlo.com

আমি বলবো, তুমি আজকাল কিছু মুসলমানদের ভুল সম্পর্ক জানবে যে, তারা কাফিরদের ব্যাপারে দয়া ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। পত্র-পত্রিকার পরিচিত নেতাদের একজনকে শুনলাম যে, সে কর্মবীর স্ট্যালিনের জন্য দয়া প্রকাশ করছিল সে এবং তার মাযহাব দীনের সবচেয়ে গুরুতর ও কঠিন শত্রু। আর এটা এমন একটি বাক্যে যা উল্লেখিত মূর্খ ব্যক্তির মৃত্যুর উপলক্ষে উপস্থাপন করে ছিলেন যা রেডিওতেও প্রচার করা হয়েছিল। আর এ হুকুমটা যে তার কাছে গোপন থাকবে, তা আশ্চর্যের বিষয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, কতিপয় মুসলিম দাঈগণ এ ক্ষেত্রে ভুলে পতিত হন, যেমন তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ যেন বারনার্ডশ-কে অনুগ্রহ করেন। আর আমাকে ওলামা মাশায়েখদের কতিপয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন যে, ইসমাঈলীয়াদের কেউ মারা গেলে তিনি সলাত পড়তেন, অথচ তার বিশ্বাস যে, তারা মুসলমান না। কেননা, তারা সলাত ও হাজ্জকে ফরজ মনে করে না। আর তারা মানুষের ইবাদত করে। তা সত্ত্বেও সে তাদের সলাত পড়ে নিফাক ও চাটুকারিতার জন্য। সুতরাং আল্লাহর কাছেই অভিযোগ রইলো আর তিনি তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া হয়।

মাসআলা– ৬২ ঃ আর জানাযার সলাত জামাআত করা ওয়াজিব। যেমন ফরজ সলাতসমূহে ওয়াজিব হয় দু'টি দলিলের দ্বারা ঃ

প্রথম দলিল ঃ তার উপর আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থায়ী থাকা।

দ্বিতীয় দলিল ঃ আল্লাহর রাসূলের বাণী ঃ

" صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّى "

তোমরা সলাত পড়, যেমন আমাকে সলাত পড়তে দেখেছো। (বুখারী)

আর আমরা যা উল্লেখ, করলাম তার ভিত্তিতে সাহাবীদের এককভাবে আল্লাহর রাসূলের যানাযার নামায পড়ার বিষয়টাকে ঘোলানো যাবে না, তাদের কেউ ইমামতি করেনি। কেননা, এটা নির্দিষ্ট ফায়সালা। সুতরাং এ কারণে বৈধ হবে না যে, আমরা তা ছেড়ে দিলে যার উপর তিনি অটল ছিলেন। তাঁর বরকতময় দীর্ঘ জীবনে বিশেষ করে উল্লেখিত ফায়সালা

www.QuranerAlo.com

এমন কোন সহীহ ইসনাদ দ্বারা আসেনি যার দ্বারা প্রমাণ দেয়া যাবে। যদিও ওটা এমন কতিপয় মাধ্যম দ্বারা বর্ণনা বর্ণনা করা হয়েছে যা কতিপয় কতিপয়কে শক্তিশালী করে। আর যদি এর মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায় তাহলে ভালো, নতুবা আল্লাহর রাসূলের হিদায়াতকে প্রাধান্য দেয়া হবে। কেননা, ওটা অন্যের চেয়ে সাব্যস্ত ও সঠিক, আর তার উপর যদি এককভাবে যানাযার সলাত পড়ে তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু জামাআত ছাড়ার কারণে গুনাহগার হবে। আল্লাহই বেশি জানেন।

ইমাম নববী আল মাজমূ বইয়ের (৫/৩১৪) পৃষ্ঠায় এ বলেছেন ঃ

" تَجُوْزُ صَلاَةُ الْجَنَازَةِ فُرادى بِلاَ خِلاَفٍ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تُصَلِّى جَمَاعَةً لِلْأَحَادِيْثِ الْمَشْهُوْرَةِ فِي الصَّحِيْحِ فِيْ ذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ "

জানাযার সলাত কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এককভাবে পড়া বৈধ। কিন্তু প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসসমূহে ও তদসঙ্গে মুসলমানদের ইজমার কারণে জামাআত সহকারে সলাত পড়া সুন্নাত।

মাসআলা– ৬৩ ঃ আর জামাআত গঠন হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে কম সংখ্যা যা এসেছে তা হলো তিনজন। যেমন আবদুল্লাহ বিন আবী তলহা এর হাদীস–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ : " أَنَّ طَلْحَةَ دَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ حِيْنَ تُوُفِّيَ، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِيْ مَنْزِلِهِمْ ، فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَرَاءَهُ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِيْ طَلْحَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ ".

আবদুল্লাহ বিন আবূ তলহা হতে বর্ণিত যে, যখন উমাইর বিন আবী তলহা মৃত্যুবরণ করল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন এবং তাদের বাড়ীতে তার সলাত পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে গেলেন, আর আবূ তলহা তার পিছনে এবং উম্মে সুলাইম আবূ তলহার পিছনে এবং তাদের সাথে আর কেউ ছিল না।

মাসআলা– ৬৪ ঃ আর জামাআতে লোক যতই বেশি হবে তা মৃত ব্যক্তির জন্য ততই উত্তম ও উপকারী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ ، إِلاَّ شَفَعُوْا فِيْهِ ". وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ : " غُفِرَ لَهُ ".

যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে আর মুসলমানের একটি দল তার সলাত পড়ে যার সংখ্যা প্রায় ১০০ জন হবে এবং তারা সবাই তার জন্য সুপারিশ করবে তাহলে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। অন্য হাদীসে আছে (তাকে ক্ষমা করা হবে)।

আর অবশ্যই মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হবে যদিও তাদের সংখ্যা ১০০ চেয়ের কম হয় শর্ত হলো যে, তাদের তাওহীদ যদি কোন শির্কের সাথে মিশ্রিত না হয় কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ ، فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً ، لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيْهِ "

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, আর ৪০ ব্যক্তি তার সলাত পড়ে যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে না, তাহলে তার জন্য তাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।

www.QuranerAlo.com

মাসআলা– ৬৫ ঃ উত্তম হলো যে, ইমামের পিছনে তারা তিন কাঁতার হবে বা তার চেয়ে বেশি। দু'টি হাদীসের কারণে যা এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। মাসআলা দু'টি একত্রিত শক্তিশালী হয়। সুতরাং তুমি মূল গ্রন্থে তা দেখে নিবে।

মাসআলা– ৬৬ ঃ যদি ইমামের সাথে এক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়া না যায়, তাহলে সে ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াবে না, যেমন এটা সমস্ত সলাতে সুন্নাত, বরং ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। ৬৩ নং মাসআলাতে হাদীসের উল্লেখ রয়েছে।

মাসআলা– ৬৭ ঃ শাসক বা তার স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক ইমামতের বেশি হকদার।

عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ : " إِنِّيْ لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُوْلُ لِسَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ – يُطْعَنُ فِيْ عُنُقِهِ وَيَقُوْلُ : تَقَدَّمْ فَلَوْلاَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قَدَّمْتُكَ ، (وَسَعِيْدٌ أَمِيْرٌ عَلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ) وَكَانَ بَيْنَهُمْ شَيْئٌ ".

আবূ হাযিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যেদিন হাসান বিন আলী মারা যান সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর আমি হুসাইন বিন আলীকে দেখলাম যে, তিনি সাঈদ বিন আসকে তার গলায় আঘাত করে বলছেন ঃ তুমি সামনে যাও। আর এটা যদি সুন্নাত না হতো তাহলে তোমাকে সামনে পাঠাতাম না। (সাঈদ তখন মাদীনার গভর্নর ছিলেন) এবং তাদের মাঝে কিছু (মতানৈক্যের) ব্যাপার ছিল।

মাসআলা– ৬৮ ঃ যদি শাসক বা তার স্থলাভিষিক্ত উপস্থিত না হয় তাহলে কুরআন সবচেয়ে যে ভাল পাঠ করতে জানে সে ইমামতের হক্বদার হবে। তারপর আল্লাহর রাসূলের বাণীতে যে ধারাবাহিকতা এসেছে সেরূপ হবে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

www.QuranerAlo.com

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوْا فِيْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوْا فِيْ السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوْا فِيْ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ، وَلاَ يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يَقْعُدُ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ".

যে কুরআন সবচেয়ে ভাল পড়তে জানে সে গোত্রের ইমামতে করবে। যদি তারা এ ব্যাপারে সমান হয় তাহলে সুন্নাতের ব্যাপারে যে বেশি জানে সে হবে। আর সুন্নাত জানার ব্যাপারে সবাই সমান হলে তাহলে যে সর্বপ্রথম হিজরত করেছে সে ইমামতে করবে, আর যদি হিজরত করার ব্যাপারে সমান হয় তাহলে যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ইমামতে করবে এবং কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতে করবে না এবং তার বাড়ীতে তার সম্মানিত আসনে তার অনুমতি ব্যতীত বসবে না।

আর ক্বারী তাদের ইমামতে করবে যদিও সে এমন ছোট ছেলে যে, বালেগ হয়নি। এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ : " أَنَّهُمْ (يَعْنِيْ قَوْمَهُ) وَفَدُوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادُوْا أَنْ يَنْصَرِفُوْا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ يَؤُمُّنَا ؟ قَالَ : أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ ، أَوْ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ ، فَقَدَّمُوْنِيْ وَأَنَا غُلاَمٌ ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِيْ ، قَالَ : فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ ، وَكُنْتُ أُصَلِّيْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلاَّ يَوْمَنَا هَذَا ".

আমর বিন সালামা হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় তারা (অর্থাৎ তার গোত্র) আল্লাহর রাসূলের কাছে আগমন করল। অতঃপর তারা যখন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলো, তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কে ইমামতে করবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে বেশি কুরআন জানে অথবা কুরআনকে যে বেশি গ্রহণ করেছে। দলের মধ্যে আমি যেরূপ কুরআন শিক্ষা করেছিলাম এমন কেউ শিক্ষা করেনি। সুতরাং তারা আমাকে সামনে ইমামতের জন্য পাঠালো আর আমি ছোট ছেলে। আমার শরীরে একটি চাদর ছিল। আমি তাদের ইমামতের উপস্থিত ছিলাম। আর আমি তাদের জানাযার সলাত আজ পর্যন্ত পড়াচ্ছি।

মাসআলা– ৬৯ ঃ আর যদি পুরুষ ও মহিলার অনেক জানাযা উপস্থিত হয়, তাহলে একবারই সলাত পড়া হবে এবং পুরুষ যদিও ছোট হয় তাদেরকে ইমামের সামনে করা হবে। আর মহিলার জানাযাকে কিবলার দিকে করা হবে। কেননা, সুন্নাত হলো যেমন নাফে হতে বর্ণিত হাদীস।

قَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ صَلَّي عَلَى تِسْعَ جَنَائِزَ جَمِيْعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُوْنَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ يَلِيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا ، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُوْمِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَّهَا يُقَالُ لَهُ : زَيْدٌ وَضَعَا جَمِيْعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ قَتَادَةَ ، فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ قَتَادَةَ فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالُوْا : هِيَ السُّنَّةُ ".

নাফে' ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ তিনি (ইবনু উমার) এক সাথে নয়টি জানাযার সলাত পড়লেন। পুরুষদেরকে ইমামের সামনে করলেন এবং মহিলাদেরকে কিবলার দিকে তাদের পরে করলেন। আর তদেরকে একই কাতারে রাখলেন। আর উম্মে কুলসুম বিনতে আলী উমার ইবনু খাত্তাব এর স্ত্রী ও তার ছেলের (তাকে বলা হতো যায়েদ) জানাযা একত্রে রাখা হলো। সেদিন ইমাম ছিলেন সাঈদ বিন আস। মানুষের মাঝে ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ ও আবূ কাতাদাহ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ছোট ছেলেকে রাখা হলো ইমামের নিকটে। এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি ওটা অস্বীকার করি। অতঃপর ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ ও আবূ কাতাদাহর দিকে দেখলাম এবং বললাম ঃ এটা কী? তারা বললেন ঃ এটা সুন্নাত। (আবূ দাউদ- ১৯৭৮)

মাসআলা– ৭০ ঃ আর প্রত্যেকটি জানাযার জন্য সলাত পড়া বৈধ। কেননা, এটাই মূল। কেননা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদের ব্যাপারে এটা করেছেন। যেমন, (১/৬০) এর মাসাআলাতে অতিবাহিত হয়েছে।

মাসআলা– ৭১ ঃ আর মাসজিদে জানাযার নামায পড়া বৈধ। যা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ - لَمَّا تُوَفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ . فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ ، وَقَالُوا هَذِهِ بِدْعَةٌ ، مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَالاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ،

وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيْهِ إِلاَّ فِيْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ " رواه مسلم .

আয়িশা (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস মৃত্যুবরণ করলেন তখন নাবীর স্ত্রীগণ তার জানাযা মাসজিদে নিয়ে আসার জন্য সংবাদ পাঠালেন। যাতে তাঁরা তাঁর জানাযার সলাত আদায় করতে পারেন। তাঁরা তাই করলেন এবং তাঁর জানাযা তাদের হুজরার সামনে রাখা হলো এবং তাঁরা তাঁর জানাযার সলাত আদায় করলেন। তাকে জানাযার দরজা দিয়ে বের করা হলো যা বসার স্থানের দিকে ছিল। তাঁদের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, মানুষেরা এটা খারাপ মনে করছে এবং তারা বলছে যে, এটা বিদআত। কেননা, জানাযাকে কখনো মাসজিদে প্রবেশ করানো হতো না। আয়িশার কাছে সংবাদ পৌঁছলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মানুষেরা কতই না দ্রুত খারাপ মনে করতে পারে যে ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাঁরা মাসজিদে জানাযা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের উপর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনু বাইযা ও তার ভাইয়ের জানাযায় সলাত মাসজিদের ভিতরেই পড়েছেন। (মুসলিম- ৯৭৩)

মাসআলা– ৭২ ঃ কিন্তু উত্তম হলো, মাসজিদের বাইরে জানাযার নির্ধারিত স্থানে জানাযার সলাত পড়া। যেমন- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল। আর এটাই আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের ব্যাপারে প্রবল। আর ঐ ব্যাপারে মূলগ্রন্থে উল্লেখিত অনেক হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে থেকে ঃ বাকীর নিকটে জানাযার নির্ধারিত স্থানে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর সলাত পড়েছেন। যেমন (১/৬০) এর মাসআলাতে অতিবাহিত হয়েছে।

" أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا ، قَرِيْبًا مِنْ مَوْضَعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ "

নিশ্চয় ইয়াহুদীরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাদের একজন যিনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে নিয়ে আসলো। তাদেরকে রজম বা পাথর মারার আদেশ করা হলো। অতঃপর তাদেরকে মাসজিদের কাছে জানাযার স্থানের নিকটে রজম করা হলো।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন ঃ

" إِنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ كَانَ لَاصِقًا بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَاحِيَةِ جِهَةِ الْمَشْرِقِ ".

নিশ্চয় জানাযা পড়ার স্থান মাসজিদে নববীর সাথে পূর্বদিকে ছিলেন।

আর তিনি অন্য স্থানে (১২/১০৮) বলেছেন ঃ

" وَالْمُصَلَّى الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّى عِنْدَهُ الْعِيْدُ وَالْجَنَائِزَ هُوَ مِنْ نَاحِيَةِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ "

আর সলাতের স্থান যেখানে ঈদ ও জানাযার সলাত পড়া হতো ওটা বাকীউল গার্কাদের পার্শ্বে।

মাসআলা– ৭৩ ঃ কবরের মাঝে তার সলাত পড়া হবে না। এ ব্যাপারে আনাস বিন মালিকের হাদীস রয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُّصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ "

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর সমূহের মাঝে জানাযার সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে এটাও বর্ণনা আছে ঃ

" كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُّبْنَى مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُوْرِ "

তিনি কবরের মাঝে মাসজিদ তৈরি করাকে খারাপ মনে করতেন।

www.QuranerAlo.com

আর হাদীসটি সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কবরকে মাসজিদ হিসাবে গ্রহণ করার নিষিদ্ধতা মোতাওয়াতের ভাবে এসেছে। আর ঐ ব্যাপারে যা এসেছে তা আমি আমার প্রথম বই (তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তেখাযিল কুবুরিল মাসজিদ) এ উল্লেখ করেছি। আর অচিরেই তার কতিপয় ১২৬ নং মাসআলার ৯ নং বিষয়ে এ উল্লেখ করবো।

মাসআলা– ৭৪ ঃ ইমাম পুরুষের মাথার বরাবর এবং মহিলার মধ্যভাগে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস রয়েছে। ঐ দু' হাদীসকেই আবূ গালিব আল খাইয়্যাত এর হাদীসে একত্রিত করা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ غَالِبِ الْخَيَّاطِ قَالَ : " شَهِدْتُّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، (وفي رواية : رَأْسِ السَّرِيْرِ) فَلَمَّا رُفِعَ ، أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقِيْلَ لَهُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ هَذِهِ جَنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَامَ وَسَطَهَا ، (وفي رواية: عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا ، وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ) وَفِيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ : احْفَظُوْا ".

আবূ গালিব আল খাইয়্যাত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আনাস বিন মালিকের কাছে উপস্থিত ছিলাম, তিনি একজন পুরুষের জানাযার সলাত পড়লেন। অতঃপর তার মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। (অন্য বর্ণনায় আছে ঘাটের মাথার সামনে) যখন ওটা নিয়ে যাওয়া হলো তখন কুরাইশ বা আনসারদের এক মহিলার জানাযা নিয়ে আসা হলো। তাকে বলা হলো

www.QuranerAlo.com

ঃ হে আবূ হামযা! এটা উমুকের মেয়ে উমুকের জানাযা, আপনি তার সলাত পড়ুন। অতঃপর তিনি তার সলাত পড়লেন। তিনি তার মধ্যেভাগে দাঁড়ালেন অন্য বর্ণনায় আছে ঃ (তার নিতম্বের নিকটে দাঁড়ালেন এবং তা সবুজ ঘাটে ছিল)। আমাদের মাঝে আলা বিন যিয়াদ আল আদুবী ছিলেন। তিনি যখন পুরুষ ও মহিলার উপর দাঁড়ানোর মতানৈক্য দেখলেন তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ হামযা! আপনি পুরুষ ও মহিলার উপর যেভাবে দাঁড়ালেন এভাবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাবী বললেন ঃ আলা আমাদের দিকে দেখলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা মুখস্থ করে নাও।

জানাযার সলাতের নিয়ম

মাসআলা– ৭৫ ঃ আর জানাযায় চার, পাঁচ ও নয় পর্যন্ত তাকবীর দিত। ওগুলোর প্রত্যেকটাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণ আছে। যেটাই করবে যথেষ্ট হবে। আর উত্তম হলো শ্রেণী বিভাগ করা। কখনো এটা করবে আবার কখনো ওটা করবে যেমন উদাহরণে তার বৈশিষ্ট্য। যেমন ইসতিফতাহ বা শুরুর দু'আ-সানাসমূহ, তাশাহুদ, দরূদে ইবরাহীম ইত্যাদি। আর যদি এক প্রকারকে ধরে রাখা অপরিহার্য হয় তাহলে ওটা হবে চার তাকবীর। কেননা, এ ব্যাপারে হাদীসমূহ শক্তিশালী ও অধিক। আর মুক্তাদী তাকবীর দিবে যেরূপ ইমাম তাকবীর দিবে। আর ওটার বর্ণনা মূলগ্রন্থে আছে।

মাসআলা– ৭৬ ঃ আর তার জন্য মাশরু হলো যে, প্রথম তাকবীরে দু' হাত উঠাবে। আর এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস রয়েছে। একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। তার উপর উলামাদের ঐকমত্য থাকাসহ।

মাসআলা– ৭৭ ঃ অতঃপর তার ডান হাতকে বাম হাতের তালুর কব্জি ও বাহুর উপর রাখবে। তারপর বুকের উপর দু'টার মাঝে বাঁধবে। আর এ ব্যাপারে পরিচিত হাদীসসমূহ রয়েছে। তার কতিপয় মূল বইয়ে দেখে নিবে। আর নাভির নিচে হাত রাখা দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। যেমন ইমাম নববী এবং জাইলায়ী ও অন্যান্যরা বলেছেন।

মাসআলা– ৭৮ ঃ তারপর প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটা সূরা পড়বে–

www.QuranerAlo.com

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا ، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ ".

তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু আব্বাসের পিছনে একদা জানাযার সলাত পড়েছি। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পড়লেন এমনকি আমাদেরকে শোনালেন। অতঃপর যখন তিনি সলাত শেষ করলেন ঃ আমি তার হাত ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ তিনি বললেন, আমি জোরে এজন্য পড়লাম যেন তারা জানে যে, এটা সুন্নাত ও সঠিক।

মাসআলা– ৭৯ ঃ আর কিরাআত অনুচ্চঃস্বরে পড়বে আবূ উমামা বিন সাহল এর হাদীসের দলিল হিসাবে ঃ

عَنْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : " السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَّقْرَأَ فِي التَّكْبِيْرِ الْأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ ".

আবূ উমামা বিন সাহল হতে বর্ণিত, তিনি বললেন ঃ জানাযার সলাতে সুন্নাত হলো যে, প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা নীরবে পড়বে। অতঃপর তিন তাকবীর দিবে এবং সালাম শেষ তাকবীরে ফিরাবে।

মাসআলা– ৮০ ঃ তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে এবং আবূ উমামার উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়বে। নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের একজন তাকে সংবাদ দিয়েছে যে,

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُّكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ

www.QuranerAlo.com

يَقْرَأُ بِفَاتِحَةَ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ الْأُوْلَى سِرًّا فِيْ نَفْسِه ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُخَلِّصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِيْ التَّكْبِيْرَاتِ (الثَّلَاثِ) ، لَا يَقْرَأُ فِيْ شَيْئٍ مِّنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِيْ نَفْسِه حِيْنَ يَنْصَرِفُ { عَنْ يَمِيْنِه} ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَّفْعَلَ مِنْ وَرَائِه مِثْلَمَا فَعَلَ إِمَامُهُ ".

জানাযার সলাতে সুন্নাত হলো ইমাম তাকবীর দিবে। অতঃপর প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়বে এবং তিন তাকবীরেই মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ খালেস করবে। আর কিছুই পড়বে না। অতঃপর অনুচ্চঃস্বরে সালাম ফিরাবে যখন ডান দিকে ফিরবে। আর ইমামের পিছনে যারা থাকবে তাদের জন্য সুন্নাত হলো যে, ইমাম যা করবে তা তারা করবে। আর জানাযার সলাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়ার শব্দগুলো সম্পর্কে সহীহ হাদীস থেকে আমি কিছু পাইনি। প্রকাশ্য যে, জানাযার জন্য কোন নির্দিষ্ট শব্দ নাই। বরং ফরয সলাতের তাশাহহুদের সাবেত শব্দগুলো জানাযার মধ্যে নিয়ে আসবে।

মাসআলা– ৮১ ঃ তারপর বাকী তাকবীর দিবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য খালেস দু'আ করবে। উল্লেখিত উমামার হাদীসের ভিত্তিতে যা এ মাত্র অতিবাহিত হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ "

তোমরা যখন কারও জানাযার সলাত পড়বে তখন তোমরা তার জন্য খালেস দু'আ করবে।

মাসআলা– ৮২ ঃ তার মধ্যে ঐ সমস্ত দু'আ করবে যেগুলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। আর আমি সেগুলো থেকে চারটা নিয়ে এসেছি।

www.QuranerAlo.com

প্রথম ঃ

" اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنْ خَطَايَاهُ كَمَا نَقَّيْتَ (وفي رواية كَمَا يُنَقَّى) الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْراً مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا (وفي رواية زَوْجَةً) خَيْراً مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ "

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তাকে ক্ষমা করো, তাকে দয়া কর, তাকে সুস্থ রাখ, তাকে মাফ কর, তার আতিথেয়তাকে সম্মানিত কর, তার প্রবেশ স্থানকে প্রশস্ত কর, তাকে পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা বৈধ কর আর তাকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার কর, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। (অন্য বর্ণনায় আছে, যেমন পরিষ্কার করা হয়) আর তার বাড়ী থেকে উত্তম বাড়ী, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার, তার স্ত্রী থেকে উত্তম স্ত্রী তাকে বদল করে দাও। আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবর ও আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

দ্বিতীয় ঃ

" اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ "

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড় পুরুষ, মহিলাদেরকে ক্ষমা কর। হে আমাদের প্রভু! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রেখেছ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, আর যাকে আমাদের মধ্যে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু

www.QuranerAlo.com

দাও। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং তারপরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।

তৃতীয় ঃ

" اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنِ فَلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ ، فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় অমুকের ছেলে অমুক তোমার জিম্মায় ও প্রতিবেশীর রশিতে থাকলো। সুতরাং তাকে কবরের ফিতনা ও আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাও। আর তুমিও সত্য ও ওয়াদা পূর্ণকারী, সুতরাং তাকে ক্ষমা কর, তাকে দয়া কর। নিশ্চয় তুমি অধিক ক্ষমাকারী ও দয়াবান।

চতুর্থ ঃ

" اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ "

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তোমার বান্দা ও বান্দীর ছেলে, তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী। আর তুমি তাকে শাস্তি দেয়া থেকে প্রয়োজন মুক্ত। সে যদি ভাল হয় তাহলে তার নেকী বৃদ্ধি করে দাও। আর যদি সে গুনাহগার হয় তাহলে তাকে মাফ করে দাও। অতঃপর যা ইচ্ছা তা দ্বারা দু'আ করবে।

মাসআলা– ৮৩ ঃ আর শেষ তাকবীর ও সালামের মধ্যে দু'আ করা সুন্নাত। আবূ ইয়াকুবের হাদীসের ভিত্তিতে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : "شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً - يَعْنِيْ - يَدْعُوْ ثُمَّ

www.QuranerAlo.com

قَالَ: أَتَرَوْنِي كُنْتُ أُكَبِّرُ خَمْسًا ؟ قَالُوْا : لاَ . قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا "

আব্দুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম, আর তিনি জানাযায় চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন অর্থাৎ দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে পাঁচ তাকবীর দিতে দেখেছ? তারা বললেন, না। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর দিতেন।

মাসআলা– ৮৪ ঃ অতঃপর দু' সালাম দিবে, ফরজ সলাতে সালাম দেয়ার মত। একটা ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " ثَلاَثُ خَلاَلٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيْمِ فِيْ الصَّلاَةِ "

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, মানুষেরা তা ছেড়ে দিয়েছে। একটি সলাতের মত জানাযায় সালাম ফিরানো আর সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِمَتَيْنِ فِيْ الصَّلاَةِ .

ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে দু' সালাম ফিরতেন।

সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহর কথা থেকে উদ্দেশ্য হলো সলাতের সালামের ন্যায়। অর্থাৎ স্বীকৃত দু'সালাম।

www.QuranerAlo.com

Contents

মাসআলা– ৮৫ ঃ আর শুধু প্রথম সালামের উপর সংক্ষেপ করাও জায়িয আছে। আবূ হুরাইরার হাদীসের ভিত্তিতে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً ".

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জানাযার সলাত পড়লেন তাতে তিনি চার তাকবীর দিলেন। আর এক সালাম দিলেন।

মাসআলা– ৮৬ ঃ আর সুন্নাত হলো যে, জানাযায় অনুচ্চঃস্বরে সালাম দিবে। ইমাম ও তার পিছনে যারা আছে এ ব্যাপারে উভয়ে সমান। ৭৯ নং মাসআলাতে আবূ উমামার উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে।

" ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَّفْعَلَ مِنْ وَرَاءِهِ مِثْلَمَا فَعَلَ إِمَامُهُ "

অতঃপর যখন ফিরবে তখন মনে মনে সালাম দিবে। আর সুন্নাত হলো, যে ইমামের পিছনে আছে সে ইমামের মত করবে।

মাসআলা– ৮৭ ঃ আর কোন প্রয়োজন ছাড়া যে তিন সময়ে সলাত পড়া নিষিদ্ধ সে সময়ে জানাযার সলাত পড়া যাবে না।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُّصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ أَنْ نَّقْبِرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ ، وَحِيْنَ تُضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ "

www.QuranerAlo.com

ওকবা বিন আমির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তিনটি সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সলাত পড়তে নিষেধ করতেন, অথবা আমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কবর দিতে নিষেধ করতেন ঃ সূর্য স্পষ্ট হয়ে উদিত হওয়ার সময় যতক্ষণ না উচ্চে হবে। আর যখন সূর্য দুপুরে ঠিক বরাবর হবে, যে পর্যন্ত না ঢলবে। আর যখন সূর্য পশ্চিমে অস্তমিত হবে, যতক্ষণ না অস্তমিত হয়ে যায়।

আর তার ব্যাপকতা জানাযার সলাতকে শামিল করে। আর ওটাই সাহাবাগণ বুঝে ছিলেন। যেমন আমি মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১/২৮ পৃষ্ঠায় যাবে ঃ দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ১৪

দাফন করা ও তার আনুষঙ্গিক কাজসমূহ

মাসআলা– ৮৮ ঃ মৃতকে দাফন করা ওয়াজিব যদিও সে কাফির হয়। আর এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবা থেকে বর্ণিত; তাদের মধ্যে আবূ তালহা আল-আনসারীর বর্ণনা ঃ

" أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِّنْ صَنَادِيْدَ قُرَيْشٍ ، فَجَرُّوْا بِأَرْجُلِهِمْ فَقَذَفُوْا فِيْ طَوْى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِيْ دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا ، فَذَهَبُوْا يُحَرِّكُوْهُ فَتَزَايَلَ فَأَقَرُّوْهُ ، وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ ... "

নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন কুরাইশদের ২৪ জন নেতাদের ব্যাপারে আদেশ করলেন। অতঃপর তাদের পাসমূহ ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। অতঃপর নিকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে বদরের কূপসমূহের কোন এক কূপে নিক্ষেপ করা হলো। (একজন আর একজনের উপর) কিন্তু উমাইয়া বিন খালফ ব্যতীত। কেননা, সে তার বর্মের মধ্যে ফুলে গিয়েছিল এমনকি বর্মটি পরিপূর্ণ হয়েগিয়েছিল। অতঃপর তারা তাকে নড়াতে গেল ফলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে গেল। অতঃপর তারা তাকে সেই কূপেই স্থায়ী করলেন এবং তারা তাকে ঢেকে রাখার জন্য তার উপর মাটি ও পাথর নিক্ষেপ করলেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ طَالِبٍ

www.QuranerAlo.com

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ ، قَالَ : إِذْهَبْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لاَ تُحَدِّثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ، فَقَالَ: إِذْهَبْ فَوَارِهِ ، قَالَ : فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ، ثُمَّ لاَ تُحَدِّثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ : فَاغْتَسَلْتُ . ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، قَالَ : فَدَعَا لِي بِدَعْوَاتٍ مَا يُسَرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا . قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ ".

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন আবু তালিব ইন্তিকাল করলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। অতঃপর বললাম ঃ নিশ্চয় আপনার বৃদ্ধ চাচা (পথভ্রষ্ট) মরে গিয়েছেন। (তাকে কে ঢেকে রাখবে?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যাও, অতঃপর তাকে ঢেকে আস, আর আমার কাছে আসার আগে কিছুই করবে না। [আলী (রাঃ) বললেন ঃ সে তো মুশরিক অবস্থায় মরে গিয়েছে।] তৎপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যাও ও তাকে (ঢেকে আস)। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি তাকে ঢাকলাম, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম; তিনি বললেন ঃ যাও গোসল কর, তারপর আমার নিকট আসার আগে আর কিছুই করবে না। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি গোসল করলাম, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম।

আলী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য কয়েকটি দু'আ করলেন ঃ যা আমার নিকট লাল উটনি এবং তার দলের চাইতেও বেশী আনন্দ দিল। আর আলী (রাঃ) যখনই মৃত ব্যক্তিকে

www.QuranerAlo.com

Contents

গোসল দিতেন তখনই গোসল করতেন।

মাসআলা– ৮৯ ঃ কাফিরের সাথে মুসলিমকে দাফন দেয়া যাবে না এবং মুসলিমের সাথে কাফিরকে দাফন দেয়া যাবে না বরং মুসলিমকে মুসলিমের কবরস্থানে দাফন করা হবে এবং কাফিরকে মুশরিকদের কবরস্থানে দাফন করা হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ যুগে হুকুমটি এমনি ছিল এবং আমাদের যুগ পর্যন্ত এ হুকুম জারী রয়েছে।

এর উপর দলীল রয়েছে বাশীর বিন খাসাসিইয়ার হাদীস। তিনি বলেন ঃ

" بَيْنَمَا أَمَاشِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخُصَاصِيَّةِ مَا أَصْبَحْتَ تُنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ ؟ أَصْبَحْتَ تَمَاشِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لا قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : آخِذًا بِيَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ ، مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَي اللّٰهِ شَيْئًا ، كُلُّ خَيْرٍ فَعَلَ بِيْ اللّٰهُ . فَأَتَى عَلَى قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلَاءِ بِخَيْرٍ كَثِيْرٍ وفي رواية : خَيْرًا كَثِيْرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ أَتَى عَلَي قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَدْرَكَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِيْ إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِيْ بَيْنَ الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتَيْتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتَيْتَيْكَ ، فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَي بِهِمَا " .

www.QuranerAlo.com

একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চলছি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ধরে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে খাসাসিইয়ার পুত্র! তুমি কি (সকাল করেছ) আল্লাহর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য? তুমি সকালেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চলছ! (রাবি বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি তার হাত ধরে বলেছেন) আমি বললাম ঃ (হে আল্লাহর রাসূল আমার মা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক) আমি আল্লাহর উপর কোন কিছুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সকাল করিনি।

আল্লাহ আমার সাথে ভাল আচরণ করেছেন। অতঃপর তিনি মুশরিকদের কবরস্থানে আসলেন আর বললেন ঃ নিশ্চয় এদের আগে অনেক কল্যাণ অতিবাহিত হয়েছে– এ কথাটি তিনবার বললেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কবরস্থানে আসলেন, আর বললেন ঃ এরা অনেক কল্যাণ পেয়েছে, এ কথাটি তিনবার বললেন।

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে পথ চলছিলেন, হঠাৎ দেখলেন– এক ব্যক্তি জুতা পরে কবরের ফাঁকে-ফাঁকে হাঁটছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে জুতাওয়ালা! তোমার জন্য ধ্বংস তোমার জুতা খুল। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে যখন চিনতে পারলেন জুতা দু'টি খুলে ফেলে দিলেন।

নিশ্চয় উপরোল্লেখিত বর্ণনা যা তাকিদ করে হাকিমে শারে এর পার্থক্য করা যে, মু'মিন মুসলমানের কবরস্থান যিয়ারতকালে কী বলবে আর কাফিরদের কবর স্থান অতিক্রম করার সময় কী বলবে। যেমন এর বর্ণনা অতি সত্বর কবর যিয়ারত সম্পর্কে আসবে।

মাসআলা– ৯০ ঃ আর সুন্নাত হল কবরস্থানে দাফন করা। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতকে বাকি কবরস্থানে দাফন করতেন। যেমন এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস এসেছে এবং এর কিছু কিছু এর অনুকূলে বিভিন্ন জাযগায় অতিবাহিত হয়েছে। তার মধ্যে নিকটবর্তী হলো খাসাসিয়ার পুত্রের হাদীস, যা আগের মাস'আলায় চলে গেছে এবং সালাফদের কারো থেকে পাওয়া যায়নি যে মৃত্যুকে কবরস্থান ছাড়া অন্য কোথাও দাফন করা যাবে। কিন্তু অনেকগুলো হাদীস পাওয়া গেছে যে, নাবী

www.QuranerAlo.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষত্ব সম্পর্কে। যেমন প্রমাণ করে এর উপর আয়িশা (রাঃ) হাদীস।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : لَمَّا قَبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوْا فِيْ دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ قَالَ : " مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِيْ الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُّدْفَنَ فِيْهِ ، فَدَفَنُوْهُ فِيْ مَوْضِعِ فِرَاشِهِ " .

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া হয় সে সময় তাঁর দাফনের ব্যাপারে সাহাবীরা মতানৈক্য করে। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যা কিছু বলতে শুনেছি তা ভুলিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ নাবীদের জান কবজ করেন ঐ জায়গায় যেখানে দাফন দেয়া পছন্দ করেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে তাঁর বিছানার জায়গায় দাফন দিলেন।

মাসআলা– ৯১ ঃ আগের আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানে শহীদদেরকে আলাদা করা হয়েছে। নিশ্চয় তাদেরকে শহীদ হওয়ার স্থানে দাফন দেয়া হবে এবং তাদেরকে এক কবর হতে অন্য কবরে স্থানান্তর করা যাবে না। কেননা এ সম্পর্কে জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস এসেছে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَي الْمُشْرِكِيْنَ لِيُقَاتِلُهُمْ ، وَقَالَ أَبِيْ عَبْدُ اللَّهِ : يَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يُصِيْرُ أَمْرُنَا ، فَإِنِّيْ وَاللَّهِ لَوْ لاَ أَنِّيْ أَتْرُكَ بَنَاتٍ لِّيْ بَعْدِيْ لَأَحْبَبْتُ أَنْ تَقْتُلَ بَيْنَ

يَدَيَّ ، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا فِيْ النَّظَّارِيْنَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِأَبِيْ وَخَالِيْ عَادَلْتُهُمَا عَلَي نَاضِحٍ ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِيْنَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِيْ مَقَابِرِنَا -إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِيْ : أَلاَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوْا بِالْقَتْلَي فَتَدْفِنُوْهَا فِيْ مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ ، فَرَجَعْنَا بِهِمْ فَدَفَنَّا هُمَا حَيْثُ قَتَلاَ " .

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনা থেকে মুশরিকদের দিকে আসলেন তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। আমার পিতা আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন ঃ হে জাবির বিন আব্দুল্লাহ! মাদীনাবাসীদের দূরদর্শিতা তোমাকে কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এমনি আমাদের ব্যাপার তুমি জানতে পারবে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ যদি আমি মেয়েদের রেখে না যেতাম তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে তুমিও আমার সামনে যুদ্ধ করবে।

আব্দুল্লাহ বলেন ঃ আমি মদীনাবাসীদের দূরদর্শিদের মধ্যেই থাকলাম, এমতাবস্থায় পানি বহনকারী এক উটে করে আমার ফুফু আসলেন আমার আব্বা আর আমার মামাকে নিয়ে। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন কবরস্থানে দাফন করার জন্য হঠাৎ এক আহ্বানকারী এসে বললেন ঃ নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদেরকে মৃত ব্যক্তিদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন, যাতে করে তারা যেখানে শহীদ হয়েছেন সেখানেই দাফন করতে পারেন। আমরা তাদেরকে ফিরে নিয়ে গেলাম। আর যেখানে তারা শহীদ হয়েছেন সেখানেই দাফন করলাম।

মাসআলা– ৯২ ঃ কোন কারণ ছাড়া নিম্নের অবস্থায় দাফন করা জায়িয নাই ঃ

১। তিনটি সময়ে দাফন করা (৮৭) মাস'আলার পূর্বে উল্লেখিত

www.QuranerAlo.com

উক্‌বা বিন আমেরের হাদীস অনুযায়ী (হাদীসের) শব্দ হল,

" ثَلاَثَ سَاعَات كَانَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أنْ نُّصَلِّي فِيْهِنَّ ، أوْ أنْ نُّقْبِرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا ... " الحديث.

তিন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আর সেই তিন সময়ে আমাদের মৃত ব্যক্তিদের কবর দিতেও নিষেধ করেছেন।

" فَزَجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أنْ يُّقْبِرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْل حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْه إلاَّ أنْ يَّضْطُرَّ إنْسَانَ إلى ذَلكَ "

জাবিরের হাদীস অনুযায়ী রাত্রিতে (দাফন করতে নিষেধ করেছেন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রাত্রিতে কবর দেয়ায় ধমক দিয়েছেন। এমনকি রাত্রিতে জানাযার নামায পড়ার কারণেও কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে অপারগ হয় (তাহলে ক্ষতি নেই)। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে (৩৫) মাস'আলায় আলোচনা চলে গেছে।

মাসআলা– ৯৩ ঃ যদি তারা অপারগ হয় তাহলে রাত্রিতে দাফন করা জায়িয যদিও চেরাগ ব্যবহার করে হোক না কেন। চেরাগ নিয়ে কবরে নামা জায়িয, দাফনের কার্যাদি সহজ হওয়ার জন্য।

এর দলীল হচ্ছে ইবনু আব্বাসের হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أنَّ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً ، وَأسْرَجَ فِيْ قَبْره " .

নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এক ব্যক্তিকে তার কবরে দাফন করেছেন এবং কবরে চেরাগও ব্যবহার করেছেন।

মাসআলা– ৯৪ ঃ কবর সুন্দর করা, প্রশস্ত করা এবং গভীর করা ওয়াজিব; এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ

www.QuranerAlo.com

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : " لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، أُصِيْبَ مَنْ أُصِيْبَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَأَصَابَ النَّاسُ جِرَاحَاتٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، الحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيْدٍ . فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا ، فَقَالَ : " احْفِرُوْا وَأَوْسِعُوْا وَأَعْمِقُوْا وَأَحْسِنُوْا، وَادْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِيْ الْقَبْرِ ، وَقَدِّمُوْا أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا " . قَالَ : فَكَانَ أَبِيْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا ، فَقُدِّمَ " .

হিশাম বিন আমের হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন উহুদের দিন আসল মুসলমানদের অনেকেই শহীদ হলেন এবং অনেকেই আহত হলেন (আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক মৃত্যুর জন্য কবর করা আমাদের খুবই কষ্টকর)। এখন আমাদের কী করতে বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কবর খনন কর এবং তা প্রশস্ত কর (ও তা গভীর কর) (সুন্দরকর) এবং একটি কবরে দুই তিনজনকে দাফন কর। আর যে কুরআন পড়া বেশী জানে তাকে সামনে রাখ।

জাবির বলেন, আমার আব্বা তিনজনের তৃতীয়জন ছিলেন এবং তিনি তাদের তিনজনের মধ্যে কুরআন বেশী জানতেন এ কারণে তাকে সামনে রাখা হলো।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا غُلَامٌ مَعَ أَبِيْ ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَفِيْرَةِ الْقَبْرِ ، فَجَعَلَ يُوْصِيْ وفي رواية يُوْمِئُ إِلَى الْحَافِرِ وَيَقُوْلُ : " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ

عُذق لَهُ فِيْ الْجَنَّةِ " .

আনসারী এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা আনসারী এক ব্যক্তির জানাযার সলাত পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হলাম। আমি সে সময় ছোট ছিলাম আর আমার আব্বার সাথে ছিলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের গর্তের মধ্যে বসলেন আর কবর খননকারীকে অসিয়াত করতে লাগলেন। মাথার দিকে আর দু' পায়ের দিকে প্রশস্ত করবে, অবশ্যই জান্নাতে তার জন্য আঙ্গুরের গুচ্ছ রয়েছে।

মাসআলা– ৯৫ ঃ লাহদ কবর এবং পার্শ্ব কবর উভয় জায়িয। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উভয়টিই চালু ছিল। তবে প্রথমটাই (লাহদ) উত্তম, এব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে দু'টি উল্লেখ করব।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ : " لَمَّا تُوَفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يُلْحِدُ ، وَآخَرُ يُضْرَحُ ، فَقَالُوْا : نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ، فَأَيُّهِمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا ، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ ، فَلَحَدُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করলেন, সে সময় মাদীনাতে একজন লোক লাহদ কবর করত আর অন্যজন পার্শ কবর করত। সাহাবীরা বললেন ঃ আমরা আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করব আর তাদের দু'জনের কাছেই লোক পাঠাব। যে আগে আসবে তাকে দিয়েই কবর খনন করব। অতঃপর দু'জনের কাছেই লোক পাঠানো হলে লাহদ খননকারী আগে আসল, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য লাহদ খনন করলেন।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" اَللَّحْدُ لَنَا ، وَالشِّقُّ لِغَيْرِنَا "

ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লাহদ আমাদের জন্য, আর পার্শ্ব কবর অন্যদের জন্য।

মাসআলা– ৯৬ ঃ জরুরী ভিত্তিতে একই কবরে দুই বা দুয়ের অধিক মৃত্যুকে দাফন করাতে ক্ষতি নেই এবং যে তাদের মধ্যে সম্মানিত তাকে সামনে রাখা হবে। এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান রয়েছে তন্মধ্যে (৩৭ নং মাস'আলার) আনাসের হাদীস এবং ৯৪ নং মাস'আলার) হিশাম বিন আমের এর হাদীস।

মাসআলা– ৯৭ ঃ মাইয়্যিতকে নামানোর ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিবে যদিও মহিলা হয়। তবে মহিলাদের চাইতে পুরুষরাই বেশী অগ্রাধিকার পাবে কয়েকটি ব্যাপারে।

প্রথম ঃ নিশ্চয় এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে স্থিরীকৃত এবং এর উপরই মুসলমানদের আমল আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে এ ব্যাপারে (৯৯ নং) মাসআলায় আনাস এর হাদীস আসবে।

দ্বিতীয় ঃ পুরুষরা এ কাজের ব্যাপারে বেশী শক্তিশালী।

তৃতীয় ঃ যদি মহিলা এর দায়িত্ব নেয় তাহলে বেশির ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে বেগানাদের সামনে শরীরের অংশ খুলে যাওয়ার, আর এটা তো জায়িয নেই।

মাসআলা– ৯৮ ঃ এবং মাইয়িতের ওয়ালিগণই নামানোর ব্যাপারে বেশী হকদার। কেননা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আম বাণী রয়েছে–

" وَأُوْلُوْا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ "

www.QuranerAlo.com

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী যারা আত্মীয় তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " غَسَّلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًا وَمَيِّتًا ، وَوَلِّي دَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُوْنَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ : عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ لَحْداً ، وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا " .

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, আলী বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গোসল দিয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি মৃত ব্যক্তির কী অবস্থা হয়, তবে আমি কিছুই দেখতে পাইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র ছিলেন। তাঁর দাফন ও কবর দেয়ার অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে চারজন দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তারা হলেন আলী, আব্বাস ফযল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম সালেহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য লাহদ কবর খনন করা হয় ও কাঁচা ইট খাড়া করে দেয়া হয়।

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْمَدِيْنَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَأْمُرْنَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْقَبْرَ ؟ قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِي يَلِي

ذَلِكَ ، فَأَرْسِلْنَ إِلَيْهِ : انْظُرْ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِيْ حَالِ حَيَاتِهَا فَلْيَكُنْ هُوَ الَّذِيْ يُدْخِلُهَا الْقَبْرَ . فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتُنَّ " .

আব্দুর রহমান বিন আব্‌যা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি মদীনায় উমার (রাঃ)-এর সাথে যায়নাব বিনতে জাহাশের জানাযার নামায পড়েছি। অতঃপর তিনি চার তাকবীরে জানাযার নামায পড়ান। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের নিকট লোক পাঠান। তারা কাকে কবরে প্রবেশ করার আদেশ করেন এ জন্য। আর তিনি এ দায়িত্ব নেয়া পছন্দ করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ তার নিকট লোক পাঠালেন আপনি লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তাকে দেখাশোনা করেছে সেই তাকে কবরে নামাবে। উমার কথা শুনে বললেন ঃ আপনারা ঠিক বলেছেন।

মাসআলা– ৯৯ ঃ স্ত্রীর দাফনের ক্ষেত্রে স্বামীকেই দাফনের দায়িত্ব নেয়া জায়িয রয়েছে। এ ব্যাপারে আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِيْ بُدِئَ فِيْهِ ، فَقَالَ : وَارَأْسَاهُ لِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ ، فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ غَيْرِيْ : كَأَنِّيْ بِكَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرُوْسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ لِ قَالَ : وَأَنَا وَارَأْسَاهُ لِ أُدْعِى لِيْ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِيْ بَكْرٍ كِتَابًا ؛ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ ، وَيَتَمَنَّي مُتَمَنٍّ : أَنَا أَوْلَى لِ وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ " .

www.QuranerAlo.com

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন ঐ দিন যে দিন প্রকাশ পেল। অতঃপর আমি বললাম ঃ হায় মাথা ব্যথা! অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি পছন্দ করি যে, সে দিন হবে অর্থাৎ তুমি মৃত্যুবরণ করবে আর আমি জীবিত থাকব। অতঃপর আমি তোমাকে প্রস্তুত করব অর্থাৎ গোসল দিব এবং তোমাকে দাফন করব। মা আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম ঃ আর আমাকে ব্যতীত আপনি যেন সেদিন আপনার কতক স্ত্রীর সাথে বাসররাত করবেন অর্থাৎ সহবাস করবেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হায় আমার মাথা ব্যথা! তুমি আমার নিকট তোমার পিতা ও ভাইকে ডেকে নিয়ে আস। আমি আবূ বকরের জন্য কিতাব (খিলাফাত) লিখে দিব। কেননা, আমি ভয় করছি যেন কথক বলবে এবং আকাঙ্ক্ষাকারী আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আমি উত্তম! আর মহান আল্লাহ এবং মুমিনগণ তা অস্বীকার করবে আবূ বকর ব্যতীত।

মাসআলা– ১০০ ঃ কিন্তু শর্ত হলো এ ব্যাপারে যদি সে ঐ রাতে স্ত্রী সহবাস না করে থাকে। না হলে তার জন্য দাফন কার্য করা শরীয়ত সম্মত নয়। এক্ষেত্রে অন্য কেউ হয় তাহলে সেই দাফনের জন্য উত্তম যদিও উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী অপরিচিতও হয়। এ ব্যাপারে আনাস (রাঃ) হতে হাদীস রয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تُدْمَعَانِ . ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ ؟ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : نَعَمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لِقَالَ : فَانْزِلْ . قَالَ : فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا ، فَقَبَرَهَا .

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা (উম্মে কুলসুম)-এর দাফনে উপস্থিত হলাম। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসেছিলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে কি যে এ রাতে স্ত্রী সহবাস করেনি। তখন আবূ তালহা বললেন ঃ আমি আছি হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাঁর কবরে অবতরণ কর। তখন আবূ তালহা (রাঃ) তাঁর কবরে নামলেন। অতঃপর কবর দিলেন।

মাসআলা– ১০১ ঃ সুন্নাত হলো মাইয়্যিতকে কবরের পিছন দিক থেকে প্রবেশ করানো। এক্ষেত্রে আবু ইসহাকের হাদীস রয়েছে।

عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ : " أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ ، وَقَالَ : هَذَا مِنَ السُّنَّةِ " .

আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হারিস অসিয়াত করেছেন তার জানাযার সলাত যেন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ পড়ান, অতঃপর তিনি তার জানাযার সলাত পড়ালেন, এরপর তাকে পায়ের দিক থেকে কবরে প্রবেশ করালেন আর বললেন ঃ এটাই সুন্নাত।

عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : " كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِيْ جَنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ "

ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রাঃ)-এর সাথে কোন এক জানাযায় ছিলাম। অতঃপর তিনি মৃত ব্যক্তিকে তার পায়ের দিক থেকে প্রবেশ করানোর আদেশ দিলেন।

মাসআলা– ১০২ ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার ডান কাতে রাখতে হবে। আর তার মুখ থাকবে কিবলার দিকে এবং তার মাথা ও দু' পা কিবলার

www.QuranerAlo.com

ডান ও বাম দিকে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত এর উপরই মুসলমানদের আমল রয়েছে এবং সমস্ত গোরস্থান হবে জমিনের উপরে।

মাসআলা– ১০৩ ঃ যে ব্যক্তি কবরে রাখবে সে বলবে–

" بِسْمِ اللّٰهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، أَوْ : مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

আল্লাহর নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকায় অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধর্মের অনুযায়ী।

অথবা বলবে ঃ

" بِسْمِ اللّٰهِ ، وَبِاللّٰهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাথে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকার উপরে।

সবগুলোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

মাসআলা– ১০৪ ঃ কবরের কাজ সমাধা করার পর যারা কবরের নিকট থাকবে তাদেরকে দু' হাত একত্রিত করে তিন আঁজলা মাটি দেয়া মুস্তাহাব।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْمَيِّتِ فَحَثَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا " .

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জানাযার সলাত পড়লেন, অতঃপর মাইয়্যিতের নিকট আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথার দিকে তিন আঁজলা মাটি দিলেন।

www.QuranerAlo.com

মাস্‌আলা– ১০৫ ঃ দাফনের কাজ সমাধা করার পর কয়েকটি কাজ করা সুন্নাত ঃ

১। জমিন থেকে এক বিঘত পরিমাণ কবর উঁচু করতে হবে এবং তা জমিনের সমান রাখা যাবে না যাতে করে পথযাত্রীরা পার্থক্য করতে পারে এবং যেন তা অপমানিত করা না হয়।

এই ব্যাপারে জাবিরের হাদীস রয়েছে ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ " .

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য লাহদ কবর খনন করা হল এবং তার উপরে কাঁচা ইট গেড়ে দেয়া হলো ও তার কবর জমিন থেকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা হলো।

২। কবরের মাঝখানে উঁচু করতে হবে। দলীল হচ্ছে ঃ

عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَالَ : " رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسْنَمًا " .

সুফিয়ান তাম্মার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর (এবং আবূ বাকার ও উমার এর কবর) মাঝখানে উঁচু দেখেছি।

৩। পাথর অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা চিহ্ন রাখতে হবে। যাতে করে তার পরিবারের কোন লোক মরলে সেখানে দাফন করা যায়। দলীল হলো ঃ

عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ ؛ أَمَرَ النَّبِيُّ

www.QuranerAlo.com

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِيعْ حَمْلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، قَالَ الْمُطَّلِبُ : قَالَ الَّذِيْ يُخْبِرُنِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَقَالَ : أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِيْ ، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِيْ " .

মুত্তালিব বিন আবু ওদায়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উসমান বিন মাজউন যখন দুনিয়া ত্যাগ করলেন তাকে জানাযার জন্য বের করা হলো। (জানাযার শেষে) তাকে দাফন দেয়া হলো ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে বললেন ঃ সে পাথর উঠাতে সক্ষম হলো না, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের দিকে গেলেন ও বাহু থেকে কাপড় গুটিয়ে নিলেন। মুত্তালিব বলেন ঃ আমাকে যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংবাদ দিলেন তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই বাহু থেকে কাপড় গুটিয়ে নিলেন তখন আমি যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই বাহুর শুভ্রতা দেখতে ছিলাম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরটি উঠিয়ে নিয়ে কবরের মাথার কাছে রাখলেন আর বললেন ঃ আমি এর দ্বারা আমার ভাইয়ের কবর চিনব ও আমার পরিবারের যারা ইন্তেকাল করবে তাদেরকে এখানে দাফন করব।

৪। বর্তমান যুগে যে তালকীন প্রসিদ্ধ রয়েছে সে তালকীন দেয়া যাবে না, তালকীন দেয়ার ব্যাপারে হাদীস রয়েছে সেটা সহীহ নয়। বরং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে ও তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে এ ব্যাপারে আদেশ করবে।

www.QuranerAlo.com

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفَنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ، وَسَلُوْلَهُ التَّثْبِيْتَ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ "

উসমান বিন আফফান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃতের দাফনের কাজ সমাধা করতেন সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন, আর (সাহাবীদের) বলতেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তার জন্য দৃঢ়তা চাও। কেননা, তাকে এখনই প্রশ্ন করা হবে।

মাসআলা– ১০৬ ঃ উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে মরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য দাফনের সময় ও দাফনের পরে কবরের নিকট বসা জায়িয। দলীল ঃ বারা বিন আজিবের হাদীস। অনেকক্ষণ কবরের কথা স্মরণ করাতে কোন ক্ষতি নাই কেননা, এতে আগ্রহ, ভয়-ভীতি ও উপদেশ রয়েছে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَي الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ فِيْ الْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَي السَّمَاءِ ، وَيَنْظُرُ إِلَي الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفَضُهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : اسْتَعِيْذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ

قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ {ثَلَاثًا}.

বারা বিন আযেব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আনসারী এক ব্যক্তির জানাযায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা বের হলাম। অতঃপর আমরা যখন কবরের কাছে গেলাম এবং তাকে যখন কবর দেয়া হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কিবলামুখী হয়ে) বসলেন, আমরা তারপাশে এমনভাবে বসলাম যে, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি খড়ি ছিল তিনি তা দিয়ে মাটি খুঁচাচ্ছিলেন (আর আকাশ ও জমিনের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং তার চক্ষু তিনবার উঁচু নীচু করছিলেন) অতঃপর বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের শাস্তি থেকে পানাহ চাও দু'বার অথবা তিনবার বললেন। এরপর বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই (তিনবার বললেন)।

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ، بِيْضُ الْوُجُوْهِ ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُوْلُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ (وفي رواية : الْمُطْمَئِنَّةُ) ، اُخْرُجِيْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ ، قَالَ : فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِيْ السِّقَاءِ ، فَيَأْخُذُهَا ، (وفي رواية : حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِيْ السَّمَاءِ ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ أَنْ يَّعْرُجَ بِرُوْحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ) ، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِيْ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّي يَأْخُذُوْهَا ، فَيَجْعَلُوْهَا فِىْ ذَلِكَ الْكَفَنِ ، وَفِيْ ذَلِكَ الْحُنُوْطِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُوْنَ) ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .

অতঃপর বললেন ঃ নিশ্চয় মু'মিন বান্দাহর যখন দুনিয়ার পথযাত্রা শেষ হয় আর পরকালের যাত্রা শুরু হয়, তখন তার কাছে সাদা চেহারা বিশিষ্ট আসমান থেকে ফেরেশতা আসে। যেন তাদের চেহারা সূর্যের মত, আর তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি। এমনকি তারা দৃষ্টির বাইরে বসে, এরপর তার কাছে মালাকুল মাওত আসেন ও তার সিওরের কাছে বসেন। আর বলেন ঃ হে পবিত্র আত্মা (অন্য বর্ণনায় প্রশান্ত আত্মা) আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানির ভাণ্ডার থেকে পানির ফোঁটার মতো বের হবে। (ফেরেশতা) তাকে ধরবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যখন তার আত্মা বের হবে তখন আসমান জমিনের মাঝে যত ফেরেশতা রয়েছে সবাই তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকবে এবং আসমানে যত ফেরশতা রয়েছে তারাও। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। দরজার কাছে যত ফেরেশতা রয়েছে তার রুহ তাদের নিকট আসার জন্য সবাই আল্লাহর দু'আ করতে থাকবে।

যখন তাকে ধরবে ফেরেশতারা এক পলকও তার হাতে না রেখে তারা নিয়ে নিবে। অতঃপর সেই বেহেশ্‌ত থেকে আনা কাফনে রাখবে এবং ঐ সুগন্ধির মধ্যে রাখবে এজন্যই আল্লাহ বলেন ঃ আমার ফেরেশতারা তার

www.QuranerAlo.com

আত্মা হস্তগত করে নেয় আর তারা অবহেলা করে না এবং তা থেকে মিসকের গন্ধ বের হতে থাকবে যা জমিনের উপরে পাওয়া যাবে।

قَالَ : فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّوْنَ - يَعْنِيْ -بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوْا : مَا هَذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِيْ الدُّنْيَا حَتَّي يَنْتَهُوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوْهَا ، إِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ تَلِيْهَا ، حَتَّى يَنْتَهِيْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِيْ فِيْ عِلِّيِّيْنَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ . كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ . يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ) ، فَيُكْتَبُ كِتَابُهُ فِيْ عِلِّيِّيْنَ ، ثُمَّ قَالَ أَعِيْدُوْهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَإِنِّيْ وَعَدْتُّهُمْ أَنِّيْ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতারা তা নিয়ে উপরে উঠতে থাকবে। ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়ে যাবে তারাই বলবে এ পবিত্র আত্মা কার? ফেরেশতারা বলবে ঃ অমুকের ছেলে অমুকের। সুন্দর নাম বলবে যে নামে দুনিয়াতে তার পরিবারের লোকজন ডাকতো সেই নাম। এমনকি তারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে চলে যাবে। আর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে চাওয়া হবে। অতঃপর তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে।

নিকটবর্তী প্রত্যেক আসমান থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে তার নিকটবর্তী আসমানের দিকে। এমনকি তাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া

www.QuranerAlo.com

হবে। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার বান্দার কিতাব ইল্লিনে লেখ (আপনি কি জানেন! ইল্লিন কি? সিল মোহর মারা কিতাব নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দিবে) অতঃপর তার আমলনামা লেখা হবে ইল্লিনে। এরপর আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা তাকে জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই আমি (তাদের সাথে ওয়াদা করেছি যে,) (মাটি) থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে তাতে ফেরত দিব ও তাদেরকে পুনরায় তা থেকে বের করব।

قَالَ : فَـ يُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ ، وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ ، قَالَ : فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ، فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ شَدِيْدًا الْإِنْتِهَارِ فَـ يَنْتَهِرَانِهِ وَ ، يَجْلِسَانِهِ ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّيَ اللَّهُ ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : دِيْنِي الْإِسْلَامُ ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ ، فَآمَنْتُ بِهِ ، وَصَدَّقْتُ ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ مَا دِيْنُكَ ؟ مَنْ نَبِيُّكَ ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، فَذَلِكَ حِيْنَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ، فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، فَيَقُوْلَ : رَبِّيَ اللَّهُ ، وَدِيْنِي الْإِسْلَامِ ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ فِيْ السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ ، فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ ،

وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا ، وَيَفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে জমিনে ফিরে আনা হবে এবং তার শরীরে রুহ ফিরিয়ে দেয়া হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে তার সাথীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পাবে যখন তারা সেখান থেকে ফিরবে। এমন অবস্থায় তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবে (বলিষ্ঠ আকারের) (তারা তাকে ধমক দিবে) আর তাকে বসাবে। অতঃপর তারা বলবে ঃ তোমার প্রভু কে? সে বলবে ঃ আমার প্রভু আল্লাহ। তারা আবারো বলবে, তোমার ধর্ম কী? সে উত্তরে বলবে, আমার ধর্ম ইসলাম।

তারা আবার বলবে ঃ এ লোকটি কে? যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল? সে বলবে ঃ তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা বলবে ঃ তুমি কেমন করে জানলে? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। অতঃপর তাতে ঈমান এনেছি ও সত্য জেনেছি।

অতঃপর তাকে ধমক দিয়ে বলবে ঃ তোমার প্রভুকে? তোমার ধর্ম কী? তোমার নাবী কে? আর এটাই হবে মু'মিনের উপরে পেশকৃত শেষ পরীক্ষা। এজন্যই সে সময়ের আল্লাহর কথা হলো– "যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনে শক্ত কথার দ্বারা (দৃঢ়) শক্তিশালী করেন।" অতঃপর সে উত্তরে বলবে ঃ আমার প্রভু আল্লাহ। আমার ধর্ম ইসলাম। আমার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ সময় আসমান থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে ঃ আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। তার জন্য বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও। বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার কাছে বেহেশতের সুগন্ধি ও হাওয়া আসতে থাকবে এবং তার কবর তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হবে।

www.QuranerAlo.com

قَالَ : وَيَأْتِيْهِ وفي رواية : يُمَثَّلُ لَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ الثِّيَابِ ، طَيِّبُ الرِّيْحِ ، فَيَقُوْلُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ ، أَبْشِرْ بِرِضْوَانٍ مِّنَ اللّٰهِ ، وَجَنَّاتٍ ، فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ ، فَيَقُوْلُ لَهُ : وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْئُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُوْلُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ كُنْتَ سَرِيْعًا فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ ، بَطِيْئًا فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْراً ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَبَابٌ مِّنَ النَّارِ ، فَيُقَالُ : هٰذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللّٰهَ ؛ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ هٰذَا . فَإِذَا رَأَى مَا فِيْ الْجَنَّةِ ، قَالَ : رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ ، كَيْمَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِيْ وَمَالِيْ ، فَيُقَالُ لَهُ : اسْكُنْ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার নিকট সুন্দর চেহারার একজন লোক আসবে, তার পোশাক হবে সুন্দর। সুগন্ধ আসবে শরীর থেকে। আর বলবে ঃ তোমার জন্য যা সহজ করা হয়েছে তার সুসংবাদ নাও।

আল্লাহর সন্তুষ্টির সংবাদ গ্রহণ কর এবং জান্নাতের সুসংবাদ নাও। যে জান্নাতের নিয়ামাত চিরস্থায়ী। এটা সেদিন যেদিনের তোমার সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল। বান্দা বলবে, তাকে এবং তোমাকেও আল্লাহ কল্যাণের সুসংবাদ দিন। তুমি কে? তোমাকে এমন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যেটা কল্যাণ নিয়ে আসে, সে বলবে ঃ আমি তোমার নেক আমল (আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে জানি যে তুমি আল্লাহর আনুগত্য তাড়াতাড়ি করেছ। আর আল্লাহর অবাধ্যতার দেরী করেছ। তাই আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.com

তারপর তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে ও জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে। আর তাকে বলা হবে– তুমি যদি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করতে তাহলে এটাই হতো তোমার গন্তব্যস্থান। আল্লাহ তোমাকে এর পরিবর্তে এটা দিয়েছেন। যখন সে দেখতে পাবে জান্নাতে যা কিছু আছে, তখন সে বলবে ঃ হে আল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি কিয়ামাত সংঘটিত কর। যাতে করে আমি আমার পরিবার ও মালের দিকে ফিরে না যাই। তাকে বলা হবে তুমি থাকতে থাক।

قَالَ : وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ (وفي رواية : الْفَاجِرَ) إِذَا كَانَ فِيْ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ، سُوْدُ الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ مِنَ النَّارِ فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّي يَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُوْلُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اُخْرُجِيْ إِلَى سَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَغَضَبٍ ، قَالَ : فَتَفَرَّقَ فِيْ جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُوْدُ الْكَثِيْرُ الشُّعَبُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ ، فَتَقَطَّعَ مَعَهَا الْعُرُوْقَ وَالْعَصَبَ ، فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِيْ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ أَلاَّ تُعْرَجَ رُوْحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا ، لَمْ يَدَعُوْهَا فِيْ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوْهَا فِيْ تِلْكَ الْمُسُوْحِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا ،

www.QuranerAlo.com

فَلاَ يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوْا : مَا هَذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنٍ - بِاَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِيْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْتَفْتِحُ لَهُ ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় কাফির বান্দাহ (অন্য বর্ণনা মতে ফাজের) যখন দুনিয়ার যাত্রা শেষ হয়ে পর কালের যাত্রা শুরু হবে, তার কাছে আসমান থেকে ফেরেশ্‌তা আসবে (বিকট আকারের) কাল চেহারা বিশিষ্ট, তাদের সাথে থাকবে চট, (দোযখ থেকে, তারা তার চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে বসে থাকবে, এরপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার কাছে বসবে, আর বলবে ঃ হে খারাপ আত্মা! আল্লাহর ক্রোধ ও গজব এর দিকে বের হয়ে আস। অতঃপর তাকে তার শরীর থেকে আলাদা করবে, আর তাকে জোর করে বের করবে এমনভাবে যে, যেমন ভুনা গোশ্‌ত ছিঁড়া হয়।

অতঃপর তার সাথে ঘাম ও রক্ত নির্গত হবে। আসমান জমিনের মাঝে যত ফেরেশতা রয়েছে সবাই তার জন্য লা'নাত করতে থাকবে এবং আসমানের ফেরেশতারাও তার জন্য অভিশাপ করতে থাকবে। আসমানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রত্যেক দরজাবাসী আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবে যাতে করে তার রুহকে তাদের কাছ দিয়ে উপরে উঠানো না হয়।

মালাকুল মাওত যখন তাকে ধরবে তার হাতে এক পলকও রাখবেন না। এমনকি তার খারাপ আত্মাকে ঐ চটে রাখবে। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হবে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত মৃত দেহ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ। অতঃপর ওটা নিয়ে তাঁরা উপরে উঠবেন কিন্তু যখনই তাঁরা ওটা দিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন ঃ এ খবীছ রুহ কার? তখন তাঁরা তাকে পৃথিবীতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা

www.QuranerAlo.com

ভূষিত করা হতো তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ দ্বারা ভূষিত করে বলবেন ঃ অমুকের পুত্র অমুকের। এমনকি তাঁরা তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছে যাবেন। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে চাওয়া হবে। কিন্তু খুলে দেয়া হবে না।

ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ) فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِيْ سِجِّيْنٍ ، فِيْ الْاَرْضِ السُّفْلَى ثُمَّ يُقَالُ : أَعِيْدُوْا عَبْدِىْ إِلَى الْاَرْضِ فَإِنِّي وَعَدْتُّهُمْ أَنِّيْ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، فَتُطْرَحُ رُوْحُهُ مِنَ السَّمَاءِ طَرْحًا حَتَّى تَقَعَ فِيْ جَسَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ (وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ) فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ .

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়লেন ঃ

لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

অর্থাৎ তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।

www.QuranerAlo.com

অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ তার ঠিকানা সিজ্জীনে লেখ, জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। অতঃপর বলা হবে ঃ আমার বান্দাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম আমি তথা হতে তাদেরকে সৃষ্টি করছি, তথায় তাদের ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তা হতে আবার তাদের উঠাবো।

অতঃপর তার রুহ আসমান হতে পৃথিবীতে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হবে। এমনকি তার দেহে পতিত হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আসমান হতে পড়েছে। অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়েছে অথবা ঝঞ্ঝা বাতাস তকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে।

সুতরাং তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে সময় মৃত ব্যক্তি তার সাথীবর্গের ফিরে যাওয়ার জুতার খটখট শব্দও শুনতে পায়।

وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ شَدِيْدَا الْانْتِهَارِ ، فَيَنْتَهِرَانِهِ ، وَ يَجْلِسَانِهِ ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَنْ رَّبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ ، فَيَقُوْلَانِ : فَمَا تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَلاَ يَهْتَدِيْ لِاسْمِهِ ، فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ لرفَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ ذَاكَ لرقَالَ : فَيُقَالُ : لاَ دَرَيْتَ ، وَلاَ

www.QuranerAlo.com

تَلَوْتَ ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ ، فَافْرِشُوْا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُوْمِهَا ، وَيَضِيْقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفُ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ ، وَيَأْتِيْهِ (وفي رواية : وَيُمَثَّلُ لَهُ) رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ ، قَبِيْحُ الثِّيَابِ ، مُنْتَنُ الرِّيْحِ ، فَيَقُوْلُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْؤُكَ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ ، فَيَقُوْلُ : وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللّٰهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْئُ بِالشَّرِّ لِفَيَقُوْلُ : أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ كُنْتَ بَطِيْئًا عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ ، سَرِيْعًا إِلَى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ شَرًّا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكَمُ فِيْ يَدِهِ مِرْزَبَةٌ لِلَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيْرَ بِهَا تُرَابًا ، ثُمَّ يُعِيْدُهُ اللّٰهُ كَمَا كَانَ ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْئٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيُمْهَدُ مِنْ فَرَشِ النَّارِ ، فَيَقُوْلُ : رَبِّ لاَ تَقُمِ السَّاعَةَ " .

অতঃপর তার নিকট দু'জন কঠিন ভর্ৎসনাকারী ফেরেশতা আসবে। তাঁরা তাকে উঠিয়ে বসাবেন। অতঃপর বলবেন ঃ তোমার প্রভু কে? সে বলবে ঃ হায়, হায়, আমি জানি না। অতঃপর তারা বলবেন ঃ তোমার দীন কী? সে বলবে, হায় হায়, আমি জানি না। অতঃপর তারা বলবেন ঃ তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছেন তাঁর সম্পর্কে কী বল? সে তার

www.QuranerAlo.com

নামও খুঁজে পায় না। তাকে বলা হবে ঃ মুহাম্মাদ? সে বলে ঃ হায়, হায়। আমি জানি না, আমি মানুষকে এটা বলতে শুনেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে বলা হবে, তুমি জাননি এবং পড়নি। এমন সময় আসমান হতে এক ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ সে মিথ্যা বলেছে।

সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিক হতে একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর তার দিক হতে জাহান্নামের উত্তপ্ত লুহাওয়া আসতে থাকবে এবং তার কবর সঙ্কুচিত হয়ে যাবে যাতে তার এক দিকের পাঁজর অপরদিকে ঢুকে যাবে।

এ সময় তার নিকট একজন অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট, নোংরাবেশী, দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসবে। (অন্য বর্ণনায় তার জন্য রূপ ধারণ করবে।) সে বলবে ঃ তোমাকে দুঃখিত করবে এমন বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটি সেদিন যেদিন সম্পর্কে তোমাকে ওয়াদা করা হয়েছিল। সে বলবে ঃ আর তুমি! আল্লাহ তোমাকে খারাপের সংবাদ দিয়েছে! তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা যা মন্দ সংবাদ বহন করে। সে বলবে ঃ আমি তোমার বদ আমল। আল্লাহর শপথ! আমি জানি তুমি আল্লাহর আনুগত্যে ছিলে মন্থর আর আল্লাহর নাফারমানীতে ছিলে দ্রুতগতি। আল্লাহ তোমার বিনিময় খারাপই দিবে। তার জন্য নিয়োজিত করা হবে অন্ধ, বধির, বোবা একজন ফেরেশতা। তার হাতে থাকবে একটি (গুর্জ) হাতুড়ি! যদি তা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করা হয় তাহলে মাটি হয়ে যাবে।

অতঃপর তাকে একটি আঘাত করা হবে সে আঘাতে একেবারে মাটি হয়ে যাবে। অতঃপর যেভাবে ছিল আল্লাহ তদ্রূপ করে দিবেন। অতঃপর তাকে আর একটি আঘাত করা হবে তাতে সে একটি চিৎকার দিবে তা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকলেই শুনবে। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামাত কায়িম করিও না।

মাসআলা– ১০৭ ঃ কবর হতে মৃত ব্যক্তিকে শরীয়তের বিধান মত দাফন করার উদ্দেশে বের করা জায়িয। যেমন, যদি গোসল ও কাফনের পূর্বে দাফন করা হয়। এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে।

www.QuranerAlo.com

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " أَتَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىْ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ . قَالَ جَابِرٌ : وَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا " .

জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে কবরে নামানোর পর আসলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ববর থেকে বের করার নির্দেশ দিলে তাকে বের করা হলো। অতঃপর তাকে তিনি তার হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তার উপর ঝাড়ফুঁক করলেন এবং তার জামা পরালেন। জাবির (রাঃ) বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন, আল্লাহই ভাল জানেন। [তিনি পোষাক পরালেন অনর্থক]

মাসআলা– ১০৮ ঃ কোন ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পূর্বে কবরখনন করা বৈধ নয়। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ এটা করেননি। আর যখন লোকের উদ্দেশ্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি হবে, সেটা সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার আল-ইখতিয়ারাত আমালিয়ার মধ্যে এভাবে রয়েছে।

www.QuranerAlo.com

অনুচ্ছেদ– ১৫

সান্ত্বনা দেয়া বা শোক প্রকাশ

মাসআলা– ১০৯ ঃ আহলে বাইতকে সান্ত্বনা দেয়া বৈধ এবং সে সম্পর্কে দু'টি হাদীস রয়েছে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ قُرَّةَ الْمُزَيْنِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ ، يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، وَفِيْهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيْرٌ ، يَأْتِيْهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيَقْعُدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحِبُّهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُحِبُّكَ اللّٰهَ كَمَا أُحِبُّهُ لِ ، فَهَلَكَ ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَّحْضُرَ الْحَلْقَةَ ، لِذِكْرِ ابْنِهِ ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَالِيْ لاَ أَرَى فُلاَنًا ؟ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَنِيْهِ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ هَلَكَ ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ بَنِيْهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا فُلاَنَ لِأَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ : أَنْ تَمْتَعَ بِهِ عُمْرُكَ ، أَوْلاَ تَأْتِيْ غَدًا إِلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَّهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ ؟ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لِبَلْ يُسْبِقْنِيْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا إِلَيَّ ، لَهُوَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ ، قَالَ " فَذَاكَ لَكَ " .

www.QuranerAlo.com

কুররাহ আল-মুযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন তখন তাঁর কাছে তাঁর সাহাবাদের একটি দলও বসত এবং তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল তার ছোট ছেলে ছিল, সে তার কাছে তার পিঠের পিছন দিক থেকে আসত, অতঃপর তার সামনে বসত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তাকে কি তুমি ভালবাস? প্রত্যুত্তরে সে বলল– হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে ভালবাসেন যেমন তাকে ভালবাসেন, অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। সুতরাং তার ছেলের স্মরণের কারণে লোকটি মাজলিসে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকল। তার উপর চিন্তিত হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হারিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি কেন অমুক ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি না। তাঁরা বলল– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার যে ছেলেকে দেখছিলেন সে মারা গেছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর তার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন? সে তাঁকে সংবাদ দিলো যে, সে মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার উপর সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে অমুক! তোমার নিকট কোন্ বস্তু অতি প্রিয় ছিল ঃ তার দ্বারা তোমার জীবনকে উপভোগ করানো, না আগামীকাল তুমি জান্নাতের কোন দরজায় যাচ্ছ, অতঃপর তাকে পাচ্ছ যে, সে তোমার আগে জান্নাতের দরজায় গিয়ে তোমার জন্য দরজা খুলছে?

সে বলল ঃ হে আল্লাহর নাবী! বরং সে জান্নাতের দরজায় আমার আগে যাবে এবং আমার জন্য তার দরজা খুলবে অবশ্য এটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাই তোমার জন্য।

তারপর আনসারদের এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করেন! এটা তার জন্যই নির্দিষ্ট না আমাদের জন্যও? তিনি বললেন ঃ বরং তোমাদের জন্যও।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنِ فِي مُصِيبَتِهِ كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبِرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُحْبِرُ ؟ قَالَ : " يُغْبِطُ " .

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইকে তার মুসিবতের সময় সান্ত্বনা দেবে আল্লাহ তাকে এক জোড়া সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। যার দ্বারা তাকে কিয়ামাতের দিন সম্মানিত করা হবে। বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কী সম্মানিত করবে? তিনি বললেন ঃ ইর্ষা করবে।

মাসআলা– ১১০ ঃ আর সে তাদেরকে সান্ত্বনা দিবে যার দ্বারা সে ধারণা করে যে, তাদেরকে সে ভুলিয়ে রাখতে পারে এবং তাদের চিন্তা করা থেকে বিরত রাখবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের জন্য উৎসাহিত করবে। যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে। যদি সে এটা জানে ও উপস্থিত করতে পারে। নতুবা তার জন্য যা সহজ হবে উত্তম কথা হতে যা উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে এবং শরয়িতের বিরোধী কোন কাজ করবে না। যেমন তাদের কথা ঃ তার বয়স তোমাকে দান করুন। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : " أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ بَنَاتِهِ : أَنَّ صَبِيًّا لَهَا ، ابْنًا أَوْ ابْنَةً ، (وفي رواية : أُمَيْمَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ) قَدِ احْتَضَرَتْ ، فَاشْهَدْنَا ،

قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا يَقْرَؤُهَا السَّلَامَ ، وَيَقُوْلُ : " إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ ، وَلْتَحْتَسِبْ " ... الحديث .

উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর কোন মেয়ে তার নিকট সংবাদ পাঠালো যে, তার সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে (অন্য বর্ণনায় আছে যে, তার মেয়ের নাম উমায়মাতু বিনতু যায়নাব) মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের কাছে উপস্থিত হন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ের নিকট দূত পাঠালেন এ মর্মে যে, তাকে সালাম দিবে এবং বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহর জন্য যা তিনি নিয়েছেন এবং তার জন্য তিনি দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তু তার কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রয়েছে। তাই সে যেন ধৈর্য ধরে এবং সে যেন পুণ্যের আশা করে। (আল-হাদীস)

আমি বলব ঃ এ বাক্যটি সান্ত্বনা দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। যদিও তা মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তি সম্পর্কে এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মারা গেছে তার ব্যাপারে উপরোক্ত শব্দ দ্বারা সান্ত্বনা দেয়া দলীল বুঝার মাধ্যমে অতি উত্তম (..... আর এজন্য ইমাম নববী আল-আযকার ও অন্য গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি সর্বোত্তম যার দ্বারা সান্ত্বনা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী আনসারী মহিলার উদ্দেশ্য এমতাবস্থায় যে তিনি তাকে তার ছেলের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন ঃ বস্তুত নিশ্চয় আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, তুমি তোমার ছেলের ব্যাপারে অস্থির হয়েছ। অতঃপর তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ভীতি ও ধৈর্যের আদেশ করলেন। সে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (আমি অস্থির হবো না?) নিশ্চয় আমি এমন একজন মহিলা যে, আমার সন্তান মারা গেছে আর আমি সন্তান জন্ম দিবো না এবং সে ব্যক্তি ছাড়া আমার আর কেউ নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.QuranerAlo.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আর রাকুব সেই যার ছেলে অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর বললেন ঃ

" مَا مِنْ امْرِئٍ أَوْ إِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوْتُ لَهَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ يَحْتَسِبُهُمْ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمُ الْجَنَّةَ " . فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ وَاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : " وَاثْنَيْنِ " .

কোন ব্যক্তি বা মুসলিম মহিলার যদি তিনটি সন্তান মারা যায় আর তাদের মাধ্যমে সে সাওয়াবের আশা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর উমার (রাঃ) বললেন ঃ (এমতাবস্থায় যে তিনি রাসূলুল্লাহর ডান দিকে ছিলেন) আপনার জন্য আমার বাবা ও মা কুরবান হোক! দু'টি সন্তান মারা গেলেও কি? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, দু'জন মারা গেলেও।

তৃতীয় হাদীস ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মে সালামার নিকট প্রবেশ করলেন আবূ সালমা মারা যাওয়ার পরে তখন বললেন ঃ

" اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ " .

হে আমাদের প্রভু! আবূ সালামাহকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর সম্মান উঁচু করুন হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে এবং তারপরে অবশিষ্টদের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত বানান। হে রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করুন ও তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করুন এবং কবরকে তার জন্য আলোকিত করুন। ১৭ নম্বর মাস'আলাতে তার পূর্ণ বিষয়টি অতিবাহিত হয়েছে।

www.QuranerAlo.com

চতুর্থ হাদীস ঃ আব্দুল্লাহ বিন জাফরের পিতার মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِيْ أَهْلِهِ ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللّٰهِ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ " (قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) .

হে আমাদের প্রভু! জাফরের পরিবারে তুমি স্থলাভিষিক্ত হও এবং আব্দুল্লাহর বেচাকেনায় বরকত দাও। তিনি এটা তিনবার বললেন।

নিকটের মাসআলায় তার সম্পূর্ণ বিবরণ আসছে।

মাসআলা- ১১১ ঃ আর সান্ত্বনা দেয়াকে তিনদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না বরং যখনি সান্ত্বনা দেয়ার মধ্যে উপকার দেখবে তখনি তাকে নিয়ে আসবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের পরেই সান্ত্বনা দিয়েছেন। অবশ্য আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ)-এর হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ : " فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيْرُكُمْ جَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيْرُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ " .

আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, যায়েদ বিন হারিসকে তাদের নেতা করেছিলেন এবং বললেন ঃ যদি যায়েদ মারা যায় অথবা শহীদ হয় তাহলে তোমাদের আমীর হবে জাফর। অতঃপর সে যদি মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা তোমাদের নেতা। অতঃপর তারা শত্রুদের মোকাবিলা করলো এবং যায়েদ পতাকা গ্রহণ করলো এবং যুদ্ধ করলো এমনকি শহীদ হয়ে গেল। তারপর জাফর পতাকা নিলো এবং লড়লো এমনকি সেও শহীদ হলো। অতঃপর আব্দুল্লাহ

www.QuranerAlo.com

পতাকা গ্রহণ করলো এবং যুদ্ধ করলো এমন কি শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ পতাকা নিলো এবং আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন এবং জয় লাভ করলেন।

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাদের সংবাদ এলো। অতঃপর তিনি লোক জনের মাঝে বের হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুদের আক্রমণ করেছিল। আর যায়েদ পতাকা নিয়েছিল এবং লড়ে ছিলো এমনকি সে মৃত্যুবরণ করেছে ও শহীদ হয়েছে। অতঃপর ..... অতঃপর..... অতঃপর আল্লাহর তালোয়ার খালিদ বিন ওয়ালীদ পতাকা নিলো এবং আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন এবং সে জয়ী হলেন।

তিনি অবকাশ দিলেন। অতঃপর জাফরের পরিবারকে এ বলে তিন দিনের সময় দিলেন যে, তিনি তাদের কাছে আসবেন। অতঃপর আসলেন এবং বললেন যে, আজকের পর আমার ভাইয়ের উপর তোমরা আর কেঁদো না। আমার ভাইয়ের ছেলেদের নিয়ে আস। বর্ণনাকারী বলেন ঃ বাচ্চাদের নিয়ে আসা হলো। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার নিকট নাপিতকে ডাক। অতঃপর নাপিতকে নিয়ে আনা হলো। সে আমাদের মাথাগুলো মুণ্ডন করলো। তারপর তিনি বললেন ঃ কিন্তু মুহাম্মাদ আমাদের চাচা আবূ তালিবের সদৃশ্য এবং আব্দুল্লাহ আমার গঠন ও চরিত্রের সাথে সদৃশ্য। তারপর আমার হাত ধরলেন এবং তার দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ আপনি জাফরের পরিবারে জাফরের স্থলাভিষিক্ত হোন এবং আব্দুল্লাহর ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিন।" তিনবার বলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আমাদের মা আসলো এবং রাসূলুল্লাহর কাছে আমাদের ইয়াতীম হয়ে যাওয়া উল্লেখ করলো ও চিন্তিত হতে শুরু করলো। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি তাদের উপর দরিদ্রতার ভয় করছো, আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের অভিভাবক।

মাসআলা– ১১২ ঃ আর দু'টি বস্তু থেকে বেঁচে থাকা উচিত যদিও মানুষ তার অনুকরণ করে।

www.QuranerAlo.com

ক) নির্দিষ্ট স্থানে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একত্রিত হওয়া যেমন বাড়ী বা কবরস্থান বা মাসজিদ।

খ) সান্ত্বনা প্রদানে আগমনকারীদের আমন্ত্রণের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের খানা তৈরী করা।

আর এটা জারীর বিন আব্দুল্লাহর হাদীসে রয়েছে।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "كُنَّا نَعُدُّ (وفي رواية : نَرَى) الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ ، وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِه مِنَ النِّيَاحَةِ " .

জারীর বিন আবদুল্লাহ বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা গণনা করতাম। অপর বর্ণনায় আমরা দেখতাম মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হওয়া এবং নিয়াহার দাফনের খানা পাকানো।

ইমাম নববী স্বীয় আল মাজমু গ্রন্থে ৫/৩০৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ আর সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বসার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী এবং লেখক ও সমস্ত সাথীবৃন্দ তার মাকরুহ হওয়ার উপর দলীল পেশ করেছেন। তারা বলেন ঃ সান্তনা দেয়ার জন্য বসা থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, কোন বাড়ীতে মৃত ব্যক্তির পরিবার একত্রিত হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি সান্তনা দেয়ার ইচ্ছা করে সে তাদের কাছে যাওয়ার মনস্থ করবে। তারা বলেন বরং উচিত হবে যে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় নিয়ে যাবে। সুতরাং যে তাদের কাছে আসবে সে তাদেরকে সান্ত্বনা দিলো। আর সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বসা মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আর ইমাম শাফিয়ী দলীল পেশ করেছেন কিতাবুর উম্মে (১/২৫৮) যেদিকে ইমাম নববী ইঙ্গিত করেছেন ঃ আর আমি মাআতাম অপছন্দ মনে করি, আর তা হলো দলবদ্ধভাবে বসা, যদিও তাদের কান্না না হয়। কেননা, সেটা নতুন করে চিন্তা নিয়ে আসে এবং বোঝাকে ভারী করে যে পাপ কাজ অতিবাহিত হয়েছে তার সাথে।

যেন তিনি জারীরের এ হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম নববী বলেন ঃ আর লেখক ও অন্যান্যরা তার জন্য অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণ

www.QuranerAlo.com

দিয়েছেন আর ওটা হলো মুহদাস (নতুন আবিষ্কৃত)।

আর অনুরূপ ইবনুল হুমাম হিদায়ার শরাহতে (১/৪৭৩) মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে যিয়াফতের খানা তৈরী করা মাকরুহ হওয়ার উপর দলীল পেশ করেছেন এবং তিনি বলেন ঃ এটা নিকৃষ্ট বিদ'আত। আর তা হানাফীদের মাযহাব, যেমন আল ইনসাফে আছে– (২/৫৬৫)।

মাসআলা– ১১৩ ঃ আর শুধু মাত্র সুন্নাত হলো এই যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা ও প্রতিবেশীরা তার পরিবারের জন্য খানা বানাবে, তাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। আর তা আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ ، أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ " .

আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন জা'ফরের নিহত হওয়ার সংবাদ এলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খানা বানাও। কেননা, তাদের নিকট এমন বিষয় উপস্থিত হয়েছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখে বা তাদের নিকট এমন কাজ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখে।

ইমাম শাফিয়ী স্বীয় কিতাব– "উম্মে" (১/২৪৭) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের এটাই সবচেয়ে ভাল যে, যেদিন মারা যায় সেদিন ও রাত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খানা তৈরী করবে, যা দ্বারা তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জাফর থেকে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মাসআলা– ১১৪ ঃ ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানো ও তাকে স্নেহ করা মুস্তাহাব।

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : " لَوْ رَأَيْتُنِي وَقُثَمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ ، إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ : إِرْفَعُوْا هَذَا إِلَي ، قَالَ فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ، وَقَالَ : لِقُثَمَ : إِرْفَعُوْا هَذَا إِلَيَّ ، فَحَمَلَهُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمَ ، فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ قُثَمًا وَتَرَكَهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَسَحَ عَلَي رَأْسِي ثَلَاثًا ، وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ : " اَللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ " . قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : مَا فَعَلَ قُثَمُ ؟ قَالَ : اسْتَشْهَدَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ بِالْخَيْرِ . قَالَ : أَجَلْ " .

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যদি আমাকে এবং কুসাম ও ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস আমি দেখতাম এমন অবস্থায় যে, আমরা বাচ্চারা খেলছি এমতাবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহীতে করে যাচ্ছিলেন। অতঃপর বললেন ঃ একে আমার নিকট উঠাও, তিনি বললেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার সামনে বহন করলেন। আর কুসামকে বললেন ঃ একে আমার নিকট উঠাও। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পিছনে বহন করলেন। আর ওবায়দুল্লাহ আব্বাসের নিকট কুসাম হতে অধিক প্রিয় ছিল, সুতরাং তিনি তার চাচা থেকে লজ্জাবোধ করেননি যে, তিনি কুসামকে বহন করবেন এবং ওবায়দুল্লাহকে ছেড়ে দিবেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় তিনবার মাসাহ করলেন এবং যখন মাসাহ করলেন তখন বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি জা'ফরের ছেলের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হোন।

www.QuranerAlo.com

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহকে বললাম, কুসাম কী করলো? তিনি বললেন, শহীদ হয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোর ব্যাপারে বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যা দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে।

মাসআলা– ১১৫ ঃ মৃত ব্যক্তি কতিপয় বিষয়ের মাধ্যমে অন্যের আমর হতে উপকৃত হয়।

প্রথমতঃ তার জন্য মুসলিম ব্যক্তির দু'আ। যখন তার মধ্যে দু'আ গৃহীত হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার বাণীর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন ঃ

{وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ}

আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনিতো দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আল-হাশর– ১০ আয়াত)

এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে এবং তার কিছু পূর্বে বর্ণনা হয়েছে। আর কিছু হাদীস যিয়ারাতুল কুবুরে আসবে এবং তাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ ও সে ব্যাপারে তার নির্দেশ। আর সেই হাদীসের মধ্যে থেকে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ "

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : " لَوْ رَأَيْتُنِي وَقُثَمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ ، إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ : إِرْفَعُوا هَذَا إِلَي ، قَالَ فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ، وَقَالَ : لِقُثَمَ : إِرْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ ، فَحَمَلَهُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمَ ، فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ قُثَمًا وَتَرَكَهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَسَحَ عَلَي رَأْسِي ثَلاَثًا ، وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ : " اَللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ " . قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : مَا فَعَلَ قُثَمُ ؟ قَالَ : اسْتَشْهَدَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ بِالْخَيْرِ . قَالَ : أَجَلْ " .

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যদি আমাকে এবং কুসাম ও ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস আমি দেখতাম এমন অবস্থায় যে, আমরা বাচ্চারা খেলছি এমতাবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহীতে করে যাচ্ছিলেন। অতঃপর বললেন ঃ একে আমার নিকট উঠাও, তিনি বললেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার সামনে বহন করলেন। আর কুসামকে বললেন ঃ একে আমার নিকট উঠাও। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পিছনে বহন করলেন। আর ওবায়দুল্লাহ আব্বাসের নিকট কুসাম হতে অধিক প্রিয় ছিল, সুতরাং তিনি তার চাচা থেকে লজ্জাবোধ করেননি যে, তিনি কুসামকে বহন করবেন এবং ওবায়দুল্লাহকে ছেড়ে দিবেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় তিনবার মাসাহ করলেন এবং যখন মাসাহ করলেন তখন বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি জা'ফরের ছেলের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হোন।

www.QuranerAlo.com

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহকে বললাম, কুসাম কী করলো? তিনি বললেন, শহীদ হয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোর ব্যাপারে বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যা দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে।

মাসআলা- ১১৫ ঃ মৃত ব্যক্তি কতিপয় বিষয়ের মাধ্যমে অন্যের আমর হতে উপকৃত হয়।

প্রথমতঃ তার জন্য মুসলিম ব্যক্তির দু'আ। যখন তার মধ্যে দু'আ গৃহীত হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার বাণীর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন ঃ

{وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ}

আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনিতো দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আল-হাশর- ১০ আয়াত)

এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে এবং তার কিছু পূর্বে বর্ণনা হয়েছে। আর কিছু হাদীস যিয়ারাতুল কুবুরে আসবে এবং তাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ ও সে ব্যাপারে তার নির্দেশ। আর সেই হাদীসের মধ্যে থেকে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ "

www.QuranerAlo.com

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস যা তাকে শক্তিশালী করেছে এমন কিছু নির্দিষ্ট হাদীস যা মৃত ব্যক্তিরসহ সন্তানের আমলের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে এসেছে। যেমন সাদাকা, রোযা, গোলাম আযাদ করা ইত্যাদি। তার কতিপয়।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ رَجُلاً قَالَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوْصِ ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَتَصَدَّقَ عَنْهَا " .

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; একদা এক ব্যক্তি বলল ঃ আমার মা হঠাৎ মারা গেছে এবং কোন অসিয়াত করেননি। আর আমি ধারণা করি যে, সে যদি কথা বলতো তাহলে সাদাকা করতো। সুতরাং তার পক্ষ থেকে যদি আমি সাদাকা করি তাহলে তার কি কোন সাওয়াব হবে এবং আমার কোন সাওয়াব হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অতঃপর সে তার পক্ষ থেকে সাদাকা করলো।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامُ خَمْسِيْنَ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ ، رَقَبَةً ، وَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو قَالَ : حَتَّي أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامًا اعْتَقَ عَنْهُ

www.QuranerAlo.com

خَمْسِيْنَ ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ ، أفَاعْتِقُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، (وفي رواية) : فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ " .

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আস বিন অয়েল আস সাহমী তার পক্ষ থেকে শত গোলাম আযাদ করার অসিয়াত করেছেন। অতঃপর তার ছেলে হিশাম ৫০টি গোলাম আযাদ করলো। আর তার অপর ছেলে আমর তার পক্ষ থেকে বাকী ৫০টা গোলাম আযাদ করার ইচ্ছা করলো। সে বলল ঃ যতক্ষণ আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস না করবো। অতঃপর সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলো এবং বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা একশত গোলাম আযাদ করার অসিয়াত করে গেছেন। আর হিশাম তার পক্ষ থেকে ৫০টি গোলাম আযাদ করেছে। আর তার উপর ৫০টি অবশিষ্ট আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করে দিবো? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বস্তুত সে যদি মুসলিম হয়ে থাকে আর তোমরা তার পক্ষ থেকে আযাদ কর অথবা সাদাকা কর অথবা তার পক্ষ থেকে হাজ্জ কর তাহলে তার কাছে এগুলোর সাওয়াব পৌঁছবে। অন্য বর্ণনায় আছে– যদি সে তাওহীদ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, অতঃপর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা কর বা সাদাকা কর তাহলে সেটা তাকে উপকার দিবে।

(৫) মৃত ব্যক্তি তার পিছনে আমল ও চলমান সাদাকা হতে যা রেখে গেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

{وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ} ، وَقَوْلُهُ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ

www.QuranerAlo.com

أشْيَاءِ إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ " .

আর আমি লিপিবদ্ধ করবো যা তারা আগে প্রেরণ করেছে আর তাদের পেছনের আমলসমূহ।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়– চলমান সাদাকা, এমন বিদ্যা যার দ্বারা উপকার অর্জন করা হয় অথবা সৎ ছেলে তার জন্য দু'আ করে।

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ ، فَجَاءَهُ أقْوَامٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِيْ النِّمَارِ أوْ الْعَبَاءِ ، مُتَقَلِّدِيْ السُّيُوْفِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أزُرٌ وَلاَ شَيْئٌ غَيْرِهَا عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرٍ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍ ، فَتَمَعَّرَ(وفي رواية : فَتَغَيَّرَ – وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ) وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَأمَرَ بِلاَلاً فَأذَّنَ وَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَراً صَغِيْرًا ، ثُمَّ خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : أمَّا بَعْدُ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ فِيْ كِتَابِهِ : (يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ، وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ، وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأرْحَامَ ، إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) ، وَالآيَةَ

الَّتِيْ فِيْ " اَلْحَشْرِ " : " يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوْا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ . وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ . لاَ يَسْتَوِيْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ) . تَصَدَّقُوْا قَبْلَ أَنْ يُّحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ شَعِيْرِهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلاَ يُحْقِرُنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَأَبْطَؤُوْا حَتَّى بَانَ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرَقٍ (وفي رواية : مِنْ ذَهَبٍ) كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، فَنَاوَلَهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ، فَقَبَضَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَى ، ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارِ فَأَعْطَوْا ، ثُمَّ تَتَابَعُ النَّاسُ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَمِنْ ذِيْ دِيْنَارٍ ، وَمِنْ ذِيْ دِرْهَمٍ ، وَمِنْ ذِيْ ، وَمِنْ ذِيْ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ،

www.QuranerAlo.com

حَتَّى رَأَيْتَ وَجْهَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مَذْهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً فِيْ الْإِسْلَامِ سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَ مِثْلَ وِزْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ " ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ : (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ) ، قَالَ : فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ " .

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একদা দিনের প্রথমাংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। অতঃপর তার কাছে কাওম বা গোত্র জুতা ও শরীরের পোশাক ছাড়া, চাদর পরিধান অবস্থায় বা দাগ কাটা চাদর, তরবারী ঝুলন্ত করা অবস্থায় আসলো, তাদের উপর লুঙ্গি ছাড়া [অন্য কিছু ছিল না] তাদের মুযার কিবলার সাধারণ জনগণ বরং তারা সবাই মুযার কিবলার। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল যখন তাদের দরিদ্রতা দেখলেন। তিনি প্রবেশ করলেন, তারপর বের হলেন। অতঃপর বেলালকে আদেশ দিলেন। বিলাল আযান দিলেন এবং তিনি জোহরের সলাত পড়লেন। অতঃপর ছোট একটি মিম্বারে চড়লেন এবং ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আম্মা বাদ নিশ্চয় আল্লাহ তার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন ঃ "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীণীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট

www.QuranerAlo.com

প্রার্থনা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন"। সূরা হাশরে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামী কালের জন্য সে কী প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম"।

সাদাকা এবং তোমাদের মধ্যে আড়াল হওয়ার পূর্বে সাদাকা কর। এক ব্যক্তি তার দিনার থেকে, দিরহাম থেকে, কাপড় থেকে এবং এক সা গম থেকে সাদাকা করলেন। (তার জব থেকে) তার এক সা খেজুর থেকে, এমনকি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সাদাকার কোন জিনিসকে তুচ্ছ মনে না করে, যদিও একটুকরা খেজুর হয়। তোমরা ঠাণ্ডা কর; কেননা, তার চেহারায় রয়েছে ক্রোধ বা রাগ।

তিনি বলেন ঃ অতঃপর আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি চাঁদির থলে নিয়ে আসলেন, অন্য বর্ণনায় আছে (স্বর্ণের থলে) থলেটি নিয়ে আসতে তার হাত অপারগ হওয়ার উপকর্ম হলো বরং অপারগ হয়ে গেল। অতঃপর তা সে রাসূলকে মিম্বারে চড়া অবস্থায় দিল আর বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা আল্লাহর রাস্তায়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে নিলেন। তারপর আবূ বাকর দাঁড়ালেন এবং দান করলেন। এরপর উমার (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং দান করলেন। অতঃপর মুহাজিরগণ ও আনসারগণ দাঁড়ালেন এবং দান করলেন। এরপর মানুষেরা সাদাকা করতে অনুসরণ করলো। স্বর্ণমুদ্রা, চান্দি মুদ্রা এবং অন্যান্য মালিকদের মধ্যে হতে এমনকি আমি খাদ্য ও পোশাকের দু'টা টিলা সদৃশ্য দেখলাম এবং এমনকি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা চমকাচ্ছে যেন তা স্বর্ণময় উজ্জ্বল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি দীন ইসলামে

www.QuranerAlo.com

একটি ভাল সুন্নাত চালু করলো তার জন্য সাওয়াব রয়েছে, অনুরূপ তারপরে যে ব্যক্তি তার উপর আমল করবে তার সাওয়াবের ন্যায়। তাদের কারও নেকী থেকে কিছুই কমানো ব্যতীতই। আর যে ব্যক্তি দীন ইসলামে খারাপ নীতি চালু করলো সে তার পাপ পাবে, অনুরূপ যে ব্যক্তি তার পরে তার উপর আমল করবে তারও পাপের ন্যায়। তাদের কারও পাপ কমানো ব্যতীতই। অতঃপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (আর আমি তাদের পূর্বের কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি) রাবী বলেন ঃ অতঃপর তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

কবর যিয়ারত করা ঃ

মাসআলা– ১১৬ ঃ নসীহত উপলব্ধির জন্য এবং কিয়ামাত স্মরণের জন্য কবর যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মতি দিয়েছে। শর্ত হলো, সেখানে এমন কোন কথা বলবে না যার দ্বারা আল্লাহ রাগান্বিত হন। যেমন, কবরস্থ ব্যক্তিদের কাছে দু'আ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা তার নামে কুরবানী করা এবং তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা দেয়া এবং অনুরূপ আর এ ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস আছে। এখানে এতগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি চায় তাহলে মূল কিতাবে যেন দেখে নিবে।

মাসআলা– ১১৭ ঃ পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের কবর যিয়ারত মুস্তাহাবের ব্যাপারে কয়েকটি দিক রয়েছে।

প্রথম ঃ আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ বাণী ঃ

" ... فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ "

তোমরা কবর যিয়ারত করো।

সুতরাং মহিলারাও তার মধ্যে শামীল হয়েছে। আর বর্ণনা হচ্ছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম যুগে যখন কবর যিয়ারত করা হতে নিষেধ করেছিলেন, তখন তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় নিষিদ্ধতা পুরুষ ও মহিলা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু

www.QuranerAlo.com

যখন তিনি বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। তো অবশ্যই এটা বুঝা গেছে যে, তিনি দু' জাতিকেই উদ্দেশ্য করে প্রথম যুগে তাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছিলেন তার সংবাদ দেন। সুতরাং যখন আসল ব্যাপারটি এরূপ, তাহলে নিশ্চয় দ্বিতীয় হাদীসের বাক্যটির সম্বোধন যেটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– "অতএব তোমরা যিয়ারত করো" দ্বারা তিনি (পুরুষ ও মহিলা) দু' জাতিকেই উদ্দেশ্য করেছেন।

আর তাকে শক্তিশালী করে উল্লেখিত বাকী ফেলসমূহের সম্বোধনটি। তার বর্ণনায় ঃ

" وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلاَّ فِيْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِيْ الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا "

তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি রাখতে নিষেধ করেছিলাম তাই এখন তোমরা অবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে জমা করে রাখো। আর আমি তোমাদেরকে মশক ব্যতীত অন্য কিছুতে নাবীয পান করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, তাই তোমরা এখন সমস্ত পাত্রে পান করো আর নেশার দ্রব্য পান করো না।

আর আমি বলব ঃ এ সমস্ত ফেলসমূহে সম্বোধনটি অবশ্যই দু' জাতির কথা স্পষ্ট করে যেমন এ ব্যাপারটি প্রথম সম্বোধনে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। যদি বলা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে তোমরা কবর যিয়ারত করো সম্বোধনটি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, তাহলে বাক্যের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে, তার মাধুর্য চলে যাবে। যাকে যাওয়ামিউল কালিম দেয়া হয়েছে তাঁর সাথে যেই আদেশটি মিলানো উচিত হবে না এবং তাঁর চেয়ে আরবী ভাষায় কে বেশি সুভাষী। আর একে আরও বেশি শক্তিশালী করে সামনের দিকগুলো।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় ঃ যে কারণে কবর যিয়ারত করা শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে। তার মধ্যে পুরুষদের সাথে তাদের অংশগ্রহণ করা। কেননা, তা অন্তরকে সদয় করে এবং চোখকে অশ্রুবহুল করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করে দেয়।

তৃতীয় ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি হাদীসে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন, যে দু'টি হাদীসকে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রাঃ) আমাদের জন্য মুখস্থ করেছেন।

১। আব্দুল্লাহ বিন আবী মুলাইকা (রাঃ)-এর হাদীস।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : " أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : أَلَيْسَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا " . وفي رواية عَنْهَا : " أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ " .

আব্দুল্লাহ বিন আবী মুলাইকা হতে বর্ণিত; একদা আয়িশা (রাঃ) কবরস্থান থেকে আসলেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথা হতে আসলেন? তিনি বললেন ঃ আব্দুর রহমান বিন আবী বকর এর কবর হতে। আমি তাঁকে বললাম ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতঃপর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.com

২। মুহাম্মাদ বিন কাইস বিন মাখকামা বিন মুত্তালিব (রাঃ)-এর হাদীস ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي ؟ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا : بَلَى قَالَتْ : " لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي ، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثُمَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رَقَدْتُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً ، وَانْتَعَلَ رُوَيْداً، فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْداً ، فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْداً ، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ ، وَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ ، فَسَبَقْتُهُ ، فَدَخَلْتُ ، فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْجَعْتُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ : مَالَكَ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لاَ شَيْئَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَتُخْبِرُنِي أَوْ لَيُخْبِرُنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَالَتْ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ : فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي

www.QuranerAlo.com

رَأَيْتُهُ أَمَامِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي ، ثُمَّ قَالَ : أَظَنَنْتَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتْ : مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسَ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، قَالَ : نَعَمْ،

قَالَ : فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتَ فَنَادَانِي - فَأَخْفَاهُ مِنْكَ ، فَأَجَبْتُهُ ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ ، وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ ، وَظَنَنْتُ أَنَّ قَدْ رَقَدْتَّ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوحِشِي - فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ،

قَالَتْ : قُلْتُ : كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قُولِي : " السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ " .

মুহাম্মাদ বিন কাইস বিন মাখরামা বিন মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি একদা বলেন ঃ আমার কাছ থেকে এবং আমার মার কাছ থেকে কি তোমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করবো না? আমরা ধারণা করলাম যে, তার যে মা তাকে জন্ম দিয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করছে। সে বলল ঃ আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার কাছ থেকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেবো না? আমরা বললাম- হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমার এক রাতে এমন হয়েছিল যে, রাত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে ছিলেন তিনি পরিবর্তন হলেন। তারপর তার চাদর রাখলেন এবং তার জুতা খুললেন ও তাঁর

www.QuranerAlo.com

পায়ের কাছে রাখলেন এবং লুঙ্গীর কোণ তার বিছানার উপর বিছালেন। অতঃপর শয়ন করলেন এবং আমি যতক্ষণ ঘুম না গেলাম ততক্ষণ তিনি অবস্থান করলেন। তারপর আস্তে করে তার চাদর নিলেন ও আস্তে করে জুতা পরলেন এবং আস্তে করে দরজা খুললেন। অতঃপর বের হলেন এবং আস্তে করে দরজা বন্ধ করলেন। অতঃপর আমার বর্ম আমার মাথায় পরলাম এবং উড়না গায়ে দিলাম এবং আমার পোশাক পরিধান করলাম এবং তাঁর পিছনে চললাম এমনকি তিনি বাকী গোরস্থানে গমন করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং অনেক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর তিনবার হাত উত্তোলন করলেন, অতঃপর তিনি ফিরলেন আমিও ফিরলাম এবং তিনি তাড়াতাড়ি করলেন আমিও তাড়াতাড়ি করলাম। আর তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমিও লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে লাগলাম। তিনি উপস্থিত হলেন, আমিও উপস্থিত হলাম এবং আমি তাঁর আগে চলে গেলাম এবং বাড়ীতে প্রবেশ করলাম, তারপর শয়ন করলাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং বলেন ঃ হে আয়িশা! তোমার কী হয়েছে তোমার পিছনের কাপড় ঢিলা? তিনি বলছেন, আমি বললাম ঃ কিছু না (হে আল্লাহর রাসূল) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,ঃ আমাকে খবর দাও তা না হলে সূক্ষ্ম খবর দাতা আমাকে খবর দিবেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। অতঃপর তাকে আমি খবর দিলাম (জানালাম)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি হলে ঐ অস্তিত্ব যাকে আমি আমার সামনে দেখেছি? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আমার বুকে একটি ঘুষি মারলেন যা আমাকে বেদনা দিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অবিচার করবেন? তিনি (আয়িশা) বললেন ঃ মানুষ যেখানেই কথা বলুক না কেন আল্লাহ কি তা জানেন? (তিনি বললেন) হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ তুমি যখন দেখেছিলে তখন জিবরাঈল এসে আমাকে ডেকেছিল। আর সে ডাক তোমার কাছে গোপন

www.QuranerAlo.com

করেছে। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি সে ডাকের কথা তোমার হতে গোপন করলাম এবং তার প্রবেশ করা উচিত ছিল না যেহেতু তুমি তোমার পোষাকাদি রেখে দিয়েছিলে ও আমি ধারণা করেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। তোমাকে ডাকা অপছন্দ করলাম। আমার ভয় হয়েছিল যে তুমি যদি ভয় পাও। অতঃপর বললেন ঃ তোমার প্রভু তোমাকে আদেশ করছেন বাকীবাসীর নিকট এসে তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমি তাদের জন্য কিভাবে ক্ষমা চাব? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ

" اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ "

মু'মিন মুসলিমদের মাঝে যারা কবরবাসী তাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার উপর আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।

১১৮। কিন্তু মহিলাদের বেশী বেশী ও পুনঃপুনঃ কবর যিয়ারত করা বৈধ নয়। কেননা, কবর যিয়ারত মহিলাদেরকে শরীয়ত বিরোধী কাজের দিকে ধাবিত করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– কবরে কান্নাকাটি, বেহায়াপনা, কবরকে বিনোদনের জায়গা বানানো, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় সময় নষ্ট। যেমন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। আর হাদীস দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

" لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ : لَعَنَ اللهُ) زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ "

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন– অন্যস্থানে বলা হয়েছে, আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন বেশী বেশী কবর যিয়ারত কারিণী মহিলাদেরকে।

www.QuranerAlo.com

ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ

" اَللَّعْنُ الْمَذْكُوْرُ فِي الْحَدِيْثِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُكْثِرَاتِ مِنَ الزِّيَارَةِ ، لِمَا تَقْتَضِيْهِ الصِّيْغَةُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يفضي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيْعِ حق الزوج والتبرج ، وَمَا يَنْشَأُ مِنَ الصِّيَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِذَا أمن جميع ذَلِكَ فَلاَ مَانِعَ من الأذن لهن ، لأَنَّ تَذْكَرَ الْمَوْتِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ "

হাদীসে উল্লেখিত অভিশাপ সেটা কেবলমাত্র বেশী বেশী যিয়ারাতকারিণী মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। যা মুবালাগার সিগা দ্বারা বুঝা যায়। সম্ভবত কারণ হচ্ছে এটা স্বামীর অধিকার নষ্ট ও সৌন্দর্য প্রদর্শনীর দিকে ধাবিত করে এবং সমস্ত হৈ চৈ, কান্না-কাটি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ যদি এগুলোর কোনটিই সংঘটিত না হয় তাহলে তাদের অনুমতি দিতে বাধা নেই। কেননা, মৃত্যুকে স্মরণ করা নারী ও পুরুষ সবার জন্যই দরকার।

ইমাম শাওকানী তার বিখ্যাত গ্রন্থ নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

" وَهٰذَا الْكَلاَمُ هُوَ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ اعْتِمَادُه فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيْثِ الْبَابِ الْمُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ "

পরস্পর বিরোধী যে সমস্ত হাদীস আছে তার মাঝে সামঞ্জস্য করার জন্য এ কথার উপর নির্ভর করা উচিত।

মাসআলা– ১১৯ ঃ যে ব্যক্তি অমুসলিম অবস্থায় মারা গেছে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য তার কবর যিয়ারত করা বৈধ। এটা আবূ হুরাইরা ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

www.QuranerAlo.com

عن أبي هريرة : " زَارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّه ، فَبَكَى ، وَأَبْكَى مِنْ حَوْلِه ، فقالَ : " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، واستأذنتُهُ في أن أَزُوْرَ قبرَهَا فأُذِنَ لي ، فزُوروا القُبورَ فإنها تُذكِّرُ المَوتَ " .

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মার কবর যিয়ারত করেছিলেন। অতঃপর তিনি কেঁদেছেন এবং আশেপাশে যারা ছিল তাদের কাঁদিয়েছেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি আমার মার ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। অতঃপর আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, এটা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য দু'টি ঃ

(১) মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির কথা স্মরণ করে উপকৃত হওয়া– তারা জান্নাতের বাসিন্দা হোক বা জাহান্নামের। এটাই হচ্ছে প্রথম উদ্দেশ্য যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

(২) মৃত ব্যক্তির উপকার করা। তার উপর সালাম দেয়া ও ইহসান করার দ্বারা তাদের জন্য দু'আ, ক্ষমা প্রার্থনা করা। এটা মুসলিমদের জন্য খাস। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে কতিপয় উল্লেখ করা হলো ঃ

১ম :

" اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ غَداً مُؤَجَّلُوْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ "

মু'মিন মুসলিম কবরবাসীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক আমরা ও তোমরা আর আগামীদিনের যে ওয়াদা নির্ধারিত। আমাদের পূর্ববর্তী পরবর্তীদেরকে (রহম) দয়া করবেন। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! বাকী গারকাদ কবরবাসীদের ক্ষমা কর।

২য় :

" اَلسَّلَامُ عَلٰى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ "

মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ রহম করুন আমাদের অগ্রবর্তীদের এবং পরবর্তীদের। আল্লাহ চাহেতো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

" السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ "

মু'মিন মুসলিম কবরবাসীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা (ইনশাআল্লাহ) আল্লাহ চাহেন তোমাদের সাথে মিলিত হব। তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আমরা তোমাদের অনুগামী। আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

মাসআলা– ১২০ ঃ কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন পড়া সুন্নাত– এর কোন ভিত্তি নেই। বরং পূর্বের উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা শরীয়ত গর্হিত কাজ বলেই প্রমাণিত হব। যদি শরীয়তসম্মত হত তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই এটা নিজে করতেন এবং এর শিক্ষা সাহাবায়ে কিরামকে দিতেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আয়িশা (রাঃ) যিনি সকল মানুষের চাইতে নাবীর কাছে প্রিয় মানুষ কবর যিয়ারত করার

www.QuranerAlo.com

সময় কী বলতে হবে তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন সালাম দেয়া, দু'আ করা। কিন্তু সূরা ফাতিহা বা কুরআন থেকে অন্য কিছু পড়ার তো শিক্ষা দেননি। যদি কবরে কুরআন পড়া শরীয়ত সম্মত হত তাহলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা আয়িশা হতে গোপন করতেন না। যেমন ইলমে উসুলে প্রমাণিত হয়েছে প্রয়োজনীয় সময়ে কথা স্থগিত করা বৈধ নয়। তাহলে কবরে কুরআন পড়া কী করে গোপন হতে পারে? যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের এ ব্যাপারে কোন কিছু শিক্ষা দিতেন, তাহলে আমাদের নিকট লিখিতভাবেই আসত। যেহেতু এটা নির্ভরযোগ্য কোন সনদ দ্বারা লিখিতভাবে পৌঁছেনি, স্বভাবতই প্রমাণিত হয় যে এধরনের কোন আমল সে যুগে সংঘটিত হয়নি।

এটা শরীয়ত সম্মত না হওয়ার ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "

তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিয়ে নিওনা। যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পড়া হয় সে ঘর হতে শয়তান পলায়ন করে। এর দ্বারা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন ঐ দিকে যে, নিশ্চয় কবরস্থান কুরআন পড়ার স্থান নয়। এজন্যই কুরআন পড়া বাড়ীর মধ্যে নির্দিষ্ট করেছেন। আর বাড়ীকে কবরস্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। কেননা, কবরস্থানে কুরআন পড়া হয় না।

যেমনিভাবে অপর হাদীসে ইশারা করেছেন যে, কবরস্থান সলাতেরও স্থান নয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

" صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "

তোমরা (সুন্নাত বা নফল) সলাত বাড়িতে পড়। আর বাড়ীকে কবর বানিয়ে নিও না।

www.QuranerAlo.com

ইমাম বুখারী এ ব্যাপারে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়– কবরস্থানে নামায পড়া অপছন্দনীয় (باب كراهية الصلاة في المقابر)

এটা দ্বারা তিনি ইশারা করেছেন যে, কবরস্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এমনিভাবে ইতিপূর্বে যে হাদীস অতিবাহিত হয়েছে তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরস্থানে কুরআন পড়া অপছন্দনীয় (নিষিদ্ধ)। এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এজন্যই সমস্ত পূর্বসূরীদের (সালাফীদের) মাযহাব ছিল, কবরে কুরআন পড়া অপছন্দনীয় কাজ। আর এ মতের অনুসারী ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), মালিক (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ)। ইমাম আবূ দাঊদ তার গ্রন্থ মাসায়েল এর ১৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

" سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ ؟ فَقَالَ : لاَ "

আমি ইমাম আহমাদ হতে শুনেছি তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কবরের কাছে কুরআন পড়া বৈধ কি না? অতঃপর তিনি বললেন ঃ না।

মাসআলা– ১২১ ঃ কবরে দু'আ করার সময় দু'হাত তুলা জায়িয আছে। যা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

عن عائشة رضى الله عنها " خَرَجَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فارسلتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِه لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ؟ قَالَتْ : فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِيْ أَدْنَى الْبَقِيْعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيْرَةَ ، فَأَخْبَرَتْنِيْ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ الله أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : " بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيْعِ لأُصَلِّى عَلَيْهِمْ "

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ কোন এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন তিনি কোথায় যান তা

www.QuranerAlo.com

দেখার জন্য তাঁর পিছনে বারিরাকে পাঠালাম। বারিরা বললেন ঃ তিনি বাকী কবরস্থানের দিকে গিয়েছেন। তিনি বাকীর নিকটে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁর দু'হাত উঠালেন। তারপর ফিরে আসলেন। বারিরাও আমার নিকট ফিরে এসে খবর দিল। যখন সকাল হলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাতে কোথায় বের হয়েছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বাকী কবরবাসীর দু'আ করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলাম।

মাসআলা– ১২২ ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী কবরস্থানে দু'আ করার সময় কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেননি। বরং তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেছিলেন। যা প্রমাণিত হয় তাঁর কবরের দিকে ফিরে সলাত পড়তে নিষেধ করা হতে। কেননা, দু'আ হচ্ছে সলাতের মগজ ও অন্তর। এটা প্রসিদ্ধ যে, সলাতের যে হুকুম দু'আরও একই হুকুম এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ " (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ)

দু'আই হচ্ছে ইবাদত। তারপর তিনি কুরআন মাজীদ হতে পড়লেন, তোমাদের প্রভু বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে দু'আ কর আমি সাড়া দিব।

মাসআলা– ১২৩ ঃ কাফিরদের কবর যিয়ারত করলে তাদের উপর সালাম দেয়া যাবে না। তাদের জন্য দু'আ করা যাবে না। বরং তাদেরকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিতে হবে। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসের হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই নির্দেশ দিয়েছেন।

عن سعد بن أبي وقاص قال : " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ أَبِيْ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وكان،

www.QuranerAlo.com

فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : "فِي النَّارِ . فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَيْنَ أَبُوْكَ ؟ قَالَ : " حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ " . قَالَ : فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَلَّفَنِيْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم تَبْعًا مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلاَّ بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ .

সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন গ্রাম্যলোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল ঃ আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন, তিনি মারা গিয়েছেন। তিনি বর্তমানে কোথায় আছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জাহান্নামে। এ কথা শুনে মনে হচ্ছিল গ্রাম্য লোকটি দুঃখ পেয়েছে। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পিতা কোথায়? তিনি বলেছেন ঃ যখনই তুমি কাফেরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে তখন তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিবে। রাবী বলেন ঃ গ্রাম্য লোকটি এরপর ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আমার উপর এ কষ্টটি চাপিয়ে দিয়েছেন যে, যে কাফেরেরই কবর অতিক্রম করবে জাহান্নামের সুসংবাদ দিবে।

মাসআলা– ১২৪ ঃ জুতা পরিধান করে মুসলমানদের কবরের মাঝে চলাফেরা করা বৈধ নয়। যা বাশীর বিন হানযালার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عن بَشِيرِ بن الحَنْظَلِي قَالَ : " بَيْنَا أَمَاشِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ... أَتَى عَلَى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ... فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِيْ إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِيْ بَيْنَ الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ : " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَتَيْنِ أَلْقِ

www.QuranerAlo.com

سَبْتِيَتَكَ " . فَنَظَرَ ، فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَرَمَى بِهِمَا "

বাশীর বিন হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটাহাঁটি করতে ছিলেন হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মুসলিমদের কবরস্থানে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি তার নিকটে দৃষ্টি ফেললেন তখন তিনি দেখলেন এক লোক কবরের মাঝে জুতা পায়ে ঘুরাঘুরি করছেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে জুতাওয়ালা! তোমার জুতা ফেলে দাও।

অতঃপর লোকটি তাকাল যখন সে চিনতে পারল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, সে তার জুতা ফেলে দিল।

মাসআলা- ১২৫ ঃ গুল্ম (কাণ্ডহীন গাছ) গোলাপ ইত্যাদি সুগন্ধিযুক্ত কোন কিছু কবরে রাখা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা, এটা সালাফীদের (পূর্বসুরী) আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি এটা মঙ্গলজনক কাজ হতো তাহলে এরাই এ কাজে আমাদের চাইতে অগ্রগামী হতেন।

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً "

উমর (রা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী, যদিও মানুষ ভাল মনে করে।

কবরের পার্শ্বে যা করা অবৈধ (হারাম)

মাসআলা- ১২৬ ঃ নিম্নোল্লেখিত কাজগুলি কবরের পাশে করা হারাম ঃ

(১) কবরের পাশে আল্লাহর নামে জবেহ করা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ " لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ "

"ইসলামে কোন আকার (জবেহ) নেই।"

www.QuranerAlo.com

আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম বলেন ঃ "জাহিলী যুগে মানুষ কবরের পাশে গরু অথবা ছাগল জবেহ করত।"

(২) কবর হতে বের হওয়া মাটিতে যতটুকু উঁচু হয় তার চেয়ে বেশী উঁচু করা।

(৩) কবর লেপ (প্লাস্টার) করা, চুন অথবা অনুরূপ কোন জিনিস দ্বারা রং করা।

(৪) কবরের উপরের লেখা (নেমপ্লেট বসানো)।

(৫) কবরের উপরের ঘর নির্মাণ করা।

(৬) কবরের উপরে বসা। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : " نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرَ ، وَأَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُّبْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ "

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চুনকাম (রং) করতে নিষেধ করেছেন এবং তার উপর বসতে, ঘর নির্মাণ করতে (কবরের উপরিভাগ উঁচু করাতে) (এবং তার উপর লিখতে)-ও নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَهُوَ الْخُدْرِىُّ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُّبْنٰى عَلَى الْقَبْرِ "

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : " قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

www.QuranerAlo.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً وَفِيْ رِوَايَةٍ : صُوْرَةً فِيْ بَيْتٍ إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفًا سَوَّيْتَهُ "

আবূ হাইয়াজ আসাদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আলী বিন আবূ তালেব (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে ঐ কাজে প্রেরণ করব না যে কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তুমি কোন মূর্তি (অপর বর্ণনায় ঃ ছবি) কোন ঘরে পেলে তাকে না মুছে বা না মিশিয়ে ছাড়বে না। আর উঁচু কবরকে সমান করা ব্যতীত ছাড়বে না।

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَّيٍ قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى أَرْضِ الرُّوْمِ ، وَكَانَ عَامِلاً لِمُعَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ ، (وفي رواية : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّوْمِ ، وَعَلَى ذٰلِكَ الْجَيْشِ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيْ) ، فَأُصِيْبَ ابْنُ عَمٍّ لَّنَا بِـ (رُوْدَسٍ) فَصَلَّى عَلَيْهِ فُضَالَةَ ، وَقَامَ عَلَى حَفْرَتِهِ حَتَّى وَارَاهُ ، فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ حَفْرَتَهُ قَالَ : أَخِفُّوْا عَنْهُ (وفي الرواية الأخرى : خَفِّفُوْا عَنْهُ) ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ " .

সুমামা বিন শুফ্ফা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা ফুজালা বিন উবাইদের সাথে রোমদেশে যাওয়ার জন্য বের হলাম। তিনি ছিলেন মুয়াবিয়ার দারব অঞ্চলের গভর্নর। (অপর বর্ণনায় আমরা রোমে যুদ্ধ করতে গেলাম। ঐ যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন ফুযালা বিন উবাইদ আনসারী।) আমাদের চাচার ছেলে এক দ্বীপে পৌছলেন। ফুজালা তথায় সলাত পড়লেন। যখন আমরা কবরকে মাটি বরাবর করছিলাম তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কবরের মাটি হালকা করে (কমিয়ে) দাও।

www.QuranerAlo.com

কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কবর মাটির বরাবর করার আদেশ দিতেন।

প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কোন রকম উঁচু করা চলবে না। প্রকৃতপক্ষে এ অর্থ প্রযোজ্য নয়। দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা সুন্নাত। যা পূর্বে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। আর এ অভিমতকে আরো শক্তিশালী করে স্বয়ং ফুজালার কথা ঃ কবর হতে মাটি হালকা কর। তিনি কিন্তু সমস্ত মাটি সরাতে আদেশ করেননি। এভাবেই আলিমগণ ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্য দেখুন মিরকাত ২য় খণ্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتَحْرَقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ (وفي رواية : يَطَأَ) عَلٰى قَبْرٍ "

আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি জ্বলন্ত আগুনের উপর ব'সে তার কাপড় পুড়িয়ে দেয়, আর আগুন তার গায়ে পৌঁছে, তার জন্য বরং ভাল কবরে বসা হতে।

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ أَمْشِيَ عَلٰى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلٰى قَبْرِ مُسْلِمٍ ، وَمَا أُبَالِيْ أَوَسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ "

ওকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অঙ্গার বা তলোয়ারের উপর দিয়া হাঁটাহাঁটি করি। অথবা দু' পা দিয়ে জুতা সেলাই

www.QuranerAlo.com

করি। এটাই আমার নিকট পছন্দনীয় কোন মুসলিমের কবরের উপর চলাফেরার চাইতে এবং আমি কবরের মাঝে বা বাজারের মাসে হাযত পূরণে পরওয়া করি না।

সপ্তম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا "

আবূ মুরসাদ গানবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা কবরের দিকে সলাত পড় না এবং তার উপর বসিও না।"

(৭) কবরে সলাত পড়া ঃ প্রকাশ্য দলীল দ্বারা নিষেধাজ্ঞা বুঝায় কবরের দিকে সলাত পড়া হারাম। এটা নববীর ইচ্ছাধীন।

মানাবী ফায়যুল কাদারে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ সলাতে যেমনি কাবার দিকে মুখ ফিরানো হয় তেমনিভাবে কবরের দিকে মুখ ফিরানো নিষেধ। কেননা, এতে অতি সম্মান দেয়া হয়। যেহেতু এটার আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য।

অতঃপর অন্যস্থানে বলেছেন, কবরের দিকে ঘুরে সলাত পড়া মাকরুহ। যদি মানুষ কবরস্থানে সলাত পড়ে বরকত হাসিল করার ইচ্ছায়। সে যে দীনে বিদআত চালু করল যার হুকুম আল্লাহ দেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাকরুহ তানযিহী।

ইমাম নববী বলেছেন ঃ এমনিভাবে আমাদের সাথীরা বলেছেন ঃ হাদীসে প্রকাশ্য ভাষা অনুযায়ী যদি কেউ একে মাকরুহ তাহরিমী বলেন ঃ তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য নয়। আর কবরস্থানে সলাত পড়া নিষেধের হাদীস দ্বারা মাকরুহে তাহরিমীই অর্থ করা হয়।

বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য যে, উল্লেখিত হারাম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কবরের দিকে মুখ ফিরানো হবে কবরকে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশে তখন তা হবে শির্ক।

www.QuranerAlo.com

শাইখ মোল্লা আলী কারী হানাফী তার মিশকাতের শরাহ "মিরকাত" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এ সম্মান প্রদর্শন যদি প্রকৃতপক্ষে কবর বা কবরবাসীর জন্য হয়, তাহলে মাকরুহে তাহরীমী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"

এর অর্থের মধ্যে উত্তম অর্থ হলো ঃ সেই জানাযা যাকে মক্কাবাসীরা পরীক্ষার জন্য কাবার নিকটে জানাযা রাখে। অতঃপর তার দিকে ফিরে সলাত পড়ে।

(৮) কবরস্থানে সলাত পড়া, যদিও সেদিকে মুখ না ফিরিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَ وَالْحَمَّامَ " .

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীর সমস্ত জায়গায়ই হচ্ছে মাসজিদ (সলাত পড়ার উপযোগী) কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰي عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ " .

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের মাঝে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا "

www.QuranerAlo.com

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সলাতের কিছু অংশ (সুন্নাত, নফল ইত্যাদি) বাড়িতে আদায় কর। আর বাড়ী-ঘরকে কবর বানিয়ে নিও না।

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : " لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يُنَفِّرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْه سُوْرَةُ الْبَقَرَة "

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোকে কবরস্থান বানিয়ে নিও না। যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পড়া হয়, সে ঘর হতে শয়তান পলায়ন করে।

(৯) কবরের উপর ঘর নির্মাণ ঃ

এটা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখ করা হলো।

প্রথম হাদীস ঃ

٢٣٦ . عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰه بْنِ عَبَّاس مَعًا قَالاَ : " لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهه ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهه ، فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ : " لَعْنَةُ اللّٰه عَلَى الْيَهُوْد وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوْا " .

আয়িশা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস একত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হলো তখন তিনি তার মুখের উপর চাদর নিক্ষেপ করলেন। মুখের উপর চাদর দেয়ার কারণে শ্বাস কার্যে যখন কষ্ট হচ্ছিল, তখন তিনি তা তার মুখের উপর হতে উঠালেন। আর এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি

www.QuranerAlo.com

আল্লাহর অভিশাপ তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তিনি তাদের অনুকরণ না করার জন্য সাবধান করলেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا ، لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ "

হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তি বানিও না। আল্লাহ ঐ জাতিকে অভিসম্পাত করেছেন যারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়েছে।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَّمُوْتَ بِخَمْسٍ يَقُوْلُ : " قَدْ كَانَ لِيْ فِيْكُمْ أَخُوَّةٌ وَأَصْدِقَاءُ ، وَإِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يَّكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ ، فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً ، لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً ، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ "

জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে আমার জন্য ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব হয়েছে তোমাদের থেকে আমার বন্ধু হোক, এটা থেকে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কেননা, (বন্ধু) আল্লাহ আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীমকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমি যদি আমার উম্মতের কাউকে বন্ধু করতাম তাহলে অবশ্যই আবূ বাকরকে বন্ধু করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ

www.QuranerAlo.com

তাদের নাবী ও সৎলোকদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে ছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিও না। এটা হতে আমি তোমাদের নিষেধ করছি।

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ "

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট মানুষ সেই যাকে কিয়ামাত গ্রাস করবে এমতাবস্থায় সে জীবিত এবং যে কবরস্থানকে মাসজিদ বানায়।

পঞ্চম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " لَمَّا كَانَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَذَاكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كُنَيْسَةً بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا (مَارِيَةُ) - وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرِهَا . قَالَتْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أُوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ، ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর অসুখে ভুগছিলেন, তখন তাঁর কোন এক স্ত্রী হাবশা (বর্তমানে আবিসিনিয়া) দেশের একটি গীর্জার কথা বর্ণনা করলেন যাকে

www.QuranerAlo.com

মারিয়াহ বলা হত। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবিবা সে সময় হাবশা হতে এসেছিলেন। তারা গীর্জার চাকচিক্য কারুকার্য ছবি বিভিন্ন জিনিসের বর্ণনা দিলেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গীর্জার ছবির লোকগুলো ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎলোক। যখন তারা মারা গেলেন তখন তারা তাদের কবরের উপর মাসজিদ (ঘর) তৈরী করল এবং তাতে ঐ ছবিগুলো অঙ্কণ করল। কিয়ামতের দিন এ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজীব হিসেবে গণ্য হবে।

পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহে কবরকে মাসজিদ বানানোর ব্যাপারটি বিভিন্ন দিক দিয়ে হতে পারে ঃ

(ক) কবরের দিকে মুখ করে সলাত পড়া।

(খ) কবরে সিজদা দেয়া।

(গ) কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ।

আর দ্বিতীয় অর্থ স্পষ্ট। আর অপর অর্থ হলো উভয়কে তার মধ্যে প্রবেশ করানো। পূর্বের হাদীসগুলোতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। আর আমার রচিত কিতাব (تَحْذِيْرُ السَّاجِدِ مَنْ اتَّخَاذَ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ) আলিমদের উক্তি সহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে মাসজিদে নববীতে ঢুকানোর ইতিহাসও উল্লেখ করেছি এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহে যে বৈপরিত্ব আছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সত্ত্বেও মাসজিদে নববীতে সলাত পড়া মাকরুহ হবে না। যদি কেউ বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ঐ কিতাবটি দেখুন।

(১০) কবরকে ঈদের স্থান বানানো। কবরে বিভিন্ন সময়ে ও প্রসিদ্ধ মৌসুমে কবরে যাওয়া। তার পাশে ইবাদত বা অন্য কিছু করা হারাম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا ، وَلاَ تَجْعَلُوا

بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تُبَلِّغُنِيْ "

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কবরকে ঈদগাহ বানিও না। তোমাদের বাড়ী-ঘরকে কবরস্থান বানিও না। তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পড়। তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হবে।

(১১) কবরের উদ্দেশে সফর করা ঃ এ ব্যাপারে বহু হাদীস আছে, তার মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হলো–

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : "لاَ تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ (وفي رواية : إِنَّمَا يُسَافِرُ) إِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْجِدُ الْأَقْصٰى "

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সওয়ারী প্রস্তুত করা যাবে না তিন মাসজিদ ব্যতীত। [অপর বর্ণনায় এসেছে একমাত্র সফর করা যাবে] মাসজিদ হারাম (মক্কা), মাসজিদে নববী (মদীনা) এবং মাসজিদে আকসা (ফিলিস্তিন)।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " لاَ تَشُدُّ (وفي لفظ : لاَ تَشُدُّوْا) الرِّحَالُ إِلاَّ إِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِيْ هٰذَا ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى "

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও (নেকীর) জন্য সফর সরঞ্জাম প্রস্তুত করা যাবে না। [অপর বর্ণনায় এসেছে তোমরা সওয়ারী প্রস্তুত কর না।] তা হলো আমার এ মাসজিদ (মাসজিদে নববী), মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে আকসা।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي بُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَاءَ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : أَقْبَلْتُ مِنَ الطُّوْرِ ، صَلَّيْتُ فِيْهِ ، قَالَ : أَمَا إِنِّيْ لَوْ أَدْرَكْتُكَ لَمْ تَذْهَبْ ، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " لاَ تَشُدُّ الرِّحَالِ إِلاَّ إِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى

আবূ বুসরা গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আসছেন এমন সময় আব্ হুরাইরার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কোথায় থেকে আসলেন? তিনি বললেন ঃ আমি তূর পর্বত হতে আসলাম। আমি তাতে সলাতও পড়েছি। তিনি বললেন ঃ শুনে রাখুন, আমি যদি আপনাকে যাওয়ার সময় পেতাম তাহলে যেতে দিতাম না। নিশ্চয় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি তিন মাসজিদ বাদে অন্য কোথাও সওয়ারী প্রস্তুত করা (যাওয়া) যাবে না তা হলো- মাসজিদে হারাম, আমার এ মাসজিদ (নববী) ও মাসজিদে আকসা।

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ قَزْعَةَ قَالَ : " أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلٰى الطُّوْرِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

www.QuranerAlo.com

" لاَ تَشُدُّ الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى " .

কাযায়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তূর পর্যতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে জিজ্ঞেস করলাম। ইবনু উমার বললেন, তুমি কি জান না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন মাসজিদ ব্যতীত কোথায় সাওয়ারী প্রস্তুত সফর করা যাবে না। তা হলো মাসজিদ হারাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদ ও মাসজিদে আকসা। তূরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা বাদ দাও। সেখানে যাবে না।

(১২) কবরের পাশে বাতি জ্বালানো ঃ এ বিষয়ে বহু দলিল রয়েছে।

প্রথম দলীল ঃ এটা নব আবিষ্কৃত বিদআত। সালফে সালেহীন এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ "

প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামী। এটা নাসায়ী ও ইবনু খুযায়মা তার সহীহ গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় দলীল ঃ এটা সম্পদের অপচয়। তা স্পষ্ট দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ। যেমন ইতিপূর্বে ৪২ নম্বর মাসাআলাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় দলীল ঃ এটা অগ্নিপূজক লোকদের ইবাদতের সাদৃশ্যমূলক কাজ। ইবনু হাজার "যাওয়াজের" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

" صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة "

কবরে বাতি জ্বালানো হারাম। এ ব্যাপারে আমাদের সাথীরা খোলাখুলিভাবে বলেছেন। যদি তা অল্প হয় তবুও হারাম। কেননা, এটা

www.QuranerAlo.com

দ্বারা স্থানীয় লোক বা ভ্রমণকারী কেউ উপকৃত হয় না। এটাকে তারা অপচয় ও সম্পদ নষ্ট করার শামিল বলেছেন এবং অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য কাজ। এটা কবীরা গুনাহ না হওয়ায় কোন কারণ নেই।

আমার মতে, যে সকল কারণে কবরে বাতি জ্বালানো হারাম বলা হলো তা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং আমার পেশকৃত দলিলই বেশী যুক্তিযুক্ত। আমার মতে প্রথম দলিরই সবচেয়ে শক্তিশালী। কেননা, যারা কবরে বাতি জ্বালায় তারা মূলতঃ এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে। তারা মূলতঃ স্থানীয় বা চলমান কোন লোকের জন্য আলো বা আগুন জ্বালায় না। এটা তাদের বাতি জ্বালানো দেখেই বুঝা যায়। কেননা, তারা দুপুর বেলাতেও এভাবে বাতি জ্বালায়। এজন্যই এটা গোমরাহী– বিদআত।

(১৩) কবরের হাড় ভাঙ্গা ঃ এর দলিল হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ঃ

" إِنْ كُسِرَ عَظْمُ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا ، مِثْلُ كُسِرَهُ حَيًّا "

যদি মুমিনের মৃতু অবস্থায় হাড় ভাঙ্গা হয়, তাহলে তার অপরাধ জীবিত অবস্থায় (হাড়) ভাঙ্গার মতই।

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, মুমিনের হাড় ভাঙ্গা হারাম। এজন্য হাম্বলী মাযহাবের কিতাবগুলোর বিভিন্ন মাসআলা এসেছে ঃ "মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কর্তন করা, অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা ও পুড়ানো হারাম– যদিও সে অসিয়াত করে যায়।"

অনুরূপ বর্ণনা এসেছে ঃ কাশাফুল কানা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় তদ্রূপ অন্যান্য মাযহাবী গ্রন্থেও এসেছে এবং ইবনু হাজার তার জাওয়াযির গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করে বলেছেন ঃ উক্ত কাজ কবীরা গুনাহর শামিল। তিনি বলেছেন ঃ কেননা, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা জীবিত মানুষের হাড় ভাঙ্গার মতই।

ইমাম নববী মাজমু' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩০৩ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো এই ঃ

www.QuranerAlo.com

" ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق أنه يجوز نبش القبر . إذا بلي الميت وصار ترابا ، وحينئذ نجوز دفن غيره فيه . ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها ، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب ، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها "

সাহাবীদের ঐকমত্য হলো শরয়ী কারণ ব্যতীত কবর খুঁড়া বৈধ নয়। হ্যাঁ, শরয়ী কারণ থাকলে জায়িয আছে। যেরূপ ১০৭ নম্বর মাসাআলাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো ঃ কবর খুঁড়া বৈধ তখন যখন মৃত ব্যক্তির দেহ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তা মাটিতে পরিণত হয়। তখন ঐ কবর খুঁড়ে সেখানে অন্যলোককে দাফন করা বৈধ আছে। ঐ ভূমিতে চাষাবাদ, ঘর নির্মাণ করাও জায়িয আছে।

সাহাবীদের ঐকমত্য হচ্ছে উক্ত কবরস্থানে উপকার সাধিত হয় এমন সকল কাজকর্ম করা বৈধ এবং এটা তখনই করা যাবে যখন মৃত ব্যক্তির হাড় বা অন্য কোন চিহ্ন বাকি থাকবে না। আর এ বিধান বিভিন্ন দেশ ও ভূখণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন হলে কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে। এটা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতে হবে।

আমার মতে ঃ কিছু কিছু ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী কবরস্থানের বিল্ডিং নির্মাণের জন্য কবর খুঁড়ে থাকে এটা হারাম। প্রতি তারা কোন পরোয়া না করে, কবর মাটির সাথে মিলিয়ে এ কাজ যে হারাম তার দেয়া এবং হাড় ভাঙ্গা নিষেধের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই এ কাজ করে থাকে। অনুরূপ আরো অন্যান্য কার্যাবলী করে থাকে। কেউ যেন ধারণা পোষণ না করে যে, এ নির্মাণ কাজ এ ধরনের সকল ইখতেলাফ দূর করবে। এটা কখনো হতে

www.QuranerAlo.com

পারে না। এটা কোন প্রয়োজনীয় কাজ নয়। বরং এটাই চূড়ান্ত কথা যে মৃতদের সাথে এ ধরনের বাড়াবাড়ি জায়েয নয়। অতএব, জীবিতদের দায়িত্ব হচ্ছে মৃতদের কষ্ট না দিয়ে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করা।

সবচেয়ে আশ্চর্য যে বিষয়টির দিকে আমার দৃষ্টি পড়ছে তা হলো ঃ আপনি দেখতে পাবেন ঐ সরকার (রাষ্ট্র) গুলো পাথর (মূর্তি) অথবা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কবরের উপর নির্মিত দালানকোঠা ভাঙ্গা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আর এগুলো যদি প্ল্যান করা নির্মাণধীন রাস্তায় পড়ে; যেমন এর কোন গম্বুজ বা গীর্জা, তবুও তা নিজের অবস্থায় রাখা হয় এবং রাস্তার যে ম্যাপ করা হয়েছিল তা পরিবর্তন করা হয়। কেননা, তারা এ সবকে পুরনো স্থাপত্য বলে অভিহিত করে! আর তাদের মৃত ব্যক্তির কবর পরিবর্তন করার কোন অধিকার তারা রাখে না! বরং কিছু কিছু রাষ্ট্র (আমার জানা মতে) ভিন্ন দেশের লোকের কবর স্থাপনের জন্য কাজ করে এবং পুরাতন কবরে অপরকে দাফন করতে নিষেধ করে। আমার দৃষ্টি এটাতে একটি উল্টো কাজ। কেননা, এটা মুসলিমদের কবর যিয়ারতের সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে। কেননা, সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঐ কবরের নিকট পৌছা এবং তা যিয়ারত ও দু'আর জন্য দণ্ডায়মান হওয়া।

আমি মনে করি নিশ্চয় এটা ইউরোপীয় জড়বাদী কাফেরদের অন্ধ অনুসরণ। যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনার জন্য যে সকল নিদর্শন আছে তা ধ্বংস করতে চায় এবং প্রত্যেক ঐ জিনিস ধ্বংস করতে চায় যা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২। মুমিন ব্যতীত অন্যান্যদের হাড় ভাঙ্গার ব্যাপারে কোন নিষেধ নেই। এটা প্রমাণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুমিনের হাড়ের কথা ব্যক্ত করার দ্বারা। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, কাফেরের হাড়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের হুকুম নেই। আর এ অর্থের দিকই হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এ

www.QuranerAlo.com

হাদীসের ফায়েদা হলো যে, মুমিনের সম্মান-সম্ভ্রম মৃত্যুর পরেই তেমনি বাকি থাকে যেমনি ছিল জীবিতাবস্থায়। আর কথার মধ্যেই ঐ প্রশ্নের জওয়াব জানা যায় যে প্রশ্নটি মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্রই করে থাকে। তাহলো গবেষণা ও ডাক্তারী কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য কি হাড় ভাঙ্গা জায়েয?

উত্তর হলো ঃ এ কাজ মুমিনের হাড় বৈধ নয়। মুমিন ব্যতীত অন্য কারও হাড়ে চলতে পারে এবং আমার এ মতকে আরো শক্তিশালী করে নিম্নের মাসআলাটি।

১২৭। কাফেরদের কবর খনন করা বৈধ। কেননা, তা করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যা পূর্বের হাদীসের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ঐ হাদীসের সাক্ষ্য দিচ্ছে আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর হাদীস।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيْهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلٰي بَنِى النَّجَّارِ ، فَجَاؤُوْا مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَدِفَهُ ، وَمَلأُ مِّنْ بَنِيْ النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَتٰى بِفَنَاءِ أَبِيْ أَيُّوْبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَكَانَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلٰى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَالَ : " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا " . قَالُوْا : لَا وَاللّٰهِ ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا

www.QuranerAlo.com

إِلَى اللّٰهِ ، قَالَ : فَكَانَ فِيهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَخَرِبَ وَنَخِلَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَت ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلَ عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ ، وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ ، وَهُوَ يَقُوْلُ ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هٰذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرَ - هٰذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرَ الْآخِرَةِ - فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ - وفي رواية مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ - فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ " .

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে আগমন করলেন। তিনি মদীনার উচ্চ গোত্রে অবতরণ করলেন যাদেরকে আমর বিন আউফের বংশধর বলা হয়। তাদের মাঝে তিনি চৌদ্দ রাত্রি থাকলেন। অতঃপর তিনি বনী নাজ্জারের কাছে দূত পাঠালেন। তারা গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে আসলেন। যেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়ারীর উপর দেখতে ছিলাম এবং আবূ বকর তাঁর পিছনে বসা। বনী নাজ্জারের প্রতিনিধি তার পাশে। অতঃপর তিনি আবূ আইয়ুবের উঠানে আসলেন এবং তাঁকে যেখানে সলাতের সময় পেয়ে বসত তিনি সেখানেই সলাত পড়া পছন্দ করতেন এবং তিনি ছাগলের ঘরে সলাত পড়তেন এবং তিনি মাসজিদ বানানোর আদেশ করছিলেন। তিনি বনী নাজ্জারের প্রতিনিধিদের নিকট দূত পাঠালেন

www.QuranerAlo.com

এবং বললেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরা তোমাদের এ বাগানের মূল্য আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও।

তারা বলল ঃ না আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আমরা এর মূল্য নিব না। তিনি বললেন ঃ সেখানে ছিল মুশরিকদের কবরস্থান এবং তা ধ্বংস করা হয়েছে ও খেজুর গাছ লাগানো হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের কবর খুঁড়ার আদেশ করলেন, অতঃপর খুঁড়া হলো। খেজুর বৃক্ষ কাটতে আদেশ করলেন, তা কাটা হলো। খেজুর গাছ মাসজিদের সামনে রাখা হলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহুদ্বয় দ্বারা পাথর বহন করতে লাগলেন। সাহাবীরা পাথর স্থানান্তর করতে লাগলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাদের সাথেই ছিলেন এব তিনি বলছিলেন (পাথর বহন করা অবস্থায়)।

هَذَا الْحَمَالُ لاَ حَمَالَ خَيْبَرَ - هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ

اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرَ الْاخِرَةِ - فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

এ বহন খাইবারের (খেজুর বহনের মত) নয়, এটা অত্যন্ত পুণ্যময় ও পবিত্র, হে আমাদের পরওয়ারদিগার।

হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন কল্যাণ নেই। অতএব, আল্লাহ তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর।

আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

" وَفِي رِوَايَةٍ مِّنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : اَللَّهُمَّ

إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ - فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ " .

হে আল্লাহ! পুরস্কার বলতে শুধু আখিরাতের পুরস্কারই আছে। হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের উপর দয়া কর।

www.QuranerAlo.com

জানায়া সংক্রান্ত বিদ'আত

পরিশেষে কিতাবটির উপকারিতা বুঝানোর জন্য "জানাযার বিদ'আত" একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজন করার মনস্থ করেছি। যাতে করে বিদ'আত থেকে সতর্ক হওয়া যায় ও তার আমলকে শুধু সুন্নাতের উপর অক্ষত রাখা যায়। কবি বলেন ঃ

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه

আমি অনিষ্ট সম্পর্কে জানতে পেরেছি তাকে কোন উপকারিতা নেই কিন্তু তাতে আত্মরক্ষা রয়েছে। আর যে অনিষ্টতা থেকে উপকারিতা বুঝতে পারেনি সে তাতে পতিত হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : " كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِيْ " .

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "মানুষেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মঙ্গলজনক বিষয়ে জিজ্ঞেস করত। আর আমি জিজ্ঞেস করতাম অমঙ্গল সম্পর্কে। অমঙ্গল আমাকে গ্রাস করার ভয়ে।"

যদি আমার কাছে উল্লেখিত অধ্যায় তথা জানাযার বিদ'আতের বিষয়বস্তুগুলো প্রস্তুত না থাকতো তাহলে এখন এটাকে একত্র ও কিতাবে সংযোজিত করার জন্য সময় বাড়াতাম না। কিন্তু এটা আমার নিকট বিদ্যমান। আর এটা লম্বা চওড়া একটি বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষ। যা একবৎসর যাবত একত্রিত করা শুরু করেছি। এবং তা বেশী করে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করব যাতে দীনের বিভিন্ন রকম বিদ'আত সন্নিবেশিত করা হবে। যাতে এগুলো একটি বিদ'আতের ডিকশনারীর মত হয়।

www.QuranerAlo.com

এবং আমার কিছু পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা বাকি ছিল। এরপর আমি এগুলোকে ধারাবাহিকভাবে একত্রিত করব এবং পুস্তক রচনা করব। কিন্তু আমি এ সিদ্ধান্ত হতে সরে আসলাম। এ প্রসঙ্গকেই আমি যথাপোযুক্ত মনে করে উল্লেখিত অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে নিয়ে আসলাম। মূল পুস্তিকাটি যে ধারাবাহিকতার মাধ্যমে রচনা করার মনস্থ করেছিলাম সেভাবেই এখানে পেশ করলাম, ইনশাআল্লাহ অচিরেই দেখতে পাবেন।

জানাযার বিদ'আত অধ্যায়টির বর্ণনা শুরুর পূর্বেই ঐ সেকেলে নিয়ম ভিত্তি বলা প্রয়োজন মনে করছি যাকে কেন্দ্র করে উক্ত অধ্যায়টি রাচিত হয়েছে। মূল বইয়ের অনুকরণেই আমি বলছি–

নিশ্চয় শরীয়াত প্রবর্তকের পক্ষ হতে পথভ্রষ্টতার উপর বিদ'আত দলীল সেগুলো ঃ

(ক) ঐ সকল বিষয় বিদ'আত যা সুন্নাহ বিরোধী, সেটা কথা, কাব্য বা আকীদাহ্ সংক্রান্ত ব্যাপারই হোক এবং যদিও তা ইজতিহাদের দ্বারা হোক।

(খ) প্রত্যেক ঐ কাজ যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা হয়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে নিষেধ করেছেন।

(গ) প্রত্যেক ঐ কাজ যা স্পষ্ট দলীল অথবা মওকুফ ছাড়া শরীয়তে প্রবর্তন করা অনুচিত এবং যার কোন স্পষ্ট দলীল নেই, সেটা বিদ'আত। কোন সাহাবী হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা থাকে তাহলে বিদ'আত নয়।

(ঘ) কাফিরদের রীতি যা ইবাদত হিসাবে শরীয়তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) বিশেষতঃ পরবর্তী যুগের কিছু আলিমগণ যে সকল কাজকে মুস্তাহাব হিসেবে চালু করেছেন এবং এ বিষয়ে কোন দলীল প্রমাণ নেই।

(চ) ঐ সকল ইবাদত যার পদ্ধতি যয়ীফ (দুর্বল) অথবা মওযূ (বানোয়াট) হাদীস দ্বারা এসেছে।

(ছ) ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা।

www.QuranerAlo.com

(জ) প্রত্যেক ঐ ইবাদত যা শরীয়াত প্রণেতা সাধারণভাবে বা শর্তহীনভাবে প্রবর্তন করেছেন। অতঃপর মানুষেরা কিছু শর্ত দ্বারা সেটা সীমাবদ্ধ করেছে। যেমন স্থান বা সময় বা গুণ বা সংখ্যা দ্বারা।

মৃত্যুর পূর্বে বিদ'আত

১। কতক লোকের বিশ্বাস শয়তান মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট তার পিতা-মাতার আকৃতিতে ইয়াহুদী এবং খ্রীস্টান বেশ-ভূষায় আগমন করতঃ তাকে গুমরাহ্ করার জন্য সকল ধর্ম তার সামনে পেশ করে যাতে তারা তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে।

২। মরণাপন্ন ব্যক্তির মাথার কাছে কুরআন মাজীদ রাখা।

৩। মৃত ব্যক্তিকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আহলে বাইতের ইমামদের নাম উল্লেখ করে তালকিন দেয়া।

৪। মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পড়া।

৫। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কিবলামুখী করা।

মৃত্যুর পর বিদ'আত

৬। শীয়াদের কথা "মৃত্যুর কারণে নাবালক ও শহীদ ব্যতীত সবাই নাপাক হয়। যার নিহত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় আর সে নিহত হওয়ার পূর্বে গোসল করে সে নির্ধারিত কারণে নিহত হলো।

৭। মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট হতে ঋতুবতী, প্রসূতি ও নাপাক লোককে বের করে দেয়া।

৮। যারা মৃতব্যক্তির আত্মা বের হওয়ার সময় উপস্থিত থাকে সাত দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ ছেড়ে দেয়া।

৯। কিছু মানুষের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তি যেস্থানে মারা গেছে সেখানে তার আত্মা উড়ে বেড়ায়।

১০। সকাল না হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির কাছে মোমবাতি (লাইট) জ্বালিয়ে রাখা।

১১। যে ঘরে মারা যায়, সে ঘরে সবুজ ডাল রাখা।

www.QuranerAlo.com

১২। গোসলের খবর না দেয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা।

১৩। মৃত ব্যক্তির নখ কাটা ও নাভির নীচের লোম মুণ্ডন করা।

১৪। পশ্চাদ্ভাগে তুলা ঢুকানো ও মুণ্ডন করা এবং নাকে তুলা ঢুকানো।

১৫। মৃত ব্যক্তির দু'চোখে মাটি রাখা এবং তখন একথা বলা; অর্থাৎ, আদম সন্তানের মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে চোখ ভরে না।

১৬। মৃত ব্যক্তির দাফন সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মৃতের পরিবারের পানাহার বর্জন করা।

১৭। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করা।

১৮। পিতা অথবা ভাইয়ের শোকে কাপড় ছেঁড়া!

১৯। মৃত ব্যক্তির জন্য পূর্ণ এক বৎসর শোক পালন করা। এ সময়ে মহিলাগণ মেহেদী দ্বার হাত রাঙ্গায় না, সুন্দর কাপড় চোপড় পরে না এবং গহনা পরে না। যখন বৎসর পুরো হয় তখন মৃত ব্যক্তি শরীয়াতে যে ভাস্কর্য ও লিপি নিষেধ করেছে সেটাও বাস্তবায়ন করে। এগুলো মহিলাগণ ও তাদের সাথে যারা শোকে অংশ গ্রহণ করে তারা করে থাকে। আর এ কার্যের নাম দেয় শোক মুক্তি।

২০। মৃত ব্যক্তির শোক পালনের জন্য কিছু লোকের দাড়ি লম্বা করা।

২১। চাটাই, জায়নামায পরিবর্তন করা। আয়না ঢেকে দেয়া, ঝাড় বাতি বন্ধ রাখা।

২২। মৃত ব্যক্তির ঘরের হাঁড়ি বা অন্য কোন পাত্রে যে পানি থাকে তা দ্বারা উপকার গ্রহণ না করা এবং তারা মনে করে এটা নাপাক এবং এটা ব্যবহার করা অমঙ্গল মনে করে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, মৃত ব্যক্তির রুহ (আত্মা) বের হয়ে উক্ত পানিতে ডুব দিয়েছে।

২৩। খাবার সময় যদি কেউ হাঁচি দেয়। তাকে বলে জীবিতদের যারা তোমার নাম নিতে পছন্দ করে তাদের কেউ তার ব্যাপারে কোন কথাবার্তা বলেছে। কারণ দর্শাতে যেয়ে বলে, এটা যেন মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত না হয়।

www.QuranerAlo.com

২৪। মৃত ব্যক্তির শোকসীমার মধ্যে মাছ ও মালুখিয়্যা খাওয়া পরিত্যাগ করা।

২৫। গোশ্‌ত, ভুনা জিহ্বা, উটের গোশ্‌ত খাওয়া পরিত্যাগ করা।

২৬। মুতাছাওফিয়াদের কথা ঃ যে মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদবে সে জ্ঞানীদের তরিকা হতে বের হয়ে যাবে।

২৭। তৃতীয় দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির কাপড় না ধুয়ে ফেলে রাখা। এ ধারণা করে যে, এটা তার পক্ষ হতে কবরের শাস্তিকে ফিরিয়ে দিবে।

২৮। কতিপয় লোকের কথা ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন অথবা জুমু'আর রাতে মারা যায় তার কবরের শাস্তি হবে এক ঘণ্টার। অতঃপর শাস্তি বন্ধ হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পুনরায় আর হবে না।

২৯। অপর কিছু লোকের কথা ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানের খাতিরে জুমু'আর দিনে এবং রামাযান মাসে কাফেরদেরও কবরের আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়।

৩০। উঁচু স্থান (বর্তমানে মাইক) হতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা।

৩১। মৃত্যুর সংবাদ অপরকে দেয়ার সময় বলা ঃ অমুকের রূহের ফাতিহা।

মৃতের গোসলে বিদ'আত

৩২। মৃত্যুর পর তাকে যেস্থানে গোসল দেয়া হয়েছে সেখানে তিন দিন রুটি ও পানির কলসী রাখা।

৩৩। যে স্থানে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হয়েছে সেখানে সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনরাত বাতি অথবা মোম জ্বালানো। কোন কোন লোকদের মতে সাতদিন। আবার কেউ কেউ এরচেয়ে বেশী করে। অনুরূপভাবে যেখানে মারা গেছে সেখানে করে।

৩৪। গোসলদানকারী কর্তৃক প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় বিভিন্ন যিক্‌র বা দু'আ পড়া।

www.QuranerAlo.com

৩৫। মৃতকে গোসল দেয়ার ও বিদায় জানানোর সময় উচ্চ কণ্ঠে যিক্‌র করা।

৩৬। মৃত মহিলার চুল তার দুই স্তনের মাঝে ঝুলিয়ে দেয়া।

কাফন করা এবং জানাযা নিয়ে বের হওয়ায় বিদআত

৩৭। সৎ লোকদের কবরের পাশে দাফন করার জন্য মাইয়িতকে দূরে নিয়ে যাওয়া, যেমন আহলে বাইতদের কবর বা অনুরূপ সৎ লোকদের কবরের নিকট।

৩৮। বু'মাখামরা বলে ঃ মৃত ব্যক্তিরা পরস্পরে তাদের কবরে কাফন ও তার সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে। এর কারণে তারা বলে, মৃত ব্যক্তির কাফন নিম্ন মানের হলে তাকে অন্যান্য মৃতরা ভর্ৎসনা করে লজ্জা দেয়।

৩৯। মৃত ব্যক্তির নাম লেখা এবং সে شَهَادَتَيْنِ এর সাক্ষ্য দেয় ও আহলে বাইতদের নাম লেখা। যদি হুসাইন (রাঃ)-এর কবরের মাটি পায় তাহলে তা কাফনে দেয়।

৪০। কাফনে দু'আ লেখা।

৪১। জানাযাকে সুসজ্জিত করা।

৪২। জানাযার সামনে পতাকা বহন করা।

৪৩। মৃত বহনের খাটে পাগড়ি রাখা। যেমন ফেজ টুপি, নতুন বরের মালা এবং প্রত্যেক ঐ জিনিস মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

৪৪। মুকুট বহন, কোন কিছুর ছবি, ফুলের তোড়া, মৃত ব্যক্তির ছবি ইত্যাদি জানাযার সামনে বহন করা।

৪৫। জানাযায় বের হওয়ার আগে চৌকাঠের নিচে দুম্বা বা ভেড়া জবেহ করা।

৪৬। জানাযার (খাটিয়ার) সামনে রুটি ও দুম্বা ভেড়া নেয়া। দাফনের পরে জবেহ করে রুটি দিয়ে তা বিতরণ করা।

www.QuranerAlo.com

৪৭। কতক লোকের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তি যদি সৎ হয় তাহলে বহনকারীর উপর ওজন হালকা হয় এবং তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়।

৪৮। জানাযার সাথে সাদাকা বের করা তা দ্বারা যষ্টিমধু, লেবু এবং এ জাতীয় পান করানো।

৪৯। ডান হাত দিয়ে জানাযা উঠানো জরুরী মনে করা।

৫০। দশ কদম করে চতুর্দিক দিয়ে জানাযা বহন করা।

৫১। লাশ নিয়ে ধীরে ধীরে চলা।

৫২। মৃতদেহ বহনের খাটের উপর ভীড় করা।

৫৩। জানাযার (লাশের) নিকটবর্তী না হওয়া।

৫৪। জানাযার সলাত মনোযোগ সহকারে না শোনা। আমার মতে ভাষ্যটি উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌রকেও অন্তর্ভুক্ত করে। বা কতক লোক অপর কতক লোকের সাথে কথাবার্তা বলে ইত্যাদি।

৫৫। যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা উচ্চ আওয়াজ করা অথবা চাদর বা মঙ্গল প্রতীক ব্যবহার করা।

৫৬। জানাযার পিছনে মহত্ব বর্ণনা বা প্রতীক অথবা উত্তম নাম দ্বারা যিক্‌র করা।

৫৭। জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় এ দু'আ পড়া ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَحَيٌّ لاَيَمُوْتُ سُبْحَانَ مِنْ تعزز بِالْقُدْرَةِ وَالْبُقَاءِ قَهْرِ الْعِبَادِ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ *

৫৮। জানাযার পিছনে চিৎকার করে বলা ঃ তোমরা তার জন্য ক্ষমা চাও, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন।

৫৯। কোন সৎ লোকের কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সূরা ফাতিহা চিৎকার করে পাঠ করা এবং রাস্তা ক্রসিংয়ের সময় অনুরূপ করা।

www.QuranerAlo.com

৬০। জানাযায় উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা বলা– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَجْعَلْنِىْ مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে মৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

৬১। কতিপয় লোকের বিশ্বাস ঃ মৃত ব্যক্তি যদি সৎ হয়, বহনকারীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওলী আউলিয়ার কবরের কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় থেমে যায়।

৬২। জানাযা দেখে বলা এরই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ ও তার রাসূল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। হে আল্লাহ! আমাদের ঈমান ও ইসলাম বৃদ্ধি করে দাও।

৬৩। আগুনের অঙ্গার নিয়ে জানাযার অনুসরণ করা।

৬৪। জানাযা নিয়ে কবরের চারদিকে তাওয়াফ করা।

৬৫। জানাযা নিয়ে কাবা ঘরে সাতবার তাওয়াফ করা।

৬৬। মাসজিদের দরজায় মৃত ব্যক্তির তথ্য প্রদান করা।

৬৭। মাসজিদে আকসার বাবে রহমত দিয়ে মৃতকে প্রবেশ করানো এবং দরজা ও সাখরার মাঝে রাখা ও দু'আ দরূদ পড়ার জন্য কিছু শাইখ যোগাড় করা।

৬৮। মাসজিদে জানাযা উপস্থিত করে সলাতের আগে বা পরে অথবা উঠানোর পূর্বে বা কবরে দাফন করার পরে শোক প্রকাশ করা।

৬৯। গাড়ীতে জানাযা বহন করা জরুরী মনে করা এবং তাকে গাড়ীতে অনুসরণ করা।

৭০। কতক লাশকে কামানের গাড়িতে বহন করা। (ঠেলাগাড়ির মত টানা গাড়ি)

জানাযার উপর সলাত পড়ায় বিদআত

৭১। সূর্যোদয়ের পরে প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সকল মুসলমান মারা গেছে তাদের জন্য গায়িবী জানাযা পড়া।

www.QuranerAlo.com

৭২। মৃত ব্যক্তির জানাযা তার দেশে হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও তার জন্য গায়েবী জানাযা পড়া।

৭৩। মৃতের উপর নামায পড়ার সময় বলা ঃ

سُبْحَانَ من قهر عِبَادِهِ بِالْمَوْتِ وَسُبْحَانَ الْحَيِّى الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ

৭৪। নামাযের সময় প্রকাশ্য কোন নাপাকী নেই জানা সত্ত্বেও জুতা খোলা এবং তার উপর দাঁড়ানো!

৭৫। পুরুষের মাঝামাঝি এবং মহিলাদের বুক বরাবর ইমাম দাঁড়ানো।

৭৬। দু'আয়ে ইসতিফতাহ বা শুরুর দু'আ পড়া।

৭৭। সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়তে অনীহা প্রকাশ করা।

৭৮। জানাযার সলাতে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে অনীহ প্রকাশ করা।

৭৯। সলাতের পর কতক লোকের উচ্চৈঃস্বরে বলা ঃ আপনারা এ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কিরূপ সাক্ষ্য দেন? তখন উপস্থিত জনতাও উচ্চ কণ্ঠে বলে ঃ তিনি সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপ আরও কিছু বলা।

৮০। কবরস্থানে জানাযা পৌছানোর সময় এবং দাফনের পূর্বে মহিষ জবেহ করা। আর তার গোশ্‌ত উপস্থিত লোকদের মাঝে বিতরণ করা।

৮১। জানাযা ঘর হতে বের করার সময় যে প্রাণী জবেহ করা হয় তার রক্ত মৃত ব্যক্তির কবরে রাখা।

৮২। দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির খাটের পাশে যিক্‌র আযকার করা।

৮৩। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় আযান দেয়া।

৮৪। মাথার দিক দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো।

৮৫। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় হুসাইন (রাঃ)-এর কবরের মাটি তার কবরে রাখা। এভাবে যে, এটা সকল ভয়ভীতি হতে

www.QuranerAlo.com

নিরাপত্তাদানকারী।

৮৬। বিনা প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির কবরের নিচে বালু বিছানো।

৮৭। মৃত ব্যক্তির মাথার নীচে বালিশ বা অনুরূপ কোন জিনিস রাখা।

৮৮। মৃত ব্যক্তির কবরে গোলাপ পানি ছিটানো।

৮৯। উপস্থিত ব্যক্তিদের 'ইন্নালিল্লাহ' বলতে বলতে হাতের কব্জির পিঠ দ্বারা মাটি ফেলা।

৯০। মাটি প্রথম নিক্ষেপে (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ) পড়া দ্বিতীয় নিক্ষেপে (وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ) পড়া এবং তৃতীয় নিক্ষেপে (وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى) পড়া।

৯১। মাটি প্রথম নিক্ষেপের সময় بِسْمِ اللّٰهِ দ্বিতীয়বার اَلْمُلْكُ لِلّٰهِ তৃতীয়বার اَلْقُدْرَةُ لِلّٰهِ চতুর্থবার اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ পঞ্চমবার اَلْعَفْوُ وَالْغُفْرَانُ لِلّٰهِ ষষ্ঠবার اَلرَّحْمَةُ لِلّٰهِ সপ্তমবারে আল্লাহর এ আয়াত পড়া (كل من عَلَيْهَا فَانٍ) আয়াত পড়া এবং এ আয়াত পড়া (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ.....)

৯২। দাফনের সময় সাত সূরা পড়া ঃ সূরা– ফাতিহা, নাস, ফালাক, ইখলাস, নাসর, কাফিরূন ও ক্বদর এবং এ দু'আ পড়া– দু'আ মূল বই দ্রঃ

হে আল্লাহ তোমার ইসমে আজমের মাধ্যমে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তোমার ঐ নাম দ্বারা প্রার্থনা করছি যা দীনকে প্রতিষ্ঠাকারী। অনুরূপ বলা এবং তোমার ঐ নামে প্রার্থনা করছি, যে নামে প্রার্থনা করলে দান কর এবং সে নামে ডাকলে সাড়া দাও- হে জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফীল ও আযরাইলের প্রভূ! এগুলো মৃতকে দাফন করার সময়।

www.QuranerAlo.com

৯৩। মৃত ব্যক্তির মাথার কাছে সূরা ফাতিহা এবং তার পায়ের কাছে সূরা বাকারার প্রথম হতে তিলাওয়াত করা।

৯৪। মৃতের উপর মাটি নিক্ষেপের সময় কুরআন তেলাওয়াত করা।

৯৫। দাফনের সময় মৃতকে তালকিন দেয়া।

৯৬। মহিলার কবরের উপর দু'টি পাথর পুঁতে রাখা।

৯৭। মৃতকে দাফন দেয়ারপর কবরের পাশে শোক প্রকাশ করা।

৯৮। মৃতকে দাফনের পূর্বে বা পরে অভিজাত দর্শকের নিকট নেয়া।

৯৯। দাফনের পরে বালিতে মাটিতে অথবা তার নিকট অবস্থান করা।

১০০। দাফনের পরে যখন ফিরে আসে মৃতের বিভিন্ন আলামাত না ধোয়া পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে নিষেধ করা।

১০১। মানুষে নেয়ার জন্য কবরের উপর খাদ্য পানীয় রাখা।

১০২। কবরের কাছে সাদাকা করা।

১০৩। মাথার দিক দিয়ে কবরে পানি ছিটানো। তারপর চতুর্দিকে ছিটানো এবং অবশিষ্ট পানি কবরের মাঝে ছিটানো!

শোক প্রকাশ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর বিদআত

১০৪। কবরের কাছে শোকসভা করা বা শোক প্রকাশ করা।

১০৫। শোক পালনের জন্য কোন স্থানে একত্রিত হওয়া।

১০৬। শোককে তিনদিন নির্ধারণ করা।

১০৭। যারা সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মৃতের বাড়ীতে আসত তাদের বসার জন্য যে বিছানা দেয়া হতো তা পরিত্যাগ করা। তেমনিভাবে তারাও সাতদিন পার না হওয়া পর্যন্ত ফেলে রাখে এবং পরে তারা তা আলাদা করে।

১০৮। এই বলে তাযিয়া করা (সান্তনা দেওয়া) আল্লাহ তোমার

www.QuranerAlo.com

প্রতিদান মহান করুন। আল্লাহ তোমার উপর ধৈর্যের ইলহাম করুক। আমাদের ও তোমাকে তার শুকরিয়া করার তাওফীক দেন। কেননা, আমাদের জান, মাল, সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ তা'আলার দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তোমাদের বিনিময় বাড়িয়ে দিন এবং তোমাদের অন্তরে ধৈর্য দান করুন আমাদের এবং তোমাকে শুকর দান করুন। কেননা, আমাদের জান, মাল পরিবার, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার নগন্য দান এবং নিঃস্বার্থ আমানাত। আল্লাহ তোমাকে তার দ্বারা (মৃত ব্যক্তির দ্বারা) আনন্দ খুশী দান করুন। আল্লাহ তোমার নিকট থেকে তাকে তুলে নিয়েছেন এতে অনুগ্রহ, রহমত, হিদায়াত রয়েছে। যদি তুমি সওয়াবের আশা রাখ! তাহলে ধৈর্য ধারণ কর। তোমার সীমাহীন কান্নাকাটি যেন তোমার সওয়াব নষ্ট না করে দেয়। অতঃপর তুমি লজ্জিত হবে।

জেনে রাখ! সীমাহীন ও কান্নাকাটি বিপদ ও চিন্তাকে দূর করতে পারে না। এটা কোন মসিবত নয় যেন এটা রহমত স্বরূপ।

১০৯। সান্ত্বনা দেয়া ঃ আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকলের বিপদাপদের সান্ত্বনা। প্রত্যেক হারানো লোকেরই প্রতিনিধিত্ব। অতএব শুধু আল্লাহকে ভয় কর এবং তার কাছে কামনা কর। প্রকৃত বঞ্চিত লোক সেই যে নেকী হতে বঞ্চিত হয়েছে।

১১০। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।

১১১। মৃত ব্যক্তির জন্য প্রথম দিন বা সপ্তাহ অথবা চল্লিশতম দিন কিংবা বছর পূর্তিতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ চাল্লিশা, কুলখানী, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করা।

১১২। প্রথম বৃহস্পতিবারে মৃত পরিবারে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।

১১৩। মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ হতে খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করা।

১১৪। তাদের কথা ঃ তিনদিন পর্যন্ত খাবারের দস্তরখান উঠানো যাবে না যে রাখে সে ছাড়া।

www.QuranerAlo.com

১১৫। চিনি, ময়দা, মধু ইত্যাদি দিয়ে পিঠা বানানো বা কেনা এবং সপ্তম দিনে যে জিনিস কেনা তাও বিদ'আত।

১১৬। মৃত্যুর পূর্বে ভোজের ও মেহমানদারীর জন্য অসিয়াত করে যাওয়া তার মৃত্যুর দিন বা পরে অথবা যারা তার রুহের জন্য কুরআন পড়বে বা তাসবীহ্ তাহলীল করবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করে যাওয়া।

১১৭। রাত্রে তার কবরের পাশে চল্লিশ রাত্রি বা এর চেয়ে কম-বেশী পুরুষ মানুষ থাকার জন্য অসিয়াত করা।

১১৮। বিশেষ করে টাকা পয়সা ওয়াক্ফ করা, কুরআন তিলাওয়াত অথবা নফল সলাত পড়া, ইসতিগফার অথবা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ পড়ার জন্য। যার নেকী ওয়াক্ফকারী অথবা তার যিয়ারতকারীর রূহের জন্য হাদিয়া দেয়া।

১১৯। মৃত ব্যক্তির অভিভাবক কর্তৃক প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যা সম্ভব সাদাকা করা। যদি সাদাকা করতে সমর্থ না হয় তাহলে দু'রাক'আত সলাত পড়ে। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা তাকাসুর দশবার করে পড়ে। যখন সলাত শেষ করে তখন বলে– "হে আল্লাহ! আমি এই সলাত পড়লাম এবং এর দ্বারা আমার কি উদ্দেশ্য তা তুমি জান। হে আল্লাহ! এই সলাতের নেকী অমুক মৃত ব্যক্তির কবরে পৌঁছে দাও।"

১২০। মৃত ব্যক্তি যে খাদ্য পছন্দ করতো, তার পক্ষ হতে সেই খাবার সাদকা করা।

১২১। মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য রজব, শা'বান, রামাযান এ তিন মাসে দান সাদাকা করা।

১২২। সলাত বাদ দেয়া বা না পড়া।

১২৩। মৃতদের জন্য তাদের উপর কুরআন পড়া।

১২৪। মৃত ব্যক্তির জন্য তাসবীহ পাঠ করা।

১২৫। মৃত ব্যক্তির জন্য গোলাম আযাদ করা।

www.QuranerAlo.com

১২৬। মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়া এবং তার কবরের কাছে কুরআন খতম করা।

১২৭। মৃত ব্যক্তির জন্য অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠা ঃ তা হলো ভোর বেলা মৃতের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত লোকগণের গতকাল দাফনকৃত লোকের কবরে গমন করা।

১২৮। সকাল বেলা যে কবরের নিকট আসবে তার জন্য মাটিতে চাটাই বিছানো।

১২৯। কবরের উপর তাঁবু টাঙ্গানো।

১৩০। চল্লিশদিন বা তার চেয়ে কমবেশী কবরস্থানে রাত কাটানো।

১৩১। চল্লিশতম রাতে অথবা স্মরণীয় বৎসরগুলো অতিক্রম হওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।

১৩২। মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে কবর খনন করা।

কবর যিয়ারত করায় বিদআত

১৩৩। মৃত্যুর তিনদিন পর কবর যিয়ারত করা। এবং সপ্তাহের প্রথমে, অতঃপর পনরতম ও চল্লিমতম দিনে কবর যিয়ারত করা এবং এর নাম দেয়া দর্শনদান। আর কেউ কেউ শেষের দুটি যথেষ্ট মনে করে।

১৩৪। প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা।

১৩৫। বিদ'আতীদের কথা ঃ জুমু'আর রাত্রে মৃত ব্যক্তিকে যিয়ারত করতে না গেলে মৃতদের মাঝে তার মন ভগ্ন অবস্থায় থাকে এবং তারা ধারণা করে যে, তাদের দেখে যখন তারা শহরের প্রাচীর হতে বের হয়।

১৩৬। শনিবার ভোর রাতে উমাইয়া জামে মাসজিদ যিয়ারত করার জন্য অবস্থান করা চাশত পর্যন্ত এবং তারা বিশ্বাস রাখে এভাবে লাগাতার চল্লিশ শনিবার গেলে যার যা নিয়াত তা পূরণ হয়।

১৩৭। অভাব পূরণের আশা নিয়ে চল্লিশ শুক্রবার (জুমু'আ) শাইখ ইবনুল আরাবীর কবর যিয়ারত করা!

www.QuranerAlo.com

১৩৮। আশুরার দিন কবর যিয়ারত করা।

১৩৯। শা'বান মাসের পনর তারিখ কবর যিয়ারত করা এবং তার পাশে আগুন (বাতি) জ্বালানো।

১৪০। দুই ঈদের দিন, রজব, শা'বান ও রামাযান মাসে কবরস্থানে যাওয়া।

১৪১। ঈদের দিন কবর যিয়ারত করা।

১৪২। সোম ও বৃহস্পতিবার কবর যিয়ারত করা।

১৪৩। কবরস্থানের দরজায় বিনয়ের উদ্দেশে একটু দাঁড়ানো যে, তারা অনুমতি প্রার্থনা করছে। অতঃপর প্রবেশ করে।

১৪৪। সলাতের মত দু'হাত বেঁধে (রেখে) কবরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অতঃপর বসে।

১৪৫। কবর যিয়ারতের জন্য তায়াম্মুম করা।

১৪৬। যিয়ারতের সময় দু'রাক'আত সলাত পড়া এবং প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা ইখলাস তিনবার পড়া ও এর সওয়াব মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা।

১৪৭। মৃতদের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

১৪৮। কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা।

১৪৯। এগার বা (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) সূরা ইখলাস পাঠ করা।

১৫০। এ কথা বলে দু'আ করা ঃ "হে আল্লাহ! নাবী মুহাম্মাদ (সা)-এর ইজ্জতের মাধ্যমে তোমার নিকট এই দু'আ করছি যে, এ মৃত ব্যক্তিকে যেন শাস্তি না দেয়া হয়।"

১৫১। কবরস্থানে এভাবে সালাম দেয়া عَلَيْكُمْ শব্দকে اَلسَّلَامُ এর পূর্বে আনা।

১৫২। ইয়াহুদী খৃস্টানদের কবরস্থানে এ আয়াত পাঠ করা

www.QuranerAlo.com

Contents

"زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ"

অর্থাৎ– কাফিররা ধারণা করেছিল তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না। তুমি বলে দাও আমার রব্বের শপথ! অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

১৫৩। চাঁদনী রাতে কবরস্থানে চেয়ারে বা মিম্বারে বসে ওয়াজ নসিহত করা।

১৫৪। কবরস্থানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে চিৎকার করা।

১৫৫। বিভিন্ন কবর যিয়ারতকারীকে হাজী বলে অভিহিত করা।

১৫৬। কবর যিয়ারতকারীর মাধ্যমে নাবীদের নিকট সালাম পাঠানো!

১৫৭। মহিলাদের জুমু'আর দিনে দামেসকের সালেহিয়া মাযারে গমন করা। ঐ লোকদের মর্যাদা অনুযায়ী মিলিত হওয়া।

১৫৮। সিরিয়াতে নাবীদের যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে তা যিয়ারত করতে যাওয়া। যেমন– ইবরাহীম (আঃ)-এর গুহা, ঐ তিনটি নিদর্শন যা কাসিয়ান পাহাড়ের পশ্চিম টিলায় রয়েছে।

১৫৯। অজ্ঞাত সৈনিক অথবা অজ্ঞাত শহীদের কবর যিয়ারাত করা।

১৬০। ইবাদতের সওয়াব যেমন সলাত, কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব মৃত মুসলিমদের জন্য দান করা।

১৬১। আমলের সওয়াব নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পাঠানো।

১৬২। যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তার সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করে তাকে বিনিময় দেয়া।

১৬৩। বক্তাদের কথা ঃ নাবী ও সৎ লোকেদের কবরের নিকট দু'আ কবুল হয়।

www.QuranerAlo.com

১৬৪। দু'আ কবুল হবে আশা করে দু'আ করার জন্য কবরস্থানে গমন করা।

১৬৫। নাবী (আঃ), সৎ লোক ও অন্যান্য লোকদের কবর ঢেকে দেয়া।

১৬৬। কতক লোকের বিশ্বাস ঃ গ্রামে যদি কোন সৎ লোকের কবর থাকে তাহলে তার বরকতে গ্রামবাসী রিযিক ও সাহায্য পায় এবং তারা আরো বলেন ঃ ইনি হচ্ছেন শহরের প্রহরী। যেমন তারা বলে ঃ সাইয়্যিদ নাফিসা কায়রুর প্রহরী (কায়রো মিশরের রাজধানী) শাইখ রিসলান দামেস্কের প্রহরী (দামেস্ক সিরিয়ার রাজধানী)-এর অমুক অমুক বাগদাদ ও অন্যান্য নগরীর প্রহরী (বাগদাদ ইরাকের রাজধানী)।

১৬৭। কতক লোকের বিশ্বাস ঃ যে আউলিয়াদের মাযার ডাক্তারদের মতই রোগ মুক্তির ক্ষমতা রাখে। তাদের দ্বারা চক্ষু রোগের উপকার হয়। কেউ জ্বর হতে মুক্তি পায়।

১৬৮। কিছু মানুষের কথা ঃ প্রসিদ্ধ কবর রোগ নিরাময়ে অভিজ্ঞ।

১৬৯। পীর তার মুরিদকে বলা ঃ আল্লাহর কাছে কোন প্রয়োজন হলে আমার মাধ্যমে সাহায্য চাবে। অথবা বলে ঃ আমার কবরের সাহায্য চাবে।

১৭০। ওলীর কবরের পাশে যে গাছ, পাথর থাকে তা উৎসর্গ করা এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে ব্যক্তি এগুলো কাটবে সে বিপদাপদে পড়বে।

১৭১। কেউ কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়বে এবং পীর আব্দুল কাদের জিলানীর দিকে মুখ করে ও তার উপর সাতবার সালাম জানায়। প্রত্যেক সালামে এক কদম করে তার কবরের দিকে অগ্রসর হয়। তার অভাব পূরণ হয়।

১৭২। যে স্ত্রী তার স্বামী রেখে মারা গেছে তার কবরে পানি ছিটানো। ঐ স্বামী যে ঐ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বিয়ে করেছে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে এটা তার ঈর্ষাকে দমাবে।

১৭৩। নাবী ও সৎ লোকদের কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা।

১৭৪। আল্লাহর নৈকট্যের জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর কবরে, ভেঁপু,

www.QuranerAlo.com

বাঁশী বাজানো এবং নৃত্য করা।

১৭৫। ইবরাহীম (আঃ) কবরের ভিত্তির ভিতরে প্রবেশ করে যিয়ারত করা।

১৭৬। কবরে ঘর বানানো এবং সেখানে অবস্থান করা।

১৭৭। কবরে র্মাবেল পাথর বসানো। বা তার উপর কাঠের বিভিন্ন ফলক রাখা।

১৭৮। কবরের উপর সেতু নির্মাণ।

১৭৯। কবর সুসজ্জিত করা।

১৮০। কবরস্থানে কুরআন নিয়ে যাওয়া। কুরআন হতে মৃতের উপর পড়া।

১৮১। কবরস্থানে যারা পড়তে আগ্রহী তাদের জন্য কবরস্থানে কুরআন রাখা।

১৮২। কবরে দেয়াল ও খুঁটি নির্মাণ করা।

১৮৩। অভিযোগ পত্র পেশ করা এবং তা কবরের ভিতরে ফেলা। এ ধারণা রেখে যে, কবরবাসী উক্ত দরখাস্ত বা অভিযোগপত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন।

১৮৪। ওলী আউলিয়াদের কবরের জালানায় তাদের স্মরণও অভাব পূরণ করার জন্য নেকড়া বেঁধে রাখা বা নিশান টাঙ্গানো।

১৮৫। ওলীদের সাথে সদাচরণ, অনুশোচনা ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা।

১৮৬। বরকতের উদ্দেশে কবরে রুমাল, কাপড় নিক্ষেপ করা।

১৮৭। মহিলাদেরকে তথাকথিত ওলীদের কবরের উপরে চড়ানো। গর্ভবর্তী হওয়ার জন্য লজ্জাস্থান কবরে ঘষা।

১৮৮। কবর স্পর্শ করা ও চুমু দেয়া।

১৮৯। কবরের দেয়ালে পেট ও পিট লাগানো।

১৯০। শরীর অথবা শরীরের কোন অংশ কবরের সাথে লাগানো

www.QuranerAlo.com

অথবা কাঠ বা অন্য কিছু যা দ্বারা কবরকে ঘেরা হয়েছে তার সাথে লাগানো।

১৯১। কবরের ধূলা মাটি গালে লাগানো।

১৯২। নাবী ও সৎ লোকদের কবরে তওয়াফ করা।

১৯৩। কবরের নিকট গুণকীর্তণ করা। তা হলো যেসব কবর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা হয় সেসব কবরের পাশে আরাফার দিন উরস, মহাসম্মেলনের আয়োজন করে কবরবাসীর গুণকীর্তন করা। যেমনভাবে আরাফার দিন হাজীরা আল্লাহর গুণকীর্তণ করেন।

১৯৪। কবরের পাশে জবেহ্ বা কুরবানী করা।

১৯৫। দু'আর সময় সৎ লোকেরা যে উত্তম পথে ছিলেন তার অনুসন্ধান চাওয়া।

১৯৬। সৎ লোকদের কবর হতে বের হওয়ার সময় পৃষ্ঠ ঘুরানো নিষেধ করা।

১৯৭। দু'আ কবুল হবে এ আকাঙ্ক্ষায় নাবী ও সৎ লোকদের কবরে দু'আ করার জন্য যাওয়া।

১৯৮। কবরের কাছে সলাত পড়ার জন্য মনস্থ করা।

১৯৯। সলাত পড়ার জন্য মাযারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করা।

২০০। যিক্র, কুরআন তিলাওয়াত, রোযা, জবেহ্ করার জন্য কবরে যাওয়ার মনস্থ করা।

২০১। কবরবাসীর মাধ্যমে আল্লাহর অসীলা (নৈকট্য) কামনা করা।

২০২। কবরবাসীর মাধ্যমে আল্লাহর শপথ (কসম খাওয়া) করা।

২০৩। মৃত ব্যক্তি বা অনুপস্থিত নাবী বা সৎ লোককে বলা ঃ আমার জন্য দু'আ করুন বা আমার জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চান।

২০৪। মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা। যেমন বলা– "হে অমুক সাইয়্যিদ আমাকে সাহায্য করুন। অথবা আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।"

www.QuranerAlo.com

২০৫। এ বিশ্বাস করা ঃ আল্লাহকে ছাড়াই মৃতরা বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকেন।

২০৬। কবরের নিকট অবস্থান নেয়া। কবরের সেবাকারী হিসেবে অবস্থান করা।

২০৭। মাযার পূজারীরা যেসকল কবরস্থানকে সম্মান করে সেগুলো যিয়ারত করে বের হওয়ার সময় পিছন দিকে চলে বের হওয়া।

২০৮। দরবেশদের কথা ঃ বিভিন্ন শহরে অলি-আউলিয়া, মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারতকারীগণ যখন নিজ দেশে, অঞ্চলে ফিরবার ইচ্ছা করে ঃ সকল শহরের বাসিন্দার জন্য ফাতিহা আমার সাইয়্যিদ অমুক অমুক এবং তাদের নাম উল্লেখ করে। তাদের সামনে এসে কবরের দিকে ইশারা করে মুখমণ্ডল মাসাহ করে।

২০৯। কবর যিয়ারতের সময় বলা ঃ হে আল্লাহর ওলী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারকুতুব, সন্তানদানকারী(আনযাব) আওতাদ (কর্ণধার) কিতাবের ফাকে এবং গাউস, সীলসীলা, মারেফতের অধিকারী, বিশ্বের খবরা খবর জ্ঞাত ওলী ও অন্যান্য আল্লাহর সকল আউলিয়া, ব্যাপকভাবে সবার জন্য ফাতিহা। হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী! এবং ফাতিহা (সূরা) পড়া। আর হাত দিয়ে মুখ মাসাহ করা এবং পিছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করা।

২১০। কবর উঁচু করা ও তার উপর ঘর নির্মাণ।

২১১। নিজের কবরের উপর ঘর নির্মাণের অসীয়াত করা।

২১২। কবর চুনকাম করা।

২১৩। কবরে মৃত ব্যক্তির নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ফলক বসানো।

২১৪। কবরের উপর মাসজিদ এবং দর্শনীয় স্থান বানানো।

২১৫। কবরে অথবা কবরের পাশে সলাত পড়ার মাধ্যমে কবরস্থানকে মাসজিদ বানিয়ে নেয়া।

২১৬। মৃত ব্যক্তিকে মাসজিদে দাফন করা। অথবা মাসজিদের ঘর তার কবরের উপর তৈরী করা।

www.QuranerAlo.com

২১৭। সলাতে কাবাকে পেছনে রাখা ও কবরকে সম্মুখে করা।

২১৮। কবরকে ঈদের স্থান (উৎসবের) বানানো। যেমন গান-বাজনা ইত্যাদি আনন্দ ফুর্তির মাধ্যমে ওরস পালন।

২১৯। রাত্রিতে এসে কবর যিয়ারত করার জন্য কবরে বাতি লাগানো।

২২০। কবর, পাহাড়, গাছ ইত্যাদির মধ্যে বাতি জ্বালানোর জন্য তেল, মোম মানত করা।

২২১। মদিনাবাসীরা যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে বা বের হবে তখনই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের মনস্থ করা।

২২২। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা।

২২৩। বিশেষ করে রজব মাসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করা।

২২৪। মাসজিদে প্রবেশের সময় সম্মানিত ব্যক্তির কবরের দিকে মুখ ফিরানো এবং কবরস্থানে সলাতের ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে মন নরম হওয়া উদ্দেশে দাঁড়িয়ে থাকা।

২২৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং এ আয়াত পাঠ করা "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ"

২২৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে ওসীলা চাওয়া বা রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য প্রার্থনা করা।

২২৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহর কসম খাওয়া। যেমন বলা ঃ আল্লাহর রাসূলের কসম।

২২৮। আল্লাহ ছাড়া রাসূলের কাছে সাহায্য চাওয়া।

২২৯। নাবী (আঃ)-গণের কবরে বড় বড় বাতির মধ্যে চুল কেটে নিক্ষেপ করা।

www.QuranerAlo.com

২৩০। নাবী (আঃ)-গণের কবর মাসাহ্ করা।

২৩১। নাবী (আঃ)-গণের কবরে চুমু দেয়া।

২৩২। নাবী (আঃ)-গণের কবরে তাওয়াফ করা।

২৩৩। নাবী (আঃ)-গণের কবরের দেয়ালে পেট ও পিঠ লাগানো।

২৩৪। নাবী (আঃ)-গণের কবরের ঘরে জানালায় হাত রেখে মপথ করা এবং বলা– হে আল্লাহর রাসূল, শাফাআত করুন।

২৩৫। নাবী (আঃ)-গণের কবরের পাশে হুজরামুখী হয়ে নিজের জন্য করজোরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।

২৩৬। নাবী (আঃ)-গণের কবর ও মিম্বারের মাঝে রওজা শরীফে সায়হান নামক এক প্রকার খেজুর খেয়ে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা।

২৩৭। কুরআন খতম বা গজল কবিতা আবৃত্তির জন্য নাবী (আঃ) কবরের পাশে সম্মেলন বা মাহফিলের আয়োজন করা।

২৩৮। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্যান্য নাবী ও সৎ লোকদের ঢাকা থাকতে তা খুলে (প্রকাশ) করে বৃষ্টি চাওয়া। ২৫

????

২৩৯। বিভিন্ন অভাবের বর্ণনা দিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরে চিরকুট ফেলা।

২৪০। কেউ বলে ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করতে এসে গুনাহ্ মাফ ও অভাব অভিযোগের কথা মুখে বলা উচিত নয়। কেননা, তিনিই তো তার চেয়ে তার অভাব সম্পর্কে ভার জানেন।

২৪১। উম্মাতের দেখাশোনা, তাদের অবস্থা জানা, তাদের নিয়ত, বিপদাপদ ইত্যাদির খোঁজ খবর নেয়ার ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াতে কোন পার্থক্ক নে– এমন বিশ্বাস পোষণ করা।

www.QuranerAlo.com

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানীর কলামে রচিত "أَحْكَامُ الْجَنَائِزِ وَبِدَعُهَا"-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানেই সমাপ্ত করছি। আল্লাহর কাছে এই প্রত্যাশা রেখে যে, এই কাজ ও সমাপ্ত কাজ এবং রচনাবলী আল্লাহ কবূল করেন। কিয়ামাত পর্যন্ত যেন এর পুণ্য সঞ্চিত রাখেন

"يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ"

"যে দিন মাল ও সন্তান কোন কাজে আসবে না। হ্যাঁ যাকে আল্লাহ প্রশান্ত হৃদয় দান করবেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

হে পরোয়ারদিগার তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। অতঃপর সাক্ষ্য দিচ্ছি– তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই। তোমার কাছে তাওবাহ্ করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি।

আম্মান, জর্দান–

২১ জমাদিউল আখেরাহ সাল ১৪০২

রচনায়

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী

www.QuranerAlo.com

Contents

تلخيص
أحكام الجنائز

تأليف

علامة ناصر الدين الألباني

ترجمة باللغة البنغالية

خليل الرحمن بن فضل الرحمن

ISBN 978-984-90335-1-6
9 789849 033516